পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 16 Monday, 16 December, 2024 ❋ ৩০ বর্ষ, ১৬ সংখ্যা ❋ ৩০ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, সোমবার, ১৬ ডিসেম্বর, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

কেন্দ্রীয় বাহিনী এনেও শুভেন্দু গড়ে ধরাশায়ী বিজেপি

দুরন্ত বার্তা, কাঁথি, ৫ ডিসেম্বর ঃ কাঁথি সমবায় নির্বাচনে সবুজ ঝড় উঠল। শুভেনদুর গড়ে রীতিমতো ধরাশায়ী হল বিজেপি। কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তায় ভোটগ্রহণ সত্ত্বেও ১০টি আসনও জিততে পারলেন না পদ্ম সমর্থিত প্রার্থীরা। ১০৮টি আসনের মধ্যে ১০১টিতেই জয়ী তৃণমূল সমর্থিত প্রার্থীরা। ফলাফল স্পষ্ট হতেই অকাল হোলিতে মাতলেন ঘাসফুল শিবিরের নেতা-কর্মীরা। এতদিন কাঁথি সমবায় ব্যাঙ্কের ক্ষমতায় ছিলেন শুভেন্দু অনুগামীরাই। তাঁদের হাত থেকে এবার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়াই লক্ষ্য ছিল তৃণমূলের। সেভাবেই সাজানো হয়েছিল ঘুঁটি। গত মঙ্গলবার কোলাঘাটে পূর্ব মেদিনীপুরের তৃণমূল কংগ্রেসের দুই সাংগঠনিক জেলার নেতাদের নিয়ে বৈঠকও হয়। সেখানে একাধিক রণকৌশল ঠিক করা হয়। রবিবার সকালে নির্ধারিত সময়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তায় শুরু হয় ভোটগ্রহণ। বিক্ষিপ্ত অশান্তির ঘটনাও প্রকাশ্যে আসে। কিন্তু ভোটের ফলাফল প্রকাশ্যে আসতেই দেখা গেল, শুভেন্দুর গড়েই কার্যত নিশ্চিহ্ন পদ্মশিবির। ১০৮টি আসনের মধ্যে মাত্র ৭টি আসনে জিতেছেন বিজেপি সমর্থিত প্রার্থীরা। বাকি ১০১টি আসনেই জিতেছেন তৃণমূল সমর্থিত প্রার্থীরা। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তায় ভোট হওয়া সত্ত্বেও কাঁথি সমবায় সমিতি নিজের দখলে রাখতে পারলেন না শুভেন্দু। এই জয় দল অর্থা তৃণমূলে অখিল গিরির গুরুত্ব আরও বাড়াবে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহল মহল। উল্লেখ্য, পূর্ব ভারতের অন্যতম বড় সমবায় ব্যাঙ্ক হল কাঁথি। এই ব্যাঙ্কের পরিচালন কমিটি হাতে রাখা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে টানাপোড়েন চলছে। মাঝে তিনবছর নির্বাচন হয়নি। ব্যাঙ্কে পরিচালন কমিটি গঠনের জন্য ভোটের দাবিতে পরবর্তীতে কলকাতা হাই কোর্টে মামলা হয়। উচ্চ আদালত ভোট করার জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেয়। এর পরই শুভেন্দু ঘনিষ্ঠ এগরার প্রাক্তন পুরপ্রধান শংকর বেরা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন। অশান্তির আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি। ওয়াকিবহল মহলের দাবি, কাঁথি সমবায় ব্যাঙ্ক হাতছাড়া হাওয়ার আশঙ্কাতেই সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা। পরবর্তীতে সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে ভোট করানোর নির্দেশ দেয় শীর্ষ আদালত। সেই মতোই ১৫ ডিসেম্বর, রবিবার কাঁথি সমবায় ব্যাঙ্কে ১০৮টি আসনের প্রতিনিধি নির্বাচনে হল ভোটাভুটি। কিন্তু কৌশল করেও ওই সমবায় সমিতি দখলে রাখতে পারল বা বিজেপি। শুভেন্দুর গড়ে রীতিমতো সবুজ ঝড়। উল্লেখ্য করা যেতে পারে, কাঁথি সমবায় ব্যাঙ্কের নির্বাচনে মোট আসন সংখ্যা ১০৮টি। যেখানে তৃণমূল, বিজেপি ও অন্য রাজনৈতিক দলের সমর্থনে মোট ৩৮১ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। মোট ভোটার সংখ্যা ৮০ হাজার ৪৮০ জন।

প্রয়াত প্রাক্তন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার

কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর ঃ দীর্ঘদিনের সহকর্মী সৌরভ দাসের আকস্মিক প্রয়াণে মুখ্যমন্ত্রী গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন। এক্স হ্যান্ডেলে এক বার্তায় রবিবার তিনি জানান, এই ঘটনায় তিনি হতবাক, স্তম্ভিত ও ব্যথিত। পশ্চিমবঙ্গের বরিষ্ঠ প্রশাসনিক কর্তা ছিলেন সৌরভ বাবু। পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন এবং জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দফতরের দায়িত্ব সামলেছেন। রাজ্যের নির্বাচন কমিশনারও হয়েছিলেন তিনি। এছাড়াও রাজ্য শিল্প পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যানের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও পালন করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সৌরভ বাবু সর্বদা হাসিখুশি ছিলেন ও সহযোগিতার জন্য সদা প্রস্তুত থাকতেন। তিনি আরও বলেন, দক্ষ অফিসার ও নিপাট ভদ্রলোক ছিলেন সৌরভ বাবু।

সন্দীপ-অভিজিতের জামিন প্রতিবাদে ধর্মতলায় ধর্নায় বসবেন সমস্ত ডাক্তাররা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর ঃ আরজি কর কাণ্ডে দ্রুত সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট দেওয়ার দাবিতে, সন্দীপ ঘোষ ও অভিজিৎ মণ্ডলের জামিনের প্রতিবাদে ধর্মতলায় ধর্নায় বসার সিদ্ধান্ত জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরসের। ডিসেম্বরের ১৭ থেকে ২৬ তারিখ ডোরিনা ক্রসিংয়ে ধর্নায় বসবেন ডাক্তাররা। ৯০ দিন পেরোলেও আরজি কর কাণ্ডে চার্জশিট পেশ করতে পারেনি সিবিআই। তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং খুনের মামলায় শুক্রবারই জামিন পেয়েছেন কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সংদীপ ঘোষ ও টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডল। এরই প্রতিবাদে চলতি মাসে ধর্নায় বসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ডাক্তাররা। রবিবার নিজেদের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে সংগঠনের তরফে বলা হয়েছে, ইতিমধ্যেই মঞ্চ বাঁধার অনুমতি চেয়ে পুলিশ কমিশনারকে ই-মেল পাঠিয়েছে তারা। যদি কলকাতা পুলিশ অনুমতি না দেয় তাহলে ডাক্তাররা আদালতের দ্বারস্থ হবেন বলেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ডাক্তারদের কথায়, 'সন্দীপ ঘোষ ও অভিজিৎ মণ্ডুলের বিরুদ্ধে যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণ আছে, তার পরেও এঁদের ছেড়ে দেওয়া হল। তার বিরোধিতায় এবং রাজ্য যে এঁদের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশের অনুমোদন দিচ্ছে না, তার প্রতিবাদে আমরা ধর্নায় বসছি। এছাড়াও পুলিশের যে রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন, তারও প্রতিবাদে আমাদের এই সিদ্ধান্ত।' প্রসঙ্গত, আরজি কর হাসপাতালে আর্থিক দুর্নীতিকাণ্ডের তদন্তে নেমে সন্দীপকে গ্রেফতার করেছিল সিবিআই। পরবর্তীতে গত ১৫ সেপ্টেম্বর তাঁকে চিকিৎসকের ধর্ষণ এবং খুনের মামলায় প্রমাণ লোপাটের অভিযোগে গ্রেফতার দেখায় সিবিআই।

পাশাপাশি সন্দীপের সঙ্গে তথ্যপ্রমাণ লোপাটের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজি মণ্ডলকেও। কিন্তু, সিবিআই ৯০ দিনেও চার্জশিট না দিতে পারায় জামিন পান দু'জনই।

'ফির লায়েঙ্গে কেজরিওয়াল', চূড়ান্ত প্রার্থীতালিকা প্রকাশ আপের

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর ঃ বছর ঘুরলেই দিল্লি বিধানসভার ভোট। রবিবার আম আদমি পার্টির তরফে প্রকাশ করা হল চতুর্থ তথা চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা। আর সেই তালিকায় রয়েছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের নাম। তিনি তাঁর বর্তমান কেন্দ্র থেকেই লড়বেন। আর এই উপলক্ষেই বিজেপিকে তোপ দাগলেন কেজরি। এদিকে আম আদমি পার্টি চালিকা প্রকাশ করার সময় লিখেছে, 'ফির লায়েঙ্গে কেজরিওয়াল'। এদিন কেজরি এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, ' আম আদমি পার্টি ৭০টি আসনেই নিজেদের প্রার্থী ঘোষণা করে দিয়েছে। দল পূর্ণ আত্মবিশ্বাস ও সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়েই নির্বাচনে লড়বে। বিজেপি অদৃশ্য। ওদের কাছে না রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর মুখ, না দল, না পরিকল্পনা আর দিল্লির জন্য কোনও ভিশন। ওদের কেবল একটাই স্লোগান, কেবল একটাই নীতি আর কেবল একটাই মিশন-কেজরিওয়াল হটাও। ওদের কাছে যদি জানতে চাওয়া হয় ৫ বছর কী করেছে, বলবে কেজরিওয়ালকে খুব গালাগালি করেছি। আমাদের দলের কাছে দিল্লিবাসীদের জন্য ভিশন রয়েছে, পরিকল্পনা রয়েছে আবার তাকে বাস্তবায়িত করার জন্য শিক্ষিত মানুষদের একটি টিমও রয়েছে। গত দশ বছরে যা কাজ হয়েছে তার দীর্ঘ তালিকাও রয়েছে। দিল্লির বাসিন্দারা যারা কাজ করেছে তাদেরই ভোট দেবে, গালাগালি যারা করে তাদের নয়।' কেজরি আগেই বলেছিলেন, ২০২৫ সালে দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনে একাই লড়বে আম আদমি পার্টি। গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল, সেই ' ভেঙে আপ নাকি শেষপর্যন্ত কংগ্রেস ও ইন্ডিয়া জোটের অন্য সদস্যের সঙ্গে আসন সমঝোতা করবে। কিন্তু কেজরি সেই গুঞ্জন চূর্ণ করে জানিয়ে দেন, দিল্লিতে ' চলো' নীতিতেই এগোবেন তাঁরা। এক্স হ্যান্ডলে তিনি লেখেন, 'আম আদমি পার্টি দিল্লির এই নির্বাচনে নিজের শক্তি অনুযায়ী একলাই লড়বে। কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বাঁধার কোনও সম্ভাবনাই নেই।'

শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত বদল কেন্দ্রের

আজ সংসদে পেশ হচ্ছে না এক দেশ-এক ভোট বিল!

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর ঃ সোমবার লোকসভায় পেশ হচ্ছে না এক দেশ-এক ভোট বিল। প্রাথমিকভাবে বিলটি সোমবার পেশ করা হবে বলে সংসদের সূচিতে বলা হয়েছিল। কিন্তু পরে যে চূড়ান্ত কার্যসূচি ঘোষণা করা হয়েছে, তাতে এক দেশ-এক ভোট বিল নেই। বৃহস্পতিবার মন্ত্রিসভা সংবিধান (১২৯ সংশোধনী) বিল, ২০২৪, এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আইন (সংশোধনী বিল), ২০২৪ অনুমোদন করে। গত শুক্রবার সন্ধ্যায় সেগুলি সাংসদদের কাছে পাঠিয়েও দেওয়া হয়। তারপরই জানা যায়, সোমবার আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল বিলগুলি সংসদে পেশ করবেন। আইনমন্ত্রী বিলগুলি পেশ করার পর তা যৌথ সংসদীয় কমিটির কাছে পাঠানো হতে পারে আলোচনার জন্য। কিন্তু শেষ মুহূর্তে পিছিয়ে এল সরকার। সোমবারের চূড়ান্ত তালিকায় ওই বিলগুলি রাখা হয়নি। সংসদের চলতি অধিবেশন ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ফলে শেষ পর্যন্ত এই অধিবেশনে আদৌ বিলটি পেশ হবে কিনা তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়ে গেল। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের কমিটি 'এক দেশ, এক ভোট' সংক্রান্ত রিপোর্ট তৈরি করেছিল। এক দেশ, এক ভোট নিয়ে এর আগে প্রতিবাদে মুখর হয়েছে কংগ্রেস, তৃণমূলের মতো বিরোধী দলগুলি। তাদের যুক্তি ছিল, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয়, সাংসদ এবং বিধায়ক নির্বাচনের ক্ষেত্রে যেটুকু বৈচিত্রের সম্ভাবনা রয়েছে, বিজেপির আগ্রাসী প্রচারের মুখে তা ভেঙে পড়তে পারে। দেশের একেক রাজ্যে বিধানসভার মেয়াদ শেষ হয় একেক সময়। একসঙ্গে ভোট করাতে হলে কোনও কোনও রাজ্যের ভোট

এগিয়ে আনতে হবে। কোনও কোনও রাজ্যের ভোট পিছিয়ে দিতে হবে। যা পদ্ধতিগতভাবে চরম সমস্যার। শনিবারও তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ এ নিয়ে বলেন, এটা নিয়ে আমাদের সংসদীয় দলের চেয়ারম্যান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিক সময় সিদ্ধান্ত নেবেন। আগেই আমরা বলেছি, নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান। সবাইকে একসঙ্গে বেঁধে ভোট করা মুশকিল। মাঝে যদি কোনও সরকার পড়ে যায়, তখন কী হবে? এ নিয়ে সংসদে কী ভূমিকা হবে সেটা পরে জানানো হবে। বহুদিন ধরেই 'এক দেশ, এক ভোটে'র পক্ষে সওয়াল করে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কেন্দ্রীয় যুক্তি, এর ফলে নির্বাচন করার বিপুল খরচে রাশ টানা যাবে। যেমন সরকারের খরচ কমবে, তেমন রাজনৈতিক দলগুলিরও খরচ কমবে। বারবার নির্বাচনের জন্য সরকারি কাজকর্ম, সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পে থমকে যায়। একসঙ্গে ভোট হলে তা কমে যাবে। ভোটকর্মী এবং নিরাপত্তারক্ষীদের খাটুনিও কমবে। একসঙ্গে বিধানসভা এবং লোকসভার ভোট হলে ভোটের হার বাড়তে পারে বলেও মত অনেকের। রাজনৈতিক দলগুলিও সারা বছর ভোটপ্রচারের ঝক্কি না থাকায় মানুষের কাজে অনেক বেশি মনোনিবেশ করতে পারবে। মানুষ অবশ্য তা সঠিক বলে মানবেন কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে বলে মনে করছেন কেউ কেউ।

ধনকড়ের সঙ্গে কোনও 'সৌজন্য' নয়, বন্ধ চা-কফিও! সিদ্ধান্ত ইন্ডিয়া জোটের

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর ঃ রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনকড়ের সঙ্গে কোনওরকম সৌজন্য নয়। সম্মিলিত সিদ্ধান্ত 'ইন্ডিয়া জোটের সাংসদদের। এমনকী ধনকড়ের সঙ্গে ন্যূনতম চা-কফির সম্পর্কও রাখা হবে না বলে ঠিক করেছে বিরোধী শিবির। এমনটাই সূত্রের খবর। তৃণমূল কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি, শিব সেনা (উদ্ধব), এনসিপি (শরদ) এবং ডিএমকে সাংসদরা ইতিমধ্যেই চেয়ারম্যানকে এড়িয়ে চলা ইতিমধ্যেই শুরু করেছেন। কংগ্রেস সাংসদদেরও তেমন করার কথা। যদিও দু'-একজন সাংসদ ধনকড়ের সঙ্গে এর মধ্যে সাক্ষা করছেন বলে শোনা যাচ্ছে। তবে দলগতভাবে কংগ্রেসও ধনক।কে কার্যত বয়কট করার পক্ষে। ধনকড়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি সংসদে পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করছেন। রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই অনাস্থা বা ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনা হয়েছে ইন্ডিয়ার তরফে। বিরোধী সাংসদদের কিছু বলার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। বিরোধীরা কথা বলতে উঠতে বার বার বাধা দেওয়া হচ্ছে তাঁদের, গুরুত্বপূর্ণ

বিষয়ে আলোচনার দাবি জানানো হলেও তা মানা হচ্ছে না। কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, আম আদমি পার্টি, সমাজবাদী পার্টি-সহ ইন্ডিয়া জোটের শরিক অন্যান্য বিরোধী দলগুলি সমর্থন করেছে এই প্রস্তাব। সেই প্রস্তাব নিয়ে ভোটাভুটির আগেই ধনক।কে একপ্রকার বয়কট করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

সোমবার সংবিধানের ৭৫তম বর্ষের আলোচনা শুরু হবে রাজ্যসভায়। তাতে অংশ নেবেন তৃণমূলের ১০-১১ জন সাংসদ। তুলে ধরা হবে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের ছবি। সূত্রের খবর, তিন মিনিটের বক্তব্যে প্রত্যেকে আলোচনা করার সুযোগ পাবেন। সংবিধানের প্রস্তাবনার একেকটি শব্দ নিয়ে. (আমরা ভারতের জনগণ, সার্বভৌম, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি) একেকজন সাংসদ আলোচনা করবেন। এক্ষেত্রে আলাদা আলাদা ভাষাতেও কথা বলতে পারেন তৃণমূল সাংসদরা। এদিকে ইতিমধ্যেই সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজুর বিরুদ্ধে রাজ্যসভায় প্রিভিলেজ মোশন দায়ের হয়েছে। গত কয়েকদিন লোকসভায় কোনও বিজেপি সাংসদ বিরোধীদের উদ্দেশে অপমানজনক কিছু বলেছেন কিনা, তাও খতিয়ে.দেখা হচ্ছে তৃণমূলের তরফে। কোনও সাংসদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেলেই একইভাবে স্বাধিকারভঙ্গের অভিযোগ আনবে রাজ্যের শাসকদল।

'যেন পরপর অঙ্কের ক্লাস' সংসদে প্রধানমন্ত্রীর 'ঝাঁঝালো ভাষণকে 'বোরিং' বললেন প্রিয়াঙ্কা

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর ঃ সংসদে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ ভাষণ দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রতিটা ইস্যু ধরে ধরে তোপ দাগলেন গান্ধী পরিবারের দিকে। সংবিধান নিয়ে আলোচনায় মোদির ওই ভাষণকে বিরোধীদের মিথ্যাচারের বেশ ঝাঁজালো জবাব বলেই মনে করছিল বিজেপি। কিন্তু সদ্য সংসদে প্রবেশ করা সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী মোদির এই ভাষণকে কোনও পাত্তাই দেন নি, জাস্ট উড়িয়ে দিলেন। তিনি বললেন, প্রধানমন্ত্রীর ওই দীর্ঘ ভাষণ পর পর দুটো অঙ্ক ক্লাসের মতোই বড্ড বোরিং। প্রিয়াঙ্কা বলেন, প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে নতুন কিছুই নেই। পুরনো কথাগুলিই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলেছেন। বক্তব্য শুনে যেন কয়েক দশক আগের সেই স্কুলে বসে অঙ্কের পর পর ক্লাস করার মতো লাগছিল। আমাদের ভীষণ বোর করেছেন মোদী। ভাষণের সময় সংসদের সবাই বিরক্ত হচ্ছিলেন। কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক দাবি করলেন, বিজেপি নেতারাও মোদির ভাষণে বিরক্ত হচ্ছিলেন। তিনি বলেন,দেখলাম জেপি নাড্ডা হাত কচলাচ্ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর নজর পড়ার পর এমন ভাব করলেন যেন মন দিয়ে শুনছেন। অমিত শাহ মাথায় হাত দিয়ে বসেছিলেন। আর পীযূষ গোয়েল তো প্রায় ঘুমিয়েই পড়েছিলেন বলে মনে হচ্ছিল। ইন্দিরার জরুরি অবস্থা থেকে রাজীবের শাহ বানো মামলা। নেহেরুর ৩৭০ ধারা থেকে সোনিয়ার ন্যশনাল অ্যাডভাইজরি কমিটি। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে উঠে আসে সব ইস্যুই। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সংবিধান সংসদে গৃহীত হওয়ার পর ৭৫ বছরে ৫৫ বছরই রাজত্ব করেছে একটা পরিবার। কংগ্রেসের সেই পরিবার সংবিধানকে আঘাত করার কোনও সুযোগ ছাড়েনি। দুর্নীতি ইস্যুতেও কংগ্রেসকে বিঁধেছিলেন মোদী। যার পাল্টাও এল মোদির তরফে। কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক বলছেন, মোদির যখন দুর্নীতি এতই অপছন্দ তাহলে তিনি আদানি ইস্যুতে কেন আলোচনায় সায় দিচ্ছেন না। প্রধানমন্ত্রীর গোটা ভাষণে আদানি ইস্যুর কোনও উল্লেখ নেই কেন? প্রিয়াঙ্কা যেভাবে মোদির ভাষণকে বোরিং বলে দিলেন, সেটা সাম্প্রতিক অতীতে বেনজির।

মোদীজি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর কথাই তো বললেন না', সমালোচনা সুদীপের

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর ঃ সংবিধান নিয়ে শনিবার সংসদে প্রধানমন্ত্রীর জবাবি ভাষণের ছত্রে ছত্রে উঠে এসেছিল কংগ্রেস বিরোধিতা। 'বারতকে গণতন্ত্রের জননী' বলে যে বক্তব্য শুরু করেছিলেন নরেন্দ্র মোদি, তার ইতি পড়ে গান্ধী পরিবারের সমালোচনায়। আর তাঁর সেই বক্তব্যের তুমুল সমালোচনা করলেন তৃণমূলের লোকসভার দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তাঁর বক্তব্য, এতক্ষণ ধরে এত কথা বললেন, ভবিষ্য পরিকল্পনার কথা বললেন, অথচ সংবিধানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ-যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো, তা নিয়ে একটি কথাও বললেন না। শনিবার লোকসভায় সংবিধান নিয়ে জবাবি ভাষণ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাতে ইন্দিরার জরুরি অবস্থা থেকে রাজীবের শাহ বানো মামলা, নেহরুর ৩৭০ ধারা থেকে সোনিয়ার ন্যাশনাল অ্যাডভাইজরি কমিটি। প্রজন্ম ধরে ধরে গান্ধী পরিবারকে বিঁধেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর কথায়, সংবিধান সংসদে গৃহীত হওয়ার পর ৭৫ বছরে ৫৫ বছরই রাজত্ব করেছে একটা পরিবার। কংগ্রেসের সেই পরিবার সংবিধানকে আঘাত করার কোনও সুযোগ ছা।নেনি। ৭৫ বছরে অন্তত ৭৫ বার সংবিধানকে রক্তাক্ত করেছে কংগ্রেস। সেই কু-বিচার, কু-নীতির প্রভাব আজও রয়েছে। দেশকে আজও ভুগতে হচ্ছে। এই পাপ কোনওদিন মোছা যাবে না। এহেন বক্তব্যের কঠোর সমালোচনা শুরু করেছিলেন বিরোধীরা। এবার সমালোচনায় মুখর হলেন তৃণমূল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর পালটা বক্তব্য, সংবিধানের সবচেয়ে বড় অংশ তো যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো। অথচ তার উল্লেখ করলেন না প্রধানমন্ত্রী।

৩০ লক্ষ তোলার টাকা না পেয়ে প্রমোটারকে মেরে 'রক্তাক্ত'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা,১৫ ডিসেম্বর ঃ বিধাননগরে তৃণমূল কাউন্সিলরের দাদাগিরির অভিযোগ। এক প্রমোটারের কাছ থেকে ৩০ লক্ষ টাকা তোলার দাবি। তোলার টাকা না পেয়ে সেই প্রমোটারকে বন্দুকের বাঁট দিয়ে মেরে রক্তাক্ত করে দেওয়ার অভিযোগ কাউন্সিলরের অনুগামীদের বিরুদ্ধে। রক্তাক্ত অবস্থাতেই বাগুইআটি থানায় থান ওই প্রমোটার। কাঠগড়ায় বিধাননগর ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সমরেশ চক্রবর্তীর অনুগামীরা। তাঁর অনুগামী বাবাই, গোবিন্দ দাস, শুভেন্দু-সহ জনা কুড়ি তাঁর ওপর চড়াও হন বলে অভিযোগ। আক্রান্ত প্রমোটার বলেন, আমি আমার নিজের জায়গায় প্রমোটিং করছি। আমার যদি এই দুর্দশা হয়, সাধারণ লোকের কী হবে! কীভাবে ব্যবসা করব। সাদা ভাবে কাজ করছি। এখানে কোনও ২ নম্বরি হচ্ছে না। প্রশাসনের অনুমতি রয়েছে। ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর থ্রেট করে সমস্ত প্রমোটারের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছে। আর তিনি যে টাকা চেয়েছেন, তার প্রমাণও আমার কাছে আছে। আক্রান্তের স্ত্রী বলেন, ও অনেকদিন ধরেই চিন্তায় রাতে ঘুমোতে পারে না। বলে টাকা কোথা থেকে পাব, রাতে ঘুমাতে পারত না ভাবতে ভাবতে। আমরা খুবই আতঙ্কিত। অনেকদিন ধরে চলছে।ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, আমি তো চোখের সামনেই দেখলাম। এসে ওখান থেকে সব স্টাফদের বার করে দিল। মারধর করল। থানায় গিয়েছিলাম। ওসি বললেন, অভিযোগ করতে, তারপর দেখি কী ব্যবস্থা হয়? বিধাননগর পৌরনিগমের চেয়ারম্যান সব্যসাচী দত্ত বলেন, ' যখন চেয়েছিল, তখনই তো অভিযোগ, কিন্তু করেননি। যদি করে থাকেন, তাহলে পুলিশের ব্যাপার। পুলিশ কেন করেনি। ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আমাদের কনিষ্ঠতম কাউন্সিলর। আমি খোঁজ নিচ্ছে। যতক্ষণ না প্রমাণ হচ্ছে, চোর বলা যাবে না।

দাউ দাউ করে জ্বলছে গোটা বাড়ি, ভিতরে পড়ে ঝলসে যাওয়া দেহাংশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জিসেম্বর ঃ ঘর থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখেছিলেন প্রতিবেশীরা। বিপদ বুঝতে পেরেই বালতি, গামলা করে জল নিয়ে যান। কিন্তু লেলিহান শিখা গ্রাস করতে থাকে গোটা বাড়ি। খবর দেওয়া দমকলে। যতক্ষণে আগুন নেভানো হয়, যতক্ষণে দমকল কর্মীরা ঘরের ভিতরে ঢোকেন, ততক্ষণে পুড়ে ছাই গোটা দেহ। পড়ে থাকে কেবল দেহাংশ। ভয়ঙ্কর, মর্মান্তিক ঘটনা কলকাতা লেদার কমপ্লেক্স থানার শিরিষ বাগান এলাকায়। আগুনে পুড়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মৃতের নাম সুরজি হালদার। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শিরিষবাগান এলাকায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতেন সুরজি। রবিবার দুপুরেই তাঁর ঘর থেকেই ধোঁয়া বের হতে দেখেছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। দমকলের দুটি ইঞ্জিন গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। ফলে ঘরের ভিতর ঢুকতেও সমস্যায় পড়তে হয় দমকলকর্মীদের। যতক্ষণে বন্ধ ঘরের দরজা ভেঙে ভিতরে ঢোকেন দমকল কর্মীরা, দৃশ্য দেখে তাঁদের চক্ষুচড়ক গাছ। কার্যত পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছেন সুরজি। ঝলসে যাওয়া দেহাংশ পড়ে রয়েছে। কীভাবে আগুন লাগল, তিনি নিজেই আগুন ধরিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন কিনা, এই বিষয়গুলো খতিয়ে দেখেছ পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলছেন আধিকারিকরা। ওই ব্যক্তি কোনওভাবে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন কিনা, তা জানার চেষ্টা করছে কলকাতা লেদার কমপ্লেক্স থানার পুলিশ।

ইউনুস সরকারের উপর নির্বাচনের চাপ বাড়াচ্ছে বিএনপি

হাসিনাহীন বাংলাদেশে সক্রিয় খালেদা জিয়া!

ঢাকা, ১৫ ডিসেম্বর ঃ চার মাস আগে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে শেখ হাসিনার দেশত্যাগ রাজনীতির মূল স্রোতে তাঁর ফেরার পথ প্রশস্ত করেছিল। নতুন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুসের সঙ্গে একমঞ্চে দেখাও গিয়েছিল। এবার মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশ ঘিরে জনসমক্ষে আসতে চলেছেন বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, আগামী ২১ ডিসেম্বর ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে সেই সমাবেশ। খালেদা জিয়াকে প্রধান অতিথি হিসেব থাকার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দলের সভাপতি ইশতিয়াক আজিজ উলফাত। তাঁর দাবি, বিএনপি চেয়ারপার্সন সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। ২১ তারিখের সমাবেশে শুধু জিয়াই নন, লন্ডন থেকে ভারচুয়ালি উপস্থিত থাকবেন জিয়াপুত্র তারেক রহমান। বিএনপি সূত্রে খবর, দীর্ঘ ৭ বছর পর নেত্রী খালেদা জিয়া প্রকাশ্য কোনও সমাবেশে অংশ নেবেন। জানা গিয়েছে, ২১ ডিসেম্বর দুপুর ২টো নাগাদ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে মুক্তিযোদ্ধা দিবসের আয়োজন করা হচ্ছে। আয়োজক জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দল। এই দিনটিতে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনগুলো। জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দলের সভাপতি ইশতিয়াক আজিজ উলফাত বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়াকে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তিনি জানান, সারা দেশ থেকে মুক্তিযোদ্ধারা ঢাকায় আসবেন এবং ২১ ডিসেম্বরের সমাবেশে যোগ দেবেন। ওইদিন তাঁদের সমাবেশে খালেদা জিয়া সশরীরে উপস্থিত

থাকবেন। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তথা জিয়ার পুত্র তারেক রহমানও লন্ডন থেকে ওই সমাবেশে ভারচুয়ালি যোগ দেবেন। এর আগে গত ২০১৭ সালের ১২ নভেম্বর ঢাকায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে শেষবার দলের এক সমাবেশে ভাষণ দিয়েছিলেন বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া। ২০১৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। দুর্নীতির দুই মামলায় খালেদা জিয়াকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল তৎকালীন আওয়ামি লিগ সরকারের আমলে। দু বছরের বেশি সময় কারাবন্দি ছিলেন জিয়া। ২০২০ সালের ২৫ মার্চ সরকার নির্বাহী আদেশে তাঁর সাজা স্থগিত করে শর্তসাপেক্ষে মুক্তি দেয়। সেই থেকে ছয় মাস পরপর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর সাজা স্থগিত করে মুক্তির মেয়াদ বা।চ্ছিল সরকার।

তবে বাংলাদেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খালেদা জিয়া এবং বিএনপি-র সক্রিয়তা বাড়ছে। ইউনুস সরকারের উপর নির্বাচনের চাপ বাড়াচ্ছে খালেদার দল। নানা রাজনৈতিক কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। যার মধ্যে বিশেষ নজরে ২১ ডিসেম্বর মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশ। তাতে খালেদা ঠিক কী বক্তব্য রাখেন, সেদিকে নজর রয়েছে সবমহলের।

অভিব্যক্তি এবং সংলাপ একে অপরের পরিপূরকঃ উপরাষ্ট্রপতি

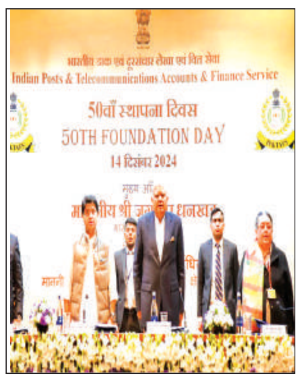

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর ঃ অভিব্যক্তি ও সংলাপের ভারসাম্যকে কেন্দ্র করে গড়ে তুলতে হবে ভারতীয় গণতন্ত্রকে। জোর দিয়ে বললেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়। একইসঙ্গে তিনি বলেছেন, গণতন্ত্র কেবলমাত্র ব্যবস্থার উপর নয়, মূল মূল্যবোধের উপর নির্ভর করে। নতুন দিল্লিতে গত শনিবার ভারতীয় ডাক ও টেলিক মিউনিকেশন অ্যাকাউন্টস এবং ফিনান্স সার্ভিসের ৫০তম প্রতিষ্ঠা দিবস কর্মসূচিতে ভাষণ দেওয়ার সময় উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় বলেছেন, বর্তমান প্রাতিষ্ঠানিক চ্যালেঞ্জগুলি ভিতরে এবং বাইরে থেকে প্রায়ই অর্থপূর্ণ সংলাপ এবং খাঁটি অভিব্যক্তির ক্ষয় থেকে উদ্ভূত হয়। তিনি উল্লেখ করেন, অভিব্যক্তি এবং সংলাপ একে অপরের পরিপূরক এবং উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতি সাফল্যের চাবিকাঠি। ধনখ। আরও বলেছেন, আত্মনিরীক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আধুনিক বেসামরিক কর্মচারীদের অবশ্যই প্রযুক্তি জ্ঞানী, পরিবর্তনের সহায়ক, ঐতিহ্যগত প্রশাসনিক সীমানা অতিক্রম করতে হবে।

হকি ইন্ডিয়া স্পনসর হিসাবে হিরো মটোকর্পের সাথে তিন বছরের চুক্তি স্বাক্ষর করেছে

নয়াদিল্লি, ১৫ডিসেম্বর ঃ হকি ইন্ডিয়া লিগ গত শনিবার ২০২৪-২৫ থেকে শুরু হওয়া পরবর্তী ৩টি মরসুমের জন্য স্পনসর হিসাবে হিরো মটোকর্পের সাথে ৩ বছরের চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।হকি ইন্ডিয়া লিগ ২৮ ডিসেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে, যেখানে ৮টি পুরুষ দল থাকবে। প্রথমবার, মহিলা হকি ইন্ডিয়া লিগও চালু করা হয়েছে যাতে ৪টি দল অংশগ্রহণ করবে। হকি ইন্ডিয়া লিগের গভর্নিং কমিটির চেয়ারপার্সন দিলীপ তিরকি বলেছেন, হিরো মোটোকর্প সর্বদা ভারতীয় ক্রীড়াকে সমর্থন করার ক্ষেত্রে অগ্রগামী, এবং হিরো হকি ইন্ডিয়া লিগের সাথে তাদের সম্পর্কটুর্নামেন্টের মর্যাদাকে উন্নত করবে।

বাংলাদেশের অশান্তির জেরে বাংলাকে উত্তপ্ত করার চেষ্টা চলছে', দাবি মমতার

কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বরঃ বাংলাদেশের অশান্তিকে হাতিয়ার করে বাংলাকে উত্তপ্ত করার চেষ্টা চলছে''। দিঘা থেকে বুধবার ফের উদ্বেগ প্রকাশ করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে বেশ কিছু ভুয়ো ভিডিও ছড়িয়েছে বলেও দাবি করলেন তিনি। সেগুলোকে ব্যবহার করে বাংলাকে অশান্ত করার চেষ্টা চলছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহ্বান, বাংলাদেশের সংখ্যালঘু যারা ফিরতে চান, সীমান্ত খোলাই রয়েছে, ভিসাও পাওয়া যাচ্ছে। ফলে তাঁরা যেন দ্রুত ফিরে আসেন। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের, এদিন ফের তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন মমতা।মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যে প্রশ্ন উঠেছে অনেকের মনে। নির্যাতন, প্রাণহানির আশঙ্কা এড়াতে বাংলাদেশের হিন্দুদের অনেকে এপার বাংলায় চোরাপথে লুকিয়ে এসেছেন। অনেকে আসতে গিয়ে সীমান্তে ধরা পড়ে কারাবাস করছেন। সেক্ষেত্রে ' খোলাই রয়েছে'- এরকম দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য উনি করছেন কেন? ' ভিসা পাওয়া যাচ্ছে' বলে উনি প্রকাশ্যে মন্তব্য করছেন। অথচ সকলেই জানেন, ভারত, বাংলাদেশ কেউই এখন বিশেষ জরুরি কারণ ছাড়া অপর রাষ্ট্রের আবেদনকারীকে ভিসা দিচ্ছে না।গত বুধবার দিঘার জগন্নাথ মন্দির ঘুরে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই বাংলাদেশ নিয়ে প্রশ্ন করা হয় তাঁকে। তাতে মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের সাফ জানান, বাংলাদেশের পরিস্থিতি কেন্দ্রের আওতায়। যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার তা ভারত সরকার নেবে। ইতিমধ্যেই প্রতিনিধিও পাঠানো হয়েছে। দু দেশের বৈঠকও হয়েছে।

সিরিয়ার ঘটনাবলীর যৌথ কমান্ড রুম আমেরিকা ও ইহুদিবাদী ইসরাইলেঃসর্বোচ্চ নেতা

ইরান,১৫ ডিসেম্বরঃইরানের সর্বোচ্চ নেতা বলেছেনঃসিরিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর মূল ষড়যন্ত্রকারী এবং চক্রান্তকারী, মূল হোতা হলো আমেরিকা ও ইহুদিবাদী ইসরাইল। চক্রান্তের প্রধান কমান্ড রুম আমেরিকা ও ইহুদিবাদী ইসরাইলে রয়েছে।এইসব ঘটনা নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি যে তাদের হাতে সে সম্পর্কে আমাদের কাছে প্রমাণ রয়েছে। এসব প্রমাণ নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।তাসনিম নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, আজ (১১ ডিসেম্বর গত বুধবার) ইমাম খোমেনি হোসাইনিয়ায় ইসলামি ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহিল উজমা খামেনেয়ীর সঙ্গে দেশের বিভিন্ন স্তরের হাজার হাজার মানুষ সাক্ষা করেছেন।এতে কোনো সন্দেহ নেই যে সিরিয়ায় যা ঘটেছে তা আমেরিকা ও ইসরাইলের যৌথ পরিকল্পনার ফসল। হ্যাঁ, সিরিয়ার একটি প্রতিবেশী সরকার এ ক্ষেত্রে একটি সুস্পষ্ট ভূমিকা পালন করেছে এবং করে যাচ্ছে- সবাই তা দেখছে। কিন্তু নিঃসন্দেহে মূল ষড়যন্ত্রকারী এবং চক্রান্তকারী আমেরিকা ও ইহুদিবাদী ইসরাইল। তিনি সিরিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর সাথে ইহুদিবাদী ও আমেরিকার আচরণকে এর অন্যতম প্রমাণ হিসেবে অভিহিত করে বলেনঃতারা যদি সিরিয়ার ঘটনার মূল হোতা না হয়ে থাকে, তাহলে অন্যান্য দেশের মত তারা কেন নীরব থাকল না? কেন তারা শত শত স্থাপনা, বিভিন্ন কেন্দ্রের অবকাঠামো, বিমানবন্দর, গবেষণা কেন্দ্র, বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ সিরিয়ার বিভিন্ন এলাকায় বোমাবর্ষণ করার মতো অযাচিত হস্তক্ষেপ করলো?ঘটনার প্রথম দু'য়েক দিনেই সিরিয়ার ৭৫টি পয়েন্টে হামলার কথা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করেছে আমেরিকা। বিপ্লবের নেতা এ প্রসঙ্গে বলেনঃতাদের পাশাপাশি ইহুদিবাদীরাও সিরিয়ার ভূমি দখল করে তাদের ট্যাংক নিয়ে দামেস্কের কাছাকাছি চলে এসেছে। যেই আমেরিকা অন্যান্য দেশের ছোটখাটো সীমান্ত লঙ্ঘনের ঘটনায় অনেক বেশি সংবেদনশীলতা দেখায়, তারা একটু প্রতিবাদও তো করলো না, উল্টো বরং তারা সাহায্য করেছে। তো, সিরিয়ার এই ঘটনায় কি প্রমাণ হয় না যে এইসব দুর্ঘটনার পেছনে তাদের হাত রয়েছে?হজরত আয়াতুল্লাহিল উজমা খামেনেয়ী সিরিয়ার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইহুদিবাদীদের জড়িত থাকার আরেকটি প্রমাণ ব্যাখ্যা করে বলেনঃ শেষের দিনগুলোতে সিরিয়ার একটি অঞ্চলের জনগণের জন্য-বিশেষ করে জয়নাবিয়াহ-এলাকার জন্য কিছু সাহায্য ও ত্রাণ পাঠানোর কথা ছিল। কিন্তু ইহুদিবাদীরা সমস্ত স্থলপথ এবং বিমানপথ বন্ধ করে দেয়। আমেরিকা এবং ইহুদিবাদীরা ওই সাহায্যগুলোকে ফ্লাইটের মাধ্যমেও আকাশপথে স্থানান্তর করতে দেয় নি। যদি তারা সিরিয়ার ঘটনার নেপথ্যে না থাকবে এবং কোন সন্ত্রাসী বা সশস্ত্র গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে সিরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করবে, তাহলে তারা সিরিয়ার জনগণকে সাহায্য করা বন্ধ করল কেন?সর্বোচ্চ নেতা বলেনঃপ্রতিরোধ ফ্রন্টের বৈশিষ্ট্য হলোঃযত বেশি ধাক্কা দেবেন, তত তারা শক্তিশালী হবে। যত বেশি অপরাধযজ্ঞ চালাবেন, তত বেশি উদ্যমী হবে। আপনি তাদের সাথে যত বেশি লড়াই করবেন, তত বেশি তারা বিস্তৃত হবে। আমি আপনাদের বলতে চাই, মহান আল্লাহর ইচ্ছায় প্রতিরোধ ফ্রন্টের পরিধি গোটা পশ্চিম এশিয়া অঞ্চলকে আগের চেয়ে বেশি আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলবে। এই পুরো অঞ্চলে প্রতিরোধ ফ্রন্ট আগের চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী হবে।প্রতিরোধের অর্থ সম্পর্কে যার বিন্দুমাত্র ধারনা নেই, তারা মনে মনে ভাবে, যখন প্রতিরোধ ফ্রন্ট দুর্বল হয়ে পড়েছে, তখন ইসলামি ইরানও দুর্বল হয়ে পড়বে। আমি আপনাদের দৃঢ় তার সঙ্গে জানাতে চাই, সর্বশক্তিমান আল্লাহর ইচ্ছায়, ইরান অনেক শক্তিশালী এবং সামনের দিকে আরো বেশি শক্তিশালী হবে ইনশাআল্লাহ।অবশ্য যেসব আগ্রাসীর কথা উল্লেখ করলাম তাদের প্রত্যেকেরই একটি উদ্দেশ্য আছে। তাদের লক্ষ্য ভিন্ন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ সিরিয়ার উত্তর বা সিরিয়ার দক্ষিণ থেকে ভূমি দখল করতে চাচ্ছে, আমেরিকা এ অঞ্চলে তাদের অবস্থান মজবুত করতে চাচ্ছে,এগুলোই তাদের লক্ষ্য। সময়মতো দেখা যাবে তাদের এইসব লক্ষ্যের কোনোটাই অর্জিত হবে না ইনশাআল্লাহ। সিরিয়ার দখলকৃত এলাকা মুক্ত হবে উদ্যমী সিরিয়ান যুবকদের মাধ্যমে এটা যে ঘটবে তাতে কোনো সংদেহ নেই। আমেরিকার অবস্থানও মজবুত হবে না, আল্লাহর রহমতে, আমেরিকাকেও প্রতিরোধ ফ্রন্টের মাধ্যমে এ অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করা হবে।তিনি গত ১৪ মাসের চাপে হিজবুল্লাহ, হামাস, ইসলামি জিহাদ এবং অন্যান্য ফিলিস্তিনি বাহিনী শক্তিশালী হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। এই শক্তিশালী হবার ঘটনাকে সত্যের চিহ্ন হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন বিপর্যয়ের চাপ এবং সাইয়েদ হাসান নাসরুল্লাহকে হারানোর ক্ষতি খুব ভারী ছিল, কিন্তু হিজবুল্লাহর শক্তি এবং মুষ্টি আরো বেশি শক্তিশালী হয়েছে এবং এই সত্য উপলব্ধি করে তারা যুদ্ধবিরতি চাইতে বাধ্য হয়েছে।তিনি ইহুদিবাদীদের সঙ্গে গাঁটছা। বাঁধাকে জাতিগুলোর জন্য লাল রেখা বলে উল্লেখ করে বলেনঃ ইহুদিবাদী এবং তাদের সহযোগীদের জানা উচিত ঐশি নিয়ম অনুসারে অপরাধ কখনও বিজয় নিয়ে আসে না। আজ সেই ঐশি নীতি এবং ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ঘটছে গাজা, জর্দান নদীর পশ্চিম তীর এবং লেবাননে।বহু বছর ধরে সিরিয়ায় ইরানের উপস্থিতির কথা উল্লেখ করে সর্বোচ্চ নেতা বলেনঃ একটি বিষয় যা অধিকাংশ তরুণ-তরুণীই জানে না তা হলো, সিরিয়া সরকারকে আমাদের সাহায্যের আগে, অর্থা পবিত্র প্রতিরক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে যখন সবাই সাদ্দামের পক্ষে এবং আমাদের বিপক্ষে কাজ করছিল, সিরিয়া সরকার তখন ইরানকে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা দিয়েছিল। সিরিয়া সরকার ওই সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপ নিয়ে ইরাক থেকে ভূমধ্যসাগরে তেলের পাইপলাইন বন্ধ করে দেয় এবং সাদ্দামকে তার আয় থেকে বঞ্চিত করে।তিনি সিরিয়া ও ইরাকে ইরানি যুবকদের উপস্থিতি এবং কিছু ইরানি কমান্ডারের উপস্থিতির কারণ হিসেবে আইএসআইএস মোকাবেলার কথা উল্লেখ করে বলেনঃআইএসআইএস ছিল নিরাপত্তাহীনতার একটি বোমা। তারা সিরিয়া ও ইরাককে নিরাপত্তাহীন করার পর আমাদের দেশকেও নিরাপত্তাহীন করার চূড়ান্ত লক্ষ্যে কাজ করছিল।আমাদের কর্মকর্তারা খুব দ্রুত বুঝতে পেরেছিলেন যে আইএসআইএসের সন্ত্রাসীযাত্রা বন্ধ করা না হলে নিরাপত্তাহীনতা পুরো ইরানকে ছেয়ে ফেলবে। তাদের সন্ত্রাসী বিপর্যয়ের উদাহরণ আপনারা আমাদের সংসদ, শাহচেরাগ এবং কেরমানের ঘটনাগুলোতে দেখেছেন।সিরিয়ার ঘটনা থেকে শিক্ষণীয় বিষয়ের কথা তুলে ধরে তিনি বলেনঃপ্রথম শিক্ষা হল শত্রুকে অবহেলা না করা। সিরিয়ায় শত্রুরা খুব দ্রুত কাজ করেছে কিন্তু তাদেরকে গোয়েঃদা রিপোর্ট আগেই দেওয়া উচিত ছিল এবং তা প্রতিরোধ করা উচিত ছিল।

বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী অতিমারির আগে ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে

নয়াদিল্লি(পিআইবি),১৫ ডিসেম্বরঃ এআই বা কৃত্রিম মেধার অন্তরালে থাকা কর্মীরা বঞ্চিত । এই ভারতীয় স্টার্টআপ তারই সমাধান চায় ।নারিকেল গাছের ছায়ায় চন্দ্রিকা রোদ থেকে আড়াল করতে স্মার্টফোনের স্ক্রিনটা একটু ঘোরালো । ভারতের দক্ষিণের রাজ্য কর্নাটকের আলাহাল্লি গ্রামের এক সকাল । কিন্তু, গরম ও গুমোট ক্রমশ বাড়ছে । স্ক্রিনে আঙুল দিয়ে চন্দ্রিকা একের পর এক অডিও ক্লিপে ক্লিক করে । সদ্য শুরু করেছে এই অ্যাপটির ব্যবহার । সেটি কেমন সহজ তা বোঝা যাচ্ছে । প্রতিবার ট্যাপ করলেই মাতৃভাষায় তার কন্ঠ শোনা যাচ্ছে ।এই অ্যাপটি ব্যবহার শুরু করার আগে ৩০ বছরের চন্দ্রিকার (যে অন্য অনেক দক্ষিণ ভারতীয়ের মতোই বাবার নামের প্রথম অক্ষরকে ব্যবহার করে নামের শেষ অংশের বদলে) ব্যাঙ্কে ছিল মাত্র ১৮৪ টাকা(২.২৫ ডলার) । তবে, এপ্রিলের শেষ দিকে বেশ কয়েকদিন ধরে ৬ ঘন্টা করে খেটে সে পায় ২,৫৭০ টাকা (৩১.৩০ ডলার)। এই টাকাটা দূরের স্কুলে শিক্ষকতা করে পাওয়া মাস মাইনের প্রায় সমান । তাও সেখানে যেতে আসতে তাকে তিনবার বাসের ভাড়া গুনতে হয় । সেখানে যেমন শিক্ষকতা করে মাসান্তে বেতন মেলে, এই অ্যাপে তাও নয় । ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়ে যায় মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে । মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় ৬ কোটি মানুষ প্রধাণত যে ভাষায় কথা বলে, সেই মাতৃভাষা কন্নড়ে চেঁচিয়ে পড়ে দিলেই । চন্দ্রিকা এই অ্যাপ ব্যবহার করে ঘণ্টায় প্রায় ৫ ডলার উপার্জন করে । ভারতে ন্যূনতম আয়ের প্রায় কুড়ি গুণ । আর কিছুদিনের মধ্যেই আরও টাকা আসতে থাকবে । সেইসঙ্গে একবার ৫০ শতাংশ বোনাস ভয়েস ক্লিপ ঠিকঠাক হলেই ।চন্দ্রিকার কন্ঠ এই উপার্জন করতে পারছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম মেধার রমরমার জন্যই । বর্তমানে তো এআইইই সব । যেমন চ্যাট জিপিটি-র মতো বড়সড় ভাষা মডেল ইংরেজির মতো ভাষা নিয়েই কাজ করে । অন লাইনে যার টেকসট এবং অডিও ডেটা আখছারই পাওয়া যায় । অন্যদিকে, কন্নড় ভাষা কয়েক লক্ষ মানুষ ব্যবহার করলেও ইন্টারনেটে তার বিশেষ সন্ধান মেলে না । (উইকিপিডিয়ায় ৬ মিলিয়ন ইংরেজি নিবন্ধ আছে, কিন্তু কন্নড়ে আছে মাত্র ৩০ হাজার) । এই ভাষা নিয়ে যদি কাজ করতেই হয়, তাহলে এআইকে আরও সড়গড় করে তুলতে হবে যাতে স্থানীয় বাকভঙ্গি বুঝতে অসুবিধা না হয় । ইংরেজির ক্ষেত্রে তথ্য জোগাড় করা খুব সোজা । কিন্তু, কন্নড়ের মতো ভাষার ক্ষেত্রে আরও উদ্যোগী হতে হবে ।বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, তার টেকসট অথবা ভয়েস ডেটা সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে । এই চাহিদা মূলত টেক কোম্পানিগুলি যারা নিজেদের এআই উপকরণ তৈরি করতে চায় । একই মাপের চাহিদা আছে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সরকারি স্তরে । বিশেষ করে ভারতে যেখানে ১৪০ কোটি মানুষ এবং ২২ টি সরকারি ভাষা এবং অন্তত আরও ৭৮০ টি উপভাষার মধ্যে ইংরেজি এবং হিন্দিরই চল বেশি । এই বর্ধিত চাহিদার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আচমকাই বুঝতে পারছেন তাদের মাতৃভাষা কত মূল্যবান ।তথ্য নিয়ে কাজকারবার যা এআই-এর মূল চালিকাশক্তি তা ভারতে নতুন নয় । বিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই কল সেন্টার এবং এবং পোশাক পরিচ্ছদ তৈরির কারখানাগুলি এখানে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে । একবিংশ শতাব্দীতেও নীরবে সেই তথ্য নিয়ে কাজ চলছে । এবং পূর্বের মতোই শিল্পে বেতন বা মজুরি নিয়ে বিরোধ বহাল আছে । যে মজুরি দেওয়া হচ্ছে তা আইন মাফিক হলেও অতি ন্যূনতম । কারণ ওই তথ্যই বিদেশি ক্লায়েন্ট দের কাছে বিক্রি হচ্ছে অনেক বেশি দামে । ২০২২-এ বিশ্বজুড়ে এআই ডেটা ক্ষেত্রের মূল্য ছিল ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা ২০৩০-এর মধ্যে ১৭ বিলিয়ন ডলার হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে । তার মাত্র কিছু অংশই ভারত, কেনিয়া, ফিলিপিন্সের ডেটো কর্মীদের কাছে পৌঁছয় ।এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেক কর্মীই অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় । অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারনেট ইনস্টিটিউটের ডিজিটাল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম বিশেষজ্ঞ জোনাস ভ্যালেন্তে বলছেন, আমরা এমন একটা ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলছি, যা আমাদের সমগ্র সমাজে প্রভাব ফেলে । এবং একমাত্র কর্মীরাই ওই ব্যবস্থাকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারে । যদি আমাদের কর্মীরা মৌলিক অধিকারটুকু পায় তাহলে আমার বিশ্বাস ফলাফল আরও ভালো হবে । বিশেষ করে প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা আরও উচ্চমানের হবে ।আলাহাল্লি এবং চিলুকাভাদি লাগোয়া গ্রামগুলিতে একটি ভারতীয় স্টার্টআপ নতুন মডেল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে । চন্দ্রিকা কাজ করে কারিয়া কোম্পানিতে । বেঙ্গালুরুতে এই অলাভজনক সংস্থাটির পথ চলা শুরু হয়েছিল ২০২১-এ । এরা নিজেদের বলে বিশ্বের প্রথম নীতিনিষ্ঠ ডেটা কোম্পানি । অন্য প্রতিপক্ষ কোম্পানির মতোই এরা বড় বড় টেক কোম্পানি এবং অন্য খরিদ্দারদের তথ্য বেচে বাজারদরে । তবে, নিজের খরচাটা তোলার পরে মুনাফার বাকি অংশটা খরচ করে ভারতের গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জন্য । (কারিয়া স্থানীয় এনজিওগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, যাতে দরিদ্রতম ব্যক্তিদের পাশাপাশি ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক মানুষজনের কাছে তাদের অর্থ পৌঁছয়) । ন্যূনতম ঘন্টায় ৫ ডলারের পাশাপাশি কারিয়া তার কর্মীদের তথ্যের মালিকানাও প্রদান করে । ফলে, যখন সেটি আবার বিক্রি হয়, তখন তার একটা অংশ কর্মী পায় তার মজুরি বাদেও । এমন একটি মডেল আর কোথাও এই শিল্পে নেই ।কারিয়ার এই কাজের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ যাদের ভাষা অন লাইনে তেমন স্থান পায় না তারাও এআই সহ প্রযুক্তির সুবিধা পায় । ২৩ বছরের ছাত্র বিনুতা বাবা-মার ওপর নির্ভরতা কমাতে কারিয়াকেই অবলম্বন করেছে । তার কথায়, গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ ইংরেজি জানে না । যদি একটা কমপিউটার কন্নড় বোঝে, তাহলে খুবই উপকার হয় । কারিয়ার সিইও ২৭ বছরের মনু চোপড়া বলছেন, বর্তমানে যা মজুরির হার, তাকে বাজারের ব্যর্থতাই বলতে হয় । আমরা অলাভজনক থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কারণ আপনি কখনও বাজারে ঢুকে বাজারের ব্যর্থতার সমাধান করতে পারবেন না ।মূল কথাটি হল কাজটা অতিরিক্ত । প্রথমেই কারিয়া তার কর্মীদের যেটা বলে, সেটা হল এটা কোনো স্থায়ী চাকরি নয় । বরং দ্রুত আয় বাড়াবার একটি উপায়, যাতে অন্যান্য কাজ করার উৎসাহ পাওয়া যায় । অ্যাপ ব্যবহার করে একজন কর্মী সবচেয়ে বেশি ১ হাজার ৫০০ জলার পর্যন্ত রোজগার করতে পারে, যা ভারতের গড় বার্ষিক আয়ের সমান । এরপরে, তারা অন্যজনের জন্য রাস্তা করে দেয় । কারিয়া জানিয়েছে সারা দেশে ৩০ হাজার গ্রামীন মানুষকে তারা মজুরি হিসেবে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা(প্রায় ৮ লক্ষ ডলার)দিয়েছে । ২০৩০-এর মধ্যে এটিকে ১০ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান চোপড়া । তিনি বলেছেন, ঠিকঠাক চললে আমি মন থেকে বিশ্বাস করি যে, এটাই লক্ষ লক্ষ মানুষকে দ্রুত দারিদ্রমুক্ত করতে পারবে । চোপড়া দারিদ্রের মধ্যেই বড় হয়েছেন । স্টানফোর্ডে বৃত্তি পাওয়ার পর তার জীবনটাই বদলে যায় । চোপড়া বলছেন, এটা একটা পুরোপুরি সামাজিক প্রকল্প । সম্পদই শক্তি । আর আমরা চাই পিছিয়ে থাকা মানুষজনের মধ্যে সম্পদের পুনবন্টন ।চোপড়াই প্রথম প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান নয়, যারা বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষের উপকারের জন্য এআই তথ্যের সম্ভাবনা নিয়ে ভেবেছে । চ্যাট, জিপিটি এবং মেটার ফেসবুকের জন্য কাজ করা আউটসোর্সিং কোম্পানি সামাও গ্লোবাল সাউথের মানুষজনকে দারিদ্রমুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করে বলে নিজেদের পরিচয় দেয় । কিন্তু, কেনিয়ার অনেক চ্যাট জিপিটি কর্মীই ঘঃটায় ২ ডলারের কম রোজগার করে । তারা বলেছে, তাদের সঙ্গে পরিচয় করানো হয় প্রশিক্ষণ তথ্যের, যাতে তারা দিশাহারা । ওই কোম্পানি ফেসবুকের জন্যও একই ধরনের কাজ করে । তাতে যুক্ত এক কর্মী জানিয়েছে, আরও ভালো কাজের পরিবেশের দাবি করায় তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । সামার বক্তব্য কর্মীদের বেশি মজুরি দিলে স্থানীয় অর্থনীতি নড়বড়ে হয়ে যাতে পারে । তাতে ভালোর চেয়ে খারাপই হবে বেশি । তবে কর্মীদের বক্তব্য মালিকদের এই কথা ইতিহাসকেই স্মরণ করায় ।চোপড়া বলছেন, গত ৫ বছরে সবচেয়ে বেশি যেটা শিখেছি, এটা নিশ্চয়ই সম্ভব । এটা আকাশ কুসুম কল্পনা নয় । ন্যূনতম মজুরি ২০ গুণ বাড়ালেও সংস্থা লাভজনকই থাকবে ।কারিয়ার কথা প্রথম শুনলে একটু সন্দেই হবে, কেননা সামাও তার পথ চলা শুরু করেছিল অলাভজনক সংস্থা হিসেবে দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে । কিন্তু, পরে তারা মুনাফাখোর ব্যবসায়ী হয়ে ওঠে । তাহলে কারিয়া কি পারবে তার নীতির প্রতি নিষ্ঠা রাখতে ? যদি পারে, তা সেটাও বা কতদিন । একটা বিষয় পরিস্কার সব প্রশ্নের উত্তর পেতে ভারতের থেকে ভালো পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্থান আর হয় না । সেখানে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে সস্তা ডেটো মোবাইল ডেটা । যে দেশে গ্রামের একজন গরীব মানুষেরও স্মার্টফোন ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে । আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী অতিমারির আগে ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে । তাদের যদি চোপড়ার ভাবনা মতো আর্থিক উপায়ের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে তা হবে বৈপ্লবিক ।ব্যস্ত বেঙ্গালুরু থেকে ৭০ মাইল দূরে আখের খেত পেরিয়ে গুলমোহর বীথিকার ছায়ায় অবস্থিত চিলুকাভাদি গ্রাম । একটি নিচু কংক্রিটের বাড়িতে স্থানীয় কৃষি সমবায়ের সদর দফতর । প্রায় এক ডজন নারী-পুরুষ হাজির । এরা সকলেই গত এক সপ্তাহে কাজ শুরু করেছে কারিয়ার জন্য । ২১ বছরের রোগাসোগা কনকরাজ এস সানবাঁধানো মেছেয় বসেছিল হাঁটু মুড়ে । সে স্থানীয় কলেজে পড়ে । বই এবং যাতায়াতের খরচ তুলতে তাকে আশপাশের মাঠে ঠিকে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে হয় মাঝেমাঝে । একদিনে সে উপায় করতে পারে ৩৫০ টাকা (প্রায় ৪ ডলার) । কিন্তু, এই ধরনের কায়িক শ্রম দু ঃসহ হয়ে

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর ঃ রবিবার সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মৃত্যুবার্ষিকী। আধুনিক ভারতের স্রষ্টা লৌহপুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মৃত্যুবার্ষিকীতে গোটা দেশ তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন।প্রধানমন্ত্রী জানান, লৌহপুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে শত শত প্রণাম। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্ব দেশের ঐক্য, অখণ্ডতা ও বিকশিত ভারতের সংকল্প পূরণে দেশবাসীর কাছে অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে। অন্যদিকে ভোপালতে, রবিবার সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রয়াণবার্ষিকী। আধুনিক ভারতের স্রষ্টা লৌহপুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মৃত্যুবার্ষিকীতে গোটা দেশ তাঁকে স্মরণ করছে। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁকে বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব জানান, আমি লৌহপুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে আমার বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই। তিনি দেশের ঐক্য ও অখণ্ডতাকে সংযুক্ত করেছিলেন। বৈচিত্র্যকে শক্তিতে পরিণত করে, বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করেছিলেন তিনি। সাংবিধানিক কাঠামোকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে প্রতিটি নাগরিকের অবদানকেও তুলে ধরেছিলেন তিনি। তাঁর কর্মকাণ্ড সবসময় অনুপ্রেরণা দেবে। অন্যদিকে নয়াদিল্লিতে, রবিবার সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মৃত্যুবার্ষিকী। আধুনিক ভারতের স্রষ্টা লৌহপুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মৃত্যুবার্ষিকীতে গোটা দেশ তাঁকে স্মরণ করছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।তিনি জানান, আমি ভারতের ঐক্যের প্রতীক লৌহপুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে স্মরণ করি এবং শ্রদ্ধা জানাই। সর্দার প্যাটেল জি আধুনিক ভারত গড়ার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। জাতীয় ঐক্য ও অখণ্ডতার প্রতি তাঁর নিবেদন 'এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত'-এর শক্তিশালী ভিত স্থাপন করেছিল। তাঁর মহান ব্যক্তিত্ব এবং দেশ গড়ার দৃঢ় সংকল্প চিরকাল ধ্রুবতারার মতো পথপ্রদর্শক হয়ে থাকবে।

মৃতার পরিবার যেভাবে চাইবে আমি সাহায্য করব, জানালেন আল্লু অর্জুন

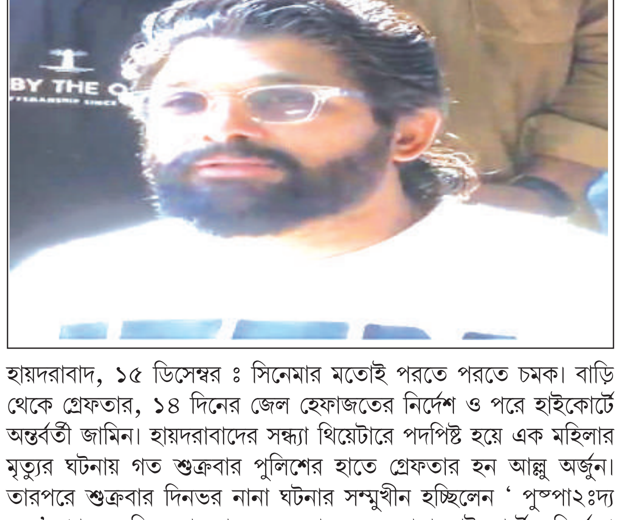

হায়দরাবাদ, ১৫ ডিসেম্বর ঃ সিনেমার মতোই পরতে পরতে চমক। বাড়ি থেকে গ্রেফতার, ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ ও পরে হাইকোর্টে অন্তর্বর্তী জামিন। হায়দরাবাদের সন্ধ্যা থিয়েটারে পদপিষ্ট হয়ে এক মহিলার মৃত্যুর ঘটনায় গত শুক্রবার পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন আল্লু অর্জুন। তারপরে শুক্রবার দিনভর নানা ঘটনার সম্মুখীন হচ্ছিলেন ' পুষ্পা২ঃদ্য রুল' খ্যাত অভিনেতা আল্লু। শুক্রবার তেলেঙ্গানা হাইকোর্টের নির্দেশে অন্তর্বর্তী জামিন পেলেও জেলমুক্তি হয়নি আল্লুর।কারণ হাইকোর্টের নির্দেশ হাতে পাননি চঞ্চলগু।। জেল কর্তৃপক্ষ। তাই জেলেই রাত কাটাতে হয়েছে অভিনেতাকে। শনিবার সকালে জেল থেকে বেরিয়ে সোজা জুবিলি হিলসের বা।তিতে যান আল্লু। সেখান থেকে বা।ি গিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তিনি। পরে ফের বাসভবনেই সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে আল্লু অর্জুন বলেন, ' মৃতার পরিবারের প্রতি সমবেদনা রয়েছে। আমরা খুবই দু ঃখিত। তাঁরা যেভাবে চাইবে আমি সেই ভাবেই সাহায্য করব। আমি সেদিন প্রেক্ষাগৃহের ভিতরে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে সিনেমা দেখছিলাম। দুর্ঘটনাটি ঘটে হলের বাইরে। আমার সঙ্গে কোনওভাবেই এই দুর্ঘটনার সম্পর্ক নেই। ওই প্রেক্ষাগৃহে বিগত ২০ বছর ধরে আমি যাই। কোনওদিন এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেনি। এর থেকে বেশি কিছু আমি বলব না, কারণ মামলাটি এখনও বিচারাধীন।'

শম্ভু সীমানায় বিক্ষোভ কৃষকদের, আম্বালায় স্তব্ধ ইন্টারনেট পরিষেবা

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বরঃ কৃষকদের দিল্লি চলো আন্দোলনকে ঘিরে ফের অশান্ত হয়ে উঠল হরিয়ানা-পঞ্জাবের শম্ভু সীমানা। গত শনিবার দুপুর বারোটার আগে থেকেই শম্ভু সীমানায় জড়ো হতে থাকেন কৃষকরা, আগে থেকে পুলিশও মোতায়েন করা হয়। কৃষকদের এই আন্দোলনের প্রেক্ষিতে হরিয়ানার আম্বালায় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়।ঐদিন দুপুরে শম্ভু সীমানা থেকে কৃষকরা দিল্লির দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করলে রুখে দাঁড়ায় পুলিশ। শম্ভু সীমান্তে কৃষকদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস, জলকামান ব্যবহার করে। অগত্যা আন্দোলন এদিনের মতো থমকে যায়। কৃষক নেতা সারওয়ান সিং পান্ধের বলেছেন, উভয় ফোরামই 'জাঠা' প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমরা শুনছি যে ১৭-১৮ জন আহত হয়েছেন। আমরা পরবর্তী পদক্ষেপের বিষয়ে জানাব।

শীতে দার্জিলিং-কে টেক্কা পুরুলিয়ার, কনকনে ঠান্ডা পশ্চিমের জেলাগুলিতে

কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর ঃ শীতে কাঁপছে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি কাঁপছে দক্ষিণবঙ্গও। রবিবার কলকাতা এই মরশুমের শীতলতম সকাল দেখেছে। মহানগরীতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১২.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.৬ ডিগ্রি কম। অন্যদিকে, এদিন দার্জিলিংয়ের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৫.৬ ডিগ্রি ও পুরুলিয়ায় এই তাপমাত্রা ৫.৯ ডিগ্রি। শীতে রীতিমতো দার্জিলিং-কে টেক্কা দিচ্ছে পুরুলিয়া।রবিবার পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূমে শৈত্যপ্রবাহ পরিস্থিতি ছিল। এ ছাড়া, সকালের দিকে কুয়াশা ছিল নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমানে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস বলছে, আপাতত উত্তর বা দক্ষিণবঙ্গে আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রাতের তাপমাত্রায় খুব একটা হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে কিছু কম থাকবে। তার পরের তিন-চার দিনে ফের দুই থেকে তিন ডিগ্রি বাড়তে পারে তাপমাত্রা।আবহাওয়া জানিয়েছে, দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগর ও সংলগ্ন দক্ষিণ আন্দামান সাগরে একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে। আগামী ২৪ ঘণ্টায এই ঘূর্ণাবর্ত নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। নিম্নচাপের অভিমুখ থাকবে তামিলনাড়ুর উপকূল এলাকার দিকে। তবে এর প্রভাবে তাপমাত্রা বাড়তে পারে রাজ্যে।

কটকে লোহার গেট ভেঙে বিপত্তি

কটক, ১৫ ডিসেম্বর ঃ পালাগানের অনুষ্ঠানস্থলে বিপত্তি ওড়িশার কটকে। মঞ্চের সামনে থাকা লোহার গেট ভেঙে পড়ে জখম হলেন প্রায় ৩০ জন দর্শক। আহতদের মধ্যে মহিলা ও শিশুও রয়েছেন। শনিবার রাতে কটকের সালেপুর এলাকায় ওই দুর্ঘটনা হয়। সেখানে একটি পালাগানের আসর বসেছিল। অনুষ্ঠান দেখতে প্রচুর দর্শকের সমাগম হয়েছিল।একটি লোহার গেট পেরিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করতে হত। একই সময়ে অনেক দর্শক ওই গেটটি পার হচ্ছিলেন। সেই সময় আচমকা পুরো লোহার গেটটিই ভেঙে পড়ে। শুরু হয় চিকার-চেঁচামেচি, কান্নাকাটি। পণ্ড হয় অনুষ্ঠান। পুলিশ এবং স্বেচ্ছাসেবকেরা দ্রুত উদ্ধারকাজে হাত লাগান। আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৩০ জন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের আঘাত গুরুতর।

আবহাওয়া

অবশেষে জাঁকিয়ে শীতের আশা কলকাতা-সহ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গেই। উত্তুরে হাওয়ার সৌজন্যে তাপমাত্রা হ্রাসের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। বৃহস্পতিবার ফের কলকাতায় নামল তাপমাত্রা। কিছুটা কমে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নামল ১৪.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। এই পারদ-পতনের পর বৃহস্পতিবারই এই মরসুমের শীতলতম দিন।শীতের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই ঘন কুয়াশার সতর্কতাও জারি করেছে আবহাওয়া দফত।।জোয়ার-সকাল ৭ টা ৫১ মিনিট এবং রাত ০৭টা ৫১ মিনিট। ভাটা-সকাল ৮ টা ৫১মনিট এবং রাত ২ টা ৫১মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৬টা ০৬মিনিট এবং অস্ত ৪টা ৫১মিনিট

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

৩০ অগ্রহায়ন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, সোম বার, ইংরেজীঃ ১২ ডিসেম্বর ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ ৫১২৫, সৌরঃ ২৮ অগ্রহায়ন, চান্দ্রঃ ১১ নারায়ন মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ ২৭ অগ্রহায়ন ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ২০ অগ্রহায়ন ১৯৪৬, মৈতেঃ১১ পোইনু, আসামঃ ২৫ অঘোন, মুসলিমঃ ৯-জমাদিউস-সানি-১৪৪৬ হিজরী।শ্রীমোক্ষদা একাদশী, শ্রীশ্রীগীতা জয়ন্তীসূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ০৯ঃ০৬ এবং অস্তঃবিকাল ০৪ঃ ৫০ঃ১৮।চন্দ্র উদয়ঃদুপুর ০১২৬ঃ ০১(১১) এবং অস্তঃশেষ রাত্রি ০২ঃ ৩৭ঃ১২(১১)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃ একাদশী (নন্দা) রাত্রিঃ১০ঃ৪৭ঃ০৩ দং ৪১৩৪৪০ পর্যন্তনক্ষত্রঃঅশ্বিনী কাল ঘ ০৮ঃ২৫ঃ৫৬ দং ৫৪০২০ পর্যন্ত পরে ভরণীকরণঃবণিজ সকাল ঘ ১১ঃ৫৮ঃ২০ দং ১৪৩২৫২.৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টি রাত্রিঃ১০ঃ৪৭ঃ০৩ দং ৪১৩৪৪০ পর্যন্ত পরে ববযোগঃ বরীয়ান রাত্রিঃ০৫ঃ৫১ঃ৫১ দং ২৯১৬৪০ পর্যন্ত পরে পরিঘঅমৃতযোগঃদিন ০৬ঃ০৯ঃ১১ থেকে - ০৬ঃ৫১ঃ৫৬ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৩৪ঃ৪১ থেকে - ০৮ঃ১৭ঃ২৬ পর্যন্ত, তারপর ১০ঃ২৫ঃ৪০ থেকে - ১২ঃ৩৩ঃ৫৫ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ৪৩ঃ৩৯ থেকে - ০৬ঃ৩৬ঃ৫৪ পর্যন্ত, তারপর ০৮ঃ২৩ঃ২৪ থেকে - ০৩ঃ২৯ঃ২৬ পর্যন্ত।মহেন্দ্রযোগঃ দিন ০৬ঃ৫১ঃ৫৬ থেকে - ০৭ঃ৩৪ঃ ৪১ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০১ঃ১৬ঃ৩৯ থেকে - ০৩ঃ২৪ঃ৫৪ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃদিন ১১ঃ০৮ঃ২৫ থেকে - ১১ঃ৫১ঃ১০ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ১০ঃ০৯ঃ৫৫ থেকে - ১১ঃ০৩ঃ১০ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ১১ঃ২৯ঃ৪৭ থেকে - ১২ঃ৪৯ঃ৫৬ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ০৮ঃ৪৯ঃ২৯ থেকে - ১০ঃ০৯ঃ৩৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০২ঃ৪৯ঃ২৯ থেকে - ০৪ঃ২৯ঃ২০ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ ৭২৫৪৯৩৩ (১৮) ৩ পদচন্দ্রঃ ০১১৬৩৭ (১) ৪ পদমঙ্গলঃ৩১০৪৮৪২ (৮) ৩ পদবুধঃ৭১০২১১৬ (১৭) ৩ পদ বৃহস্পতিঃ১২২৩৩২৮ (৪) ৪ পদশুক্রঃ৯১০৩০৪ (২২) ১ পদশনিঃ১০১৫৫৬১৪ (২৪) ৩ পদরাহুঃ১১১০৩৮৩৫ (২৬) ৩ পদকেতুঃ৫১০৩৮৩৫ (১৩) ১ পদমঙ্গল বক্রি হবে সকাল ঘ ০৪ঃ ৪৭ঃ৫৮ দং ৫৬৩৬৫৭.৫বুধ বক্রিবৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃবৃশ্চিক রাশি সকাল ০৬ঃ৩১ঃ৩০ পর্যন্ত। ধনু রাশি সকাল ০৮ঃ৩৬ঃ৪৭ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ১০ঃ২৩ঃ৪০ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ১১ঃ৫৭ঃ ০৪ পর্যন্ত। মীন রাশি দুপুর ০১ঃ২৮ঃ ০৮ পর্যন্ত। মেষ রাশি দুপুর ০৩ঃ০৮ঃ ৪২ পর্যন্ত। বৃষ রাশি বিকাল ০৫ঃ ০৭ঃ০৫ পর্যন্ত। মিথুন রাশি বিকাল ০৭ঃ২০ঃ২৪ পর্যন্ত। কর্কট রাশি রাত্র ০৯ঃ৩৬ঃ০৮ পর্যন্ত। সিংহ রাশি রাত্র ১১ঃ৪৭ঃ২৮ পর্যন্ত। কন্যা রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ৫৭ঃ৩৯ পর্যন্ত। তুলা রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ১১ঃ৫০ পর্যন্ত।

রাজ্যের কয়েকটি জেলায় শৈত্যপ্রবাহের সতর্কতা

কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর ঃ শীতের দাপট অব্যাহত। রাজ্যের একাংশে চলছে শৈত্যপ্রবাহ। উত্তরের পাহাড়ি অঞ্চলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাপমাত্রার পতন ঘটছে দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলির। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, রবিবার পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূমে শৈত্যপ্রবাহের আশঙ্কা থাকছে। আগামী দিন দুয়েক শীতের এই আমেজ বজায় থাকবে। জানা গেছে, রবিবার দিনের আকাশ পরিষ্কার থাকবে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১২.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। জানা গেছে, আগামী ৪৮ ঘণ্টা শৈত্যপ্রবাহের সতর্কতা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায়। কুয়াশার দাপট উত্তরবঙ্গে বেশি। সোমবার পর্যন্ত একইরকম আবহাওয়া থাকবে। সোমবারের পর তাপমাত্রায় খানিক পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

কাঁথি সমবায় ভোটে অশান্তি, সংঘর্ষে জড়ালো তৃণমূল ও বিজেপি

কাঁথি, ১৫ ডিসেম্বর ঃ শান্তিপূর্ণভাবে ভোটগ্রহণ শুরু হলেও, অশান্তি দেখা গেল কাঁথি সমবায় ব্যাঙ্কের ভোটে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রামনগরে হাতাহাতিতে জড়াল তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি। বিজেপির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, তৃণমূল ভোটারদের বুথে যেতে বাধা দিচ্ছে।

প্রতিবাদ করায় বিজেপি কর্মীদের মারধর করা হচ্ছে। সেই অভিযোগ তুলে ভোট বয়কটের ডাক দিয়ে পথ অবরোধ শুরু করেন স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রামনগর কলেজে কাঁথি সমবায় ভোটের কেন্দ্র হয়েছে। সকাল থেকেই আঁটোসাঁটো নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে এই কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ শুরু হয়। তবে বিজেপির অভিযোগ, তাদের দলের লোকদের বুথে যেতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। ভোটার স্লিপ কেড়ে নিচ্ছে তৃণমূলের কর্মীরা। শুধু তাই নয়, বেছে বেছে বিজেপি কর্মীদের মারধরও করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। প্রতিবাদে বুথে যাওয়ার রাস্তায় অবরোধ শুরু করেন বিজেপি নেতৃত্ব।

রিষড়ায় তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে দুঃস্থদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ

দুরন্ত বার্তা, রিষড়া, হুগলি, ১৫ ডিসেম্বরঃ রিষড়া পৌরসভার তৃণমূল যুব কংগ্রেস এবং রিষড়া পৌর প্রধান বিজয় সাগর মিশ্রার উদ্যোগে দুঃস্থ মানুষদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হলো। রিষড়ার পৌর প্রধান বিজয় সাগর মিশ্রা এদিন দুস্থদের হাতে শীতবস্ত্র কম্বল তুলে দেন। বয়স্কদের সাথে সাথে প্রায় তিনশো জন শিশুর হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। এরই সাথে উপস্থিত সাধারণ মানুষের মধ্যে খাবার বিতরণ করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে পৌর প্রধান বিজয় সাগর মিশ্রা, ছাড়াও রিষড়া শহর তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সম্পাদক দীপঙ্কর দত্ত, স্থানীয় বিধায়ক ডঃ সুদীপ্ত রায়, শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ শ্রী কল্যাণ ব্যানার্জি, রিষড়া পৌরসভার কাউন্সিলার শ্রীমতি উষা দেবী সাউ এবং বিশিষ্ট সমাজ সেবক প্রকাশ সাউ, উপ পৌর প্রধান জনাব জাহিদ হাসান খান, কাউন্সিলার মনোজ সাউ সহ আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে উত্তরীয়, মিষ্টির প্যাকেট দিয়ে অতিথিদের সম্মানিত করা হয়।

তরুণ সংঘের উদ্যোগে রাধাকৃষ্ণের রাস উৎসবের সূচনায় মন্ত্রী পুলক রায়

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া, ১৫ ডিসেম্বরঃ হাওড়া জেলা অন্যতম পর্যটনকেন্দ্র গড়চুমুক পর্যটনকেন্দ্রের ৫৮ গেটের অদুরে খুঁড়িগাছি তরুণ সংঘের উদ্যোগে সপ্তম রাধাকৃষ্ণের রাস উৎসবের সূচনা করলেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পুর্ত মন্ত্রী পুলক রায়, রবিবার সন্ধ্যায় অভিনব আলোকসজ্জায় সজ্জিত রাস উৎসবের সূচনা হয়। রাস উৎসব চলবে আগামী ১১ই জানুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন , উলুবেড়িয়া পৌরসভার পৌর প্রধান অভয় কুমার দাস,শ্যামপুর ১নং বিডিও তন্ময় কার্যী,হাওড়া জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ অজয় মন্ডল, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ জুলফিকার আলী মোল্লা,তরুণ সংঘের সম্পাদক প্রদীপ দাস, শ্যামপুর ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতি অপর্ণা দোলুই,বেলাড়ি পঞ্চায়েতের প্রধান শান্তি বর , প্রাক্তন জেলা পরিষদের সদস্য রামকৃষ্ণ গের, সুভাষ মন্ডল,স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যা পূজা দাস,বিশিষ্ট সমাজসেবী দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ সদানন্দ রায়চৌধুরী প্রমুখ।

বারুইপুর থেকে ফের চালু সুন্দরবনের বাস পরিষেবা

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর, ১৫ ডিসেম্বরঃ বারুইপুর থেকে ফের চালু সুন্দরবনের বাস পরিষেবা। ফের চালু হল বারুইপুর থেকে ঝড়খালি,গদখালি, চুনাখালি বাস পরিষেবা। দীর্ঘ দিন এই পরিষেবা বন্ধ থাকায় মানুষ কে ক্যানিং যেতেই হয়রান হতে হচ্ছিল। বারুইপুর থেকে ক্যানিং যেতেই অটো ভাড়া পড়তো ৫০ টাকা। এই বাস ভাড়া মানুষের আয়ত্তের মধ্যেই রাখা হবে, পাশাপাশি ৪৬ টি বাস চলবে এই তিনটি রুটে বলে জানিয়েছেন বাস মালিক সংগঠন। রবিবার এই তিনটি রুটের বাস পরিষেবা উদ্বোধন করেন বিধানসভার স্পিকার তথা বারুইপুর পশ্চিমের বিধায়ক বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম কুমার দাস, জেলা পরিষদের মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ জয়ন্ত ভদ্র,শ্রমিক সংগঠনের জেলা সভাপতি শক্তি পদ মন্ডল সহ আরো অনেকে। বিমান বাবু এদিন বলেন, চালকদের সতর্ক করে গাড়ি চালাতে হবে। কোনো ভাবেই এই পরিষেবা বন্ধ করা যাবে না। প্রসঙ্গত, কয়েক বছর আগে বাস পরিষেবা চালু হলেও যাত্রী না থাকায় বন্ধ হয়ে গিয়ে ছিল এই পরিষেবা। আর আবার এই পরিষেবা চালু হওয়ায় খুশি সাধারণ মানুষ।

পাণ্ডুয়ার ইটাচুনা মান্দারণ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচনে জয়ী বাম প্রার্থীরা

বনস্পতি দে, পাণ্ডুয়া হুগলি, ১৫ ডিসেম্বরঃ বড় জয় পেল বামেরা। হুগলির পাণ্ডুয়ার ইটাচুনা মান্দারণ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিত লিমিটেডের নির্বাচনে জয়ী হল বাম সমর্থিত প্রার্থীরা। সমবায়ের মোট আসন সংখ্যা বারোটি। তার মধ্যে আগেই একটি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছিল বাম প্রার্থী। শনিবার বাকি ১১ টি আসনের মধ্যে তৃণমূল ও সিপিএম সবকটি আসনেই প্রার্থী দিয়েছিল। যদিও রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপি এখানে প্রার্থী দিতে পারেনি। শনিবার সকাল ন'টা থেকে শুরু হয় ভোট গ্রহণ। শেষ হয় বিকেল তিনটেয় । এরপর শনিবার রাতে ভোটের গণনা হয়, ফল বেরোতেই দেখা যায় 'পশ্চিমবঙ্গ সমবায় বাঁচাও মঞ্চের' সদস্যরা ১১ টি আসনেই জয়লাভ করেছে। রাজ্যের শাসক দল একটি আসনেও জয়লাভ করতে পারেনি। টানটান উত্তেজনায় চলে ভোট গ্রহণ, ছিল করা পুলিশে ব্যবস্থা। ফল ঘোষণার পরেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে বাম সমর্থিত প্রার্থীরা। সিপিআইএম হুগলি জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য তথা পাণ্ডুয়ার প্রাক্তন বিধায়ক আমজাদ হোসেন বলেন, ''মান্দারণে সমবায় নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ সমবায় বাঁচাও মঞ্চের পক্ষে মোট বারোটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হয়। বারটি আসনেই জয়লাভ করি আমরা। তৃণমূল একটি আসনেও জয়লাভ করতে পারেনি। বিজেপি প্রার্থীই দিতে পারেনি। এই জয় মানুষের জয়। এই এলাকার গণতন্ত্র প্রিয় মানুষ যাদের ভোট দিয়ে জিতিয়েছেন তাদের ধন্যবাদ জানাই। সুষ্ঠুভাবে ভোট হলে বাম প্রার্থীরা এভাবেই আগামী দিনে দিকে দিকে জয়লাভ করবে। উল্লেখ্য, রাজ্যে একের পর এক নির্বাচনে ভরাডুবি হয়েছে বামেদের। বিধানসভা বা লোকসভা নির্বাচনেও একটি আসনেও জয়লাভ করতে পারেনি তারা।

এই সমবায় নির্বাচনে বারটি আসনেই জয়লাভে কিছুটা অক্সিজেন পেলে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। হুগলির সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় ঘোষ বলেন, ''আমি দলের নিষ্ঠাবান হিসাবেই কাজ করেছি। বিধানসভায় রত্না দে নাগকে জিতিয়েছি। রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিতিয়েছি। এখন দল যাকে দায়িত্ব দিয়েছেন তিনি ব্লক সভাপতি। তবে কেন এই ফল হল পর্যালোচনা করব।

দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল কামরূপ এক্সপ্রেস

দুরন্ত বার্তা, ব্যান্ডেল হুগলি,১৫ ডিসেম্বরঃ এবার দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল কামরূপ এক্সপ্রেস। ব্যান্ডেল স্টেশনে ঢোকার আগে কামরূপ এক্সপ্রেসের প্যান্টোগ্রাফ ভেঙে বিপত্তি। প্রায় এক ঘণ্টা পর মেরামত করে ট্রেন রওনা দেয় গন্তব্যে। জানা গিয়েছে, হাওড়া থেকে নির্দিষ্ট সময় ছেড়েছিল কামরূপ এক্সপ্রেস। ব্যান্ডেল স্টেশনে ঢোকার আগে শনিবার রাতে ট্রেনের প্যান্টোগ্রাফ ভেঙে দাঁড়িয়ে পড়ে। ব্যান্ডেলের রেলের টেকনিক্যাল কর্মীরা মেরামত করে দেয়। সাড়ে আটটা নাগাদ ট্রেন রওনা দেয় বর্ধমানের দিকে। তবে এর জেরে বেশ কিছুক্ষণ ট্রেন চলাচলে বিপত্তি ঘটে হাওড়া বর্ধমান মেন শাখায়।

রেল সূত্রে খবর, হাওড়া বর্ধমান কর্ড শাখায় জনাই রোড স্টেশনে ইন্টারলকিং সিস্টেমের কাজ চলার জন্য বেশ কিছু ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। কয়েকটি দূরপাল্লার ট্রেন মেন লাইন দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। ব্যান্ডেল স্টেশনে কামরূপ ট্রেনের প্যান্টোরাফের গোলযোগের কারণে আপ এবং ডাউন ট্রেন চলাচলে সমস্যা তৈরি হয়।

বসে আঁকো প্রতিযোগিতা

নববারাকপুর, ১৫ ডিসেম্বরঃ নববারাকপুর পুরসভার ২৮ তম বর্ষের পুষ্পপ্রদর্শনী উপলক্ষে বিরাট বসে আঁকো প্রতিযোগিতা ঘিরে খুদে থেকে বড় দের উন্মাদনা উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। রবিবার সকালে স্থানীয় নববারাকপুর কলোনী উচ্চ বালক বিদ্যালয়ে প্রাঙ্গণে হল বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন বয়সের ছেলে মেয়েরা অংশগ্রহণ করে ভিন্ন রং তুলি পেনসিল নিয়ে। পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা বলেন পুরসভার পুষ্পমেলা ও প্রদর্শনী তৎসহ বিরাট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শহর জুড়ে একটা সাংস্কৃতিক উৎসব। এই উপলক্ষে শনিবার ও রবিবার হল বিরাট সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি, বসে আঁকো, মহিলাদের শঙ্খ ধ্বনি বাজানো, আলপনা আঁকা সহ নানাবিধ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। শিশু কিশোর ও মহিলা দের সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত করতে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন।

ভারতের ৪৬৮ টন আলু পৌঁছালো বাংলাদেশে

সমীর দাসঃ এতো শত্রুতার পরেও কিন্তু ভারত বাংলাদেশের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িতে দিয়েছে। একেবারে অগ্নিমূল্য বাংলাদেশের বাজার দর। এই অবস্থায় ফের একবার বাংলাদেশের দিকে সাহায্যের হাত বাড়ল ভারত। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ৪৬৮ মেট্রিক টন আলু রফতানি করা হল সে দেশে। যা খবর, ট্রেনে করে বিপুল পরিমান আলু সে দেশে পাঠানো হয়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, যশোরের বেনাপোল স্থলবন্দর রেলস্টেশনে একটি মালবাহী ট্রেন পৌছয়। শনিবার থেকে এই পণ্য খালাস করার কাজ বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট বিভাগ শুরু করবে বলে সে দেশের জনপ্রিয় সংবাদমাধ্যম বাংলা ট্রিবিউনের খবরে দাবি করা হয়েছে। বাংলাদেশে জিনিসের দাম বেড়েই চলেছে। আর তার থেকে দৃষ্টি ঘোরাতে ওই দেশের উগ্র মৌলবাদীরা ভারত বিরোধিতার জিগির তুলে রেখেছে। পেট সবার আগে। বাংলাদেশের দরিদ্র মানুষের পেটে টান পড়েছে। ক্ষোভ বাড়ছে চারিদিকে। ভারতের এই আলু পৌঁছানোতে কিছুটা স্বস্তিতে বাংলাদেশ। বেনাপোল স্টেশন মাস্টার সাইদুজ্জামান এই প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, রাজশাহীর চাঁপাইনবাবগঞ্জের টাটা ট্রেডার্স নামে এক আমদানিকারক সংস্থা বিপুল এই আলু আমদানি করেছে। আর তা করা হয়েছে বাংলার মালদহ থেকে। প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, একটি ট্রেনে ৯ হাজার ৪৬০ ব্যাগ আলু আমদানি হয়েছে। যার ওজন ৪ লাখ ৬৮ হাজার কেজি। পণ্য চালানটির আমদানি মূল্য ১০ লাখ ৭ হাজার ৬৪০ মার্কিন ডলার।

মহানগরীতে ম্যারাথন দৌড়ে ব্যাপক সাড়া, উৎসাহ অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে

কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বরঃ টাটা স্টিল ওয়ার্ল্ড রবিবার কলকাতায় ম্যারাথন দৌড়ের আয়োজন করল। অংশগ্রহণ করেন ২০ হাজারেরও অধিক প্রতিযোগী। বিভিন্ন দেশের প্রতিযোগীরাও অংশগ্রহণ করেন এই ম্যারাথনে। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস, কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদ দেবাশীষ কুমার, কাউন্সিলর বিশ্বরূপ দে প্রমুখ। রবিবার ভোর পাঁচটা নাগাদ ওই ম্যারাথনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে ঘিরেই ছিল সাজোসাজো রব। সাতসকালেই প্রবল ভিড় ও উৎসাহ এবং উদ্দীপনার মধ্যেই ম্যারাথন দৌড় শুরু হয়। ম্যারাথন দৌড়কে ঘিরে প্রতিযোগীদের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

কলকাতায় যুবককে ছুরি দিয়ে কোপ, এক অভিযুক্ত গ্রেফতার

কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর ঃ কলকাতার তালতলা এলাকায় এক যুবককে ছুরি দিয়ে কোপানোর অভিযোগ উঠেছে। অভিযুক্ত ৩ জনের মধ্যে ইতিমধ্যেই একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ছুরিকাহত ওই যুবকের নাম সাফি আহমেদ (২৭)। গুরুতর জখম অবস্থায় তিনি ভর্তি রয়েছেন এন আর এস হাসপাতালে। রবিবার তালতলার আগা মেহদি স্ট্রিটের বাজারে সব্জি বিক্রেতা সাফির সঙ্গে তিন যুবকের বচসা শুরু হয়। পরে তা হাতাহাতিতে রূপান্তরিত হয়। শেষে সাফির পেট লক্ষ্য করে ছুরি চালায় অভিযুক্তরা। রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে যায় সাফি। এরপর এলাকাবাসীরা তড়িঘড়ি তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতাল সূত্রে খবর, হামলায় সাফির পেটের বামদিকে ক্ষত হয়েছে। তবে বর্তমানে তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল বলেই জানা গিয়েছে। এই ঘটনায় ৩ জনের মধ্যে একজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতের নাম মানোয়ার। অপরদিকে আরও দুই অভিযুক্ত আফ্রিদি এবং সইফ ঘটনার পর থেকেই পলাতক। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই তালতলা থানায় একটি লিখিত অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে।

আবাস থেকে বঞ্চিত বৃদ্ধা

কাটমানি চাওয়ার অভিযোগ তৃণমূলের কংগ্রেসের বিরুদ্ধে

তনুজ জৈন, মালদা, ১৫ডিসেম্বরঃ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন কেন্দ্র বঞ্চনা করলেও রাজ্য সরকার আবাস যোজনার টাকা দেবে। যারা দুস্থ। যাদের পাকা বাড়ি নেই। তারা প্রত্যেকে টাকা পাবে। কিন্তু রাজ্য সরকারের আবাস প্লাসের সার্ভে শুরু হতেই সামনে এলো আবাস নিয়ে বারবার দুর্নীতির অভিযোগ উঠে আসছে। চাঁচল আশ্রমপাড়ার ৬০ বছরের অসতিপর বৃদ্ধা উর্মিলা দাস । স্বামী মারা গেছেন। ছেলে টোটো চালক। দিন আনে দিন খাওয়া সংসার। ভগ্ন প্রায় ঘর। ভেঙে পড়ছে টালির চালা। সেই ফাঁক দিয়ে ঢুকছে শীতের কনকনে হাওয়া। দারিদ্রতার অন্ধকার গ্রাস করেছে সংসারকে। এই ঘরেই সারা জীবন কষ্ট করে কাটালেন উর্মিলা দেবী। কিন্তু আশা করেছিলেন এবার হয়তো আবাস যোজনার টাকা পাবেন। একটা পাকা ঘর দেবেন। আগামী শীতে হয়তো এতটা কষ্ট পেতে হবে না। আবেদন করেছিলেন আবাস যোজনার জন্য। সার্ভে করতে এসেছিল ব্লক প্রশাসনের কর্মীরা। কিন্তু নাম নেই তালিকায়। নেপথ্যে কাটমানি। অভিযোগ স্থানীয় তৃণমূল নেতা তালিকায় নাম তোলার জন্য ২৫ হাজার টাকা চেয়েছিলেন। কিন্তু ওই বৃদ্ধা দিতে পারেননি। তাই নাম নেই তালিকায়। এই ঘটনা সামনে আসতেই বিজেপির অভিযোগ তৃণমূল এবং প্রশাসন দুর্নীতি আর স্বজনপোষণের মাধ্যমেই আবাস প্লাসের তালিকা তৈরি করছে। যদিও কাটমানির অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। বঞ্চিত উপভোক্তা উর্মিলা দাস বলেন, সার্ভে করতে এসে সব তো দেখে গেল। তারপরেও নাম নেই তালিকায়। তৃণমূল যে টাকা চেয়েছে আমার পক্ষে তো সম্ভব নয় দেওয়া। স্থানীয় বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য প্রসেনজিৎ শর্মার অভিযোগ, উর্মিলা দাস ঘর পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু তৃণমূল নেতা টাকা চেয়েছে। প্রশাসনের মদতে এইভাবে তৃণমূল দুর্নীতি করছে।

তৃণমূল পরিচালিত চাঁচল ১ নং ব্লক নং পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ অঙ্কুর পোদ্দার বলেন, নাম কেনো কাটা হলো বিষয়টি খতিয়ে দেখছি। তৃণমূলের কেউ যদি ঘরের টাকা চায় তাহলে তার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

ব্যতিক্রমী মানবিক মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক, কনভয় থামিয়ে দ্রুত নামলেন সড়ক দুর্ঘটনায় আহতের সাহায্যে

আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বরঃ ব্যতিক্রমী মানবিকতা প্রদর্শন করে নজির গড়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা। উদয়পুর থেকে আসার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় আহতকে উদ্ধার করে তাঁর সুষ্ঠু চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে কনভয় থামিয়ে ঝটপট নেমে পড়েন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. মানিক। আজ রবিবার গোমতী জেলার অন্তর্গত উদয়পুরে একটি সরকারি অনুষ্ঠান থেকে ফিরছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সিপাহিজলা জেলার গোকুলনগর এলাকায় সংঘটিত সড়ক দুর্ঘটনায় জনৈক আহত ব্যক্তি অসহায় অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। তা দেখে মুখ্যমন্ত্রী অবিলম্বে তাঁর কনভয় থামিয়ে নেমে পড়েন।

সহানুভূতি প্রদর্শন করে ডা. মানিক সাহা স্থানীয় বাসিন্দাদের সাহায্য নিয়ে আহত ব্যক্তিকে তাঁর কনভয়ের একটি গাড়িতে তুলে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। ইত্যবসরে ব্যক্তিগতভাবে হাসপাতালে কর্তব্যরত ডাক্তারদের সাথে ফোনে যোগাযোগ করে আহত ব্যক্তিকে সম্ভাব্য সর্বোত্তম চিকিৎসা দেওয়ার অনুরোধ করেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি আহত ব্যক্তির দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন ডা. সাহা।

তিনি স্থানীয় বাসিন্দাদের তাদের দ্রুত পদক্ষেপ এবং সংকটের সময় সাহায্য করার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যবাসীকে আরও বেশি সতর্কতা অবলম্বন করে যানবাহন চালানোর আহ্বান জানিয়েছেন।

সিবিআই এর উপর আর ভরসা নেই, টলি পাড়ার একাংশ

কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বরঃ বামেরা অবশ্য অনেক আগের থেকেই বলে আসছেন -দিদি ও মোদী সেটিং। এবার তাই বললেন কংগ্রেসও। আসল কথা অনেক তথ্য সামনে আসার পরেও কোন কারণে হাত গুটিয়ে নিলো? ইতিমধ্যেই আরজি কর খুন এবং ধর্ষণ মামলায় জামিন পেয়ে গেলেন টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলও। এ দিন শিয়ালদহ আদালত থেকে জামিন পেয়ে যান অভিজিৎ। একই সঙ্গে জামিন পেয়ে গিয়েছেন আরজি কর হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষও। গ্রেফতারির ৯০ দিন পরেও সিবিআই দু জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা না দেওয়ার কারণেই অভিজিৎ মণ্ডল এবং সন্দীপ ঘোষকে জামিন দেন বিচারক। খুব স্বাভাবিক কারণেই প্রবল ক্ষুব্ধ সাধার মানুষ। তারা মোটেই মনে করছেন না যে চার্জশিট দিতে পারে নি, বরং তাদের মনে হয়েছে চার্জশিট দেয় নি। সেই সুর ধরা পড়েছে টলি পাড়ার অনেকের কন্ঠেই। বড় থেকে ছোটপর্দা সমস্ত তারকারা একজোট হয়ে প্রতিবাদে সামিল হয়েছিল। কিন্তু এখন পর্যন্ত দোষীরা ধরা পড়ল না। টলিউড অভিনেত্রী চৈতি ঘোষাল ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেছেন, সিবিআই এর উপর আস্থা নেই। হতাশ করেছে সিবিআই। রাজ্য পুলিশ যতটুকু তদন্ত করেছিল সিবিআই তার চেয়ে বেশি তিন মাসে কিছু করতে পারেনি। সুতরাং এখন মুখ্যমন্ত্রীর ওপরই ভরসা রাখছেন চৈতি ঘোষাল। অভিনেত্রী মানসী সিনহা বলেছেন, সিবিআই নির্যাতিতার বাবা-মায়ের জায়গায় নিজেকে রেখে দেখুক আর কত দিনের অপেক্ষা। যার মেয়ে খুন হল কি কারণে খুন হল সেটা এতদিনে জানতে পারল না। তিন মাসের উপর কোনও চার্জশিট হলো না। কার ওপর আমরা সাধারণ মানুষ ভরসা রাখব।

অভিনেত্রী দেবলীনা দত্ত বলেছেন, সিবিআই-এর অবস্থান সমস্ত আশা ভরসাকে চুরমার করে দিয়েছে। ৯০ দিনে কোন চার্জশিট জমা পড়েনি। সন্দীপ ঘোষ জামিন পাচ্ছে। সিবিআই-এর কাছে প্রশ্ন আমার নাগরিক হিসেবে যে আপনারা কি করলেন?রাজ্য পুলিশের ওপর আমার আগেও ভরসা ছিল। সমাজ মাধ্যমে একটা খবর খুব প্রচার হচ্ছে যে কে চার্জশিট জমা দিতে দেওয়া হয় নি। হাতভাগ্য আমরা।

মন্ত্রী অরূপ রায়ের নেতৃত্বে ১২ জানুয়ারি বিবেক সংহতি পদযাত্রা, চলছে প্রস্তুতি, রবিবার থেকে শুরু হলো দেওয়াল লিখন

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৫ ডিসেম্বরঃ আগামী ১২ই জানুয়ারি মধ্য হাওড়ায় বিবেক সংহতি পদযাত্রা হবে মন্ত্রী অরূপ রায়ের নেতৃত্বে, চলছে পদযাত্রার প্রস্তুতি। রবিবার থেকে শুরু হলো দেওয়াল লিখন। স্বামী বিবেকানন্দের ১৬৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ডুমুরজলা স্টেডিয়াম থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত ওই পদযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে। এর উদ্বোধন করবেন রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায়। এই উপলক্ষে রবিবার সকালে মধ্য হাওড়ার ২৫ নম্বর ওয়ার্ডে দলের তরফ থেকে এক দেওয়াল লিখন কর্মসূচির সূচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন মধ্য হাওড়া তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি অভিষেক চট্টোপাধ্যায়, ২৫নং ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিষেক কর সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এদিনের কর্মসূচির বিষয়ে অভিষেক চট্টোপাধ্যায় বলেন, স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ আরও নিবিড়ভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে মন্ত্রী অরূপ রায়ের নির্দেশে প্রতি বছর মধ্য হাওড়া তৃণমূল যুব কংগ্রেস বিবেক সংহতি পদযাত্রা ১২ই জানুয়ারিতে আয়োজন করে থাকে। এই অনুষ্ঠানের দেওয়াল লিখন মধ্য হাওড়ার প্রত্যেক ওয়ার্ডে পালন করা হবে। রবিবার সেই কর্মসূচির শুভ সূচনা হয় মধ্য হাওড়ার ২৫ নম্বর ওয়ার্ড থেকে। এই কর্মসূচি উপলক্ষে আগামীদিনে মধ্য হাওড়ার প্রতিটি ওয়ার্ডে দেওয়াল লিখন, বুথভিত্তিক কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হবে। এর পাশাপাশি বাড়ি বাড়ি প্রচার করা হবে। প্রচারে আমরা সম্প্রীতির বার্তা তুলে ধরব। স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের যুব সমাজের আইকন। আমরা স্বামীজীর যুব সমাজের প্রতি বার্তা সকলের কাছে পৌঁছে দেব। যেভাবে কিছু বিরোধী শক্তি ধর্মের নাম করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে তার বিরুদ্ধে আমরা মানুষকে ঐক্যবদ্ধ থাকার বার্তা প্রচার করব।

ওয়াকাফ বিল বাতিলের দাবিতে বারুইপুরে ঐতিহাসিক মহাসমাবেশ ও মহামিছিল হয়ে গেল

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,বারুইপুর, ১৫ ডিসেম্বরঃ ওয়াকাফ এ্যামেন্ডমেন্ট বিল ২০২৪ এর বিরুদ্ধে এবং মসজিদ মাদ্রাসা ও ওয়াকাফ সম্পত্তি পুনরুদ্ধার ও নিরাপত্তার দাবিতে রবিবার বিকালে বারুইপুর অমৃতলাল কলেজ মাঠে ঐতিহাসিক মহা সমাবেশ ও মহামিছিল হয়ে গেল।স্ট্যান্ড ফর জাস্টিস ফোরাম অব ওয়েস্ট বেঙ্গল এর আহবানে এদিন এই ঐতিহাসিক মহা সমাবেশ হয়ে গেল।যাতে বহু মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজন উপস্থিত ছিলেন। এদিনের এই মহা সমাবেশে বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সারা বাংলা যুব ফেডারেশনের রাজ্য সভাপতি মহ. কামরুজ্জামান, আয়োজক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মুস্তাহিদ আল সাফি লস্কর, মোক্তেরুল ইসলাম,আবদুল মোমেন হালদার, সফিকুল ইসলাম মন্ডল,আইনজীবী কুতুবউদ্দিন লস্কর,সমাজসেবী আনোয়ার হোসেন কাসেমী, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক আবদুর রউফ সহ আরো অনেকে। এদিন সারা বাংলা যুব ফেডারেশনের রাজ্য সভাপতি মহ. কামরুজ্জামান বলেন, আমাদের সাড়ে সাত লক্ষ একর ওয়াকাফ সম্পত্তি আছে। অথচ চারটে রাজ্যে মন্দির ও দেবত্ত সম্পত্তি আছে দশ লক্ষ একর জমি। কেন্দ্রের সরকার মানুষকে মিথ্যা প্ররোচনা দিচ্ছে। তামিলনাড়ুতে মন্দির ও দেবত্ত সম্পত্তি ৪ লক্ষ ৭৮ হাজার একর, অন্ধপ্রদেশে ৪লক্ষ , উড়িস্যায় চারটি মন্দিরে আছে ৪ লক্ষ একর সম্পত্তি। আর মুসলমান দের ওয়াকাফ সম্পত্তি কেড়ে নিতে মোদী সরকার মতলব এটেছে। তাঁরা হিন্দুদের ভোট কিনতে মিথ্যা শেখাচ্ছে। আমাদের এটা মাতৃভূমি, এখানে আমাদের কফন হয়। আমাদের পিতৃপুরুষদের কবর এইখানে। আর তা কখন আমরা কোনো ভাবে দখল নিতে দেবো না। পালামেন্টে বিল এনে ওয়াকাফ বিল চালু করতে আমরা দোবো না। মিথ্যা কথা দিয়ে মানুষকে সমস্যা দেওয়া ছাড়া আর কিছু হবেনা।আমাদের এই আন্দোলন আগামীদিনে আরো বৃহত্তর আকার নেবে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ১৬ সংখ্যা, সোমবার, ৩০ অগ্রহায়ণ , ১৪৩১

ঐতিহ্যশালী শহরকে ধ্বংস

পুতিন নিজেই গাড়ি চালিয়ে গোটা শহর পরিদর্শন করেন। ভিডিওতে দেখতে পাওয়া গিয়েছে রাতের বেলায় পুতিন নিজে গাড়ি চালিয়ে চলেছেন। এবং মাঝে মধ্যে রাস্তায় থেমে স্থানীয় মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন। মারিয়ুপোলের নির্বাসিত মেয়র বলেছেন পুতিন একজন যুদ্ধাপরাধী নিজেই গাড়ি চালিয়ে ধ্বংসের কাজকে দেখতে এসেছেন। তিনি গর্বিত বোধ করতে শুরু করেছেন। মারিয়ুপোলের কত ক্ষতি করেছেন তা তিনি পরখ করতে এসেছেন রাতের বেলায়। কেন তাঁর শান্তি পাওয়া উচিত সেটাও দেখে যাচ্ছেন তিনি। ইউক্রেনের বহু আধিকারিকেরা বলেছেন রাতের বেলায় পুতিন শহর দেখতে এসেছিলেন তার একটি মাত্র কারণ তিনি নিজের ধ্বংসকে দেখতে চান না বলেই। কীভাবে একটি ঐতিহ্যশালী শহরকে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে সেটা নিজের চোখে দেখতে যেতে পারতেন। তিনি একজন মানবাধিকার বিরোধী ব্যক্তি। তার মতো রাজনীতিবিদ বিশ্ব না থাকাটাই মঙ্গল। সংবাদ মাধ্যমকে জানানো হয়েছে হেলিকপ্টারে করে মারিয়ুপোল গিয়েছিলেন পুতিন। তারপরে তিনি স্বয়ং নিজে গাড়ি চালিয়ে ঘুরে দেখেন। গাড়ির সঙ্গে ছিলেন রাশিয়ার উপ প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেছেন কীভাবে মারিয়ুপোলকে নতুন করে তৈরি করা হচ্ছে তার ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেছিলেন। [illegible] পুতিন। এখানেই আজভস্টল ইস্পাত কারখানায় ইউক্রেন সেনাদের বিচার করা হয়েছিল। রুশ সেনা কর্তাদের সঙ্গে দেখা করেন পুতিন। তাহলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে ইউক্রেন এখন ভাগ হতে শুরু করে দিয়েছে। কোনও সময়ে দেখতে পাওয়া যাবে যে কিভকে বাদ রেখে মারিয়ুপোলকে সঙ্গে নিয়ে রাশিয়া পাঁচিল তুলতে শুরু করে দিয়েছে। যেমন অতীতে বার্লিন পাঁচিল তৈরি করা হয়েছিল। এদিকে ইউক্রেনকে যাতে ভাগ না করা হয় তার দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে বিশ্বের রাষ্ট্র নেতারা। তারা বলতে শুরু করেছেন ইউক্রেন একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। তার সার্বভৌমত্বের ওপরে হাত দিতে শুরু করে দিয়েছে রাশিয়া। রাশিয়া এখ ন গোটা বিশ্বকে ভাগ করার খেলায় মেতে উঠেছে। পুতিন এই কাজটা চালিয়ে যাবে যতদিন না আমেরিকার শক্তি বিনষ্ট না হচ্ছে। আমেরিকার শক্তিকে দমন করতে রাশিয়া এখন চিন ইরানের সঙ্গ বন্ধুত্ব গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। সৌদি আরব, ইরান, রাশিয়া, চিন একজোটে হওয়ার চেষ্টা করছে। মধ্য প্রাচ্যে আমেরিকা বিরোধী জোট তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে চিন। চিন এখন রাশিয়াকে হাত করার চেষ্টা করছে। ইতিমধ্যে মস্কো সফরের তোড়জোর করতে শুরু করেছেন চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। তার ফলে আমেরিকার বিশ্ব রাজনীতির কৌশল পরিবর্তন করতে পারে বলে জানতে পারা গিয়েছে। এদিকে কোয়াডকে আরও শক্তিশালী করার চেষ্টা করছে এবং জাপানকে সেনা বাহিনী তৈরি করার অনুমতি দিতে শুরু করে দিয়েছে আমেরিকা। জাপান এখন তাদের সেনা শক্তি বৃদ্ধি করতে শুরু করে দিয়েছে। চিন যদি অদূর ভবিষ্যতে তাইওয়ান দখল করতে চায় তাহলে চিন সাগরের ওপরে চাপ বৃদ্ধি করতে থাকবে চিন। তখন ব্যবসা বাণিজ্য করার ক্ষেত্রে সব দেশের অসুবিধা সৃষ্টি হতে পারে। সমুদ্র পথকে স্বাধীন করার মতকে একেবারে গ্রহণ করে নিতে পারছে না চিন। তারা বলতে শুরু করেছে চিন সাগর নিয়ে কোনও কথা হবে না।

সম্পাদকীয়

বিশ্ব শান্তি ও আন্তর্জাতিক আলোচনা

বাংলাদেশে ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের সচিব উপস্থিত হয়ে সেখানকার প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ ইউনূসের সঙ্গে আলোচনা করে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার আশ্বাস আদায় করেছেন পাশাপাশি ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের ব্যবসা বাণিজ্য থেকে শুরু করে আর্থিক লেনদেনের প্রশ্ন ছিল। তবে ভার বাংলাদেশের সঙ্গে ব্যবসার করার পাশাপাশি শান্তি স্থাপন করার বার্তা দিয়েছে। বিদেশ সচিব বলেছেন যে এখন অশান্তি সৃষ্টি করার সময় ন.। পাশাপাশি দুই দেশ শান্তিতে বসবাস যাতে করতে পারে তার দিলে লক্ষা রাখা উচিত। এদিকে রাশিয়া ইউক্রেন কিংবা ইজরায়েল এলাকায পরিস্থিতি অশান্ত। সেই অবস্থায় এসিয়াতে নতুন করে অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হলে বিশ্ব শান্তি অন্তরায়.. হয়ে দেখা দিতে পারে। ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যে যে যুদ্ধ চলছে তাতে বিশ্ব শান্তির পক্ষে একেবারে অন্তরায় বলা যেতে পারে। বিশ্বে তেল, জ্বালানি এবং খাদ্য না থাকলে মানব সভ্যতাকে রক্ষা করা একেবারে অসম্ভব। আধুনিক বিশ্ব গড়ে তোলা একেবারে যাবেই না। সোলার দিয়ে জ্বালানির কিছুটা সুরাহা হলেও এখনও পেট্রো পণ্যের প্রয়োজন রয়েছে। সেই দিকটার কথা আমাদের দেখতে হবে। দেশের পট্রো পণ্যের অভাব যাতে না হয় তার দিকে নজর রাখতে হবে। এদিকে ভারতের বিদেশ মন্ত্রী রাশিয়ার খুবই প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন, রাশিয়া ভারতকে অসময়ে তেল দিয়ে সাহায্য করতে শুরু করে দিয়েছে। এটা একটি বন্ধু রাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত। বন্ধু রাষ্ট্র সব সময়ে একে অপরকে সাহায্য করবে এটা হল প্রধান নীতি। রাশিয়া সব সময়ে ভারতের পাশে থেকেছে। বিপদের সময়ে ভারত ত্যাগ করে রাশিয়া চুপ করে বসে থাকে নি। এদিকে চিন যেভাবে ভারতের দিকে তাকিয়ে বসে রয়েছ তাতে মনে করা হচ্ছে চিন দিয়ে ভারত যে কোনও সময়ে আক্রান্ত হতে পারে। চিন যদি ভারতকে আক্রান্ত করতে শুরু করে এবং সীমান্ত সমস্যাকে জিইয়ে রাখার চেষ্টা করে তাহলে কিন্তু ভারত রাশিয়া চুপ করে বসে থাকবে না। এদিকে ভারত ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধের পরিবেশে ভারসাম্য নীতি বজায় রেখে চলেছে। আমেরিকা এবং ইউরোপের অধিকাংশ দেশই বলতে শুরু করে দিয়েছে রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তাতে ভারত রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের ব্যাপারে মধ্যস্থতা করতে পারে। ভারত যদি ইউক্রেন এবং রাশিয়া যুদ্ধের মধ্যস্থতা করার দায়িত্ব গ্রহণ করে তাহলে এই যুদ্ধ একেবারে থামানো সম্ভব বলে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে আমেরিকা এবং ব্রিটেন। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ভারত ইউক্রেন রুশ যুদ্ধে যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে তাতে ব্রিটেনের সমর্থন রয়েছে। ইউক্রেন রুশ যুদ্ধ বিশ্ব শান্তির পক্ষে একেবারে অন্তরায়। রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী সের্গেই লাভরভের সঙ্গে বৈঠক করে ভারতের বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর বলেছেন, বর্তমান বিশ্বের পরিস্থিতির কথা উঠলেই রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের প্রসঙ্গ আসবেই।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

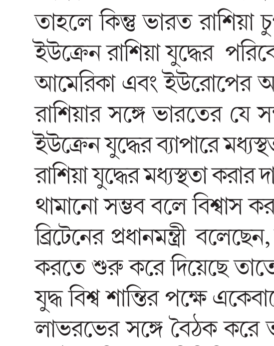

হীরক যেমন কয়লা প্রভৃতি আবর্জ্জনায় থাকে, উত্তমরূপে পরিস্কার না করলে সেটার জ্যেতি বেরোয় না, তেমনই তিনি তো সংসারে অতি সাধারন জীবের মত থাকেন, কেবল প্রেমের প্রভাবেই তাঁর দীপ্তিতে জগৎ উদ্ভাসিত হয়। প্রেমই তাঁকে ধরতে পারে। প্রেমের সঙ্গ কর, তিনি আপনিই প্রকট হবেন

কারো সাহায্য যখন তুমি না পাও, তখন পিতার কাছে যাও । সে তার সর্বস্ব বিলিযে.দিযে.তোমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকবে। কৃতজ্ঞতাবোধ থাকতে হবে নচেৎ অমানুষ সেই সন্তান

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বললেন,কোনও একটি বিশেষ বিষয়ের মধ্যে থাকা একেবারে চলবে না। সব বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে। যিনি তা হতে পারবেন তিনি নিষ্ঠাবান শিক্ষায় শিক্ষিত হবেন। মনের শক্তি দিয়ে লাভ করতে হবে। সামাজিক শক্তিকে সবল করতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই সময়ে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। মা ভবতারিণী পরম সত্যের উপাসক। মায়ের ভক্ত হলে তবেই শক্তি অর্জন করা সম্ভব। তিনি আরও বললেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। মা ভবতারিণী তাঁর সন্তানদের শক্তি দিয়ে থাকেন। মায়ের শক্তির অন্যতম অংশ হল তাঁর সন্তান। মাতা তাঁর সন্তানদের শক্তি দিয়ে থাকেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যে শক্তি নিহিত।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে নারীর অধিকার ও কর্তব্যের পরিবর্তন’

ঋগ্বেদের যুগে নারী পুরুষের পাশে সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল

রানা চক্রবর্তী

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ঋগ্বেদের যুগে নারী পুরুষের পাশে সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার এপর্যায়ে রাজনৈতিক সম্প্রসারণই ব। কথা ছিল। গোষ্ঠীচেতনা তখন বৃহত্তর সমাজ-চেতনার দিকে যাত্রা করেছিল। সেখানে বৈধ-অবৈধ সূক্ষ্ম বিভাজনের থেকে এগিয়ে চলবার বেগটাই তখন বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। সেযুগে পরিবার ও সমাজকে ধর্ম কখনোই সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করতে পারেনি। পুণ্যবানের জন্য স্বর্গ ও পাপীর জন্য নরক তখনও পর্যন্ত রচিত হয়নি। তখন নারী ও পুরুষের মিলনে কোন ধরণের সংস্কারকে প্রাধান্য দেওয়ার থেকে সেটাকে মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ ও প্রজাবৃদ্ধির উপায় বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। বিবাহকে আধ্যাত্মিক ভাবাবেগে ঊর্ধ্বগ না করে, পারিবারিক তথা সামাজিক প্রয়োজনটাই সেকালে ব। করে দেখা হয়েছিল। মানব সভ্যতার সেই সম্প্রসারণের যুগে পুরুষেরা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর মোকাবিলায় ব্যস্ত ছিলেন, নারীরা তখন গোচারণ, কৃষিকর্ম, গৃহকর্ম, যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম-এক কথায় যাবতীয় উপাদন ব্যবস্থার একচ্ছত্র অধিষ্ঠাত্রী হয়ে উঠেছিলেন। আর তাই ঋগ্বেদের ঊষা স্তোত্রে নারীকে তখনকার সেই পরিবারের নেত্রীরূপে দেখতে পাওয়া যায়, যিনি পরিবারের সকলকে পালন করছিলেন। একারণেই বৈদিক সাহিত্যে সপত্নীর উল্লেখ থাকলেও বহুবিবাহ কিন্তু তখনকার মানুষের সামাজিক আদর্শ ছিল না। বরং তখন বিধবা বিবাহের প্রচলন ছিল। (ঋগ্বেদ, রমেশচঃদ্র দত্ত অনূদিত, পৃ- ৫৪৩)

ঋগ্বেদে নারীদের রচিত সূক্তগুলি পুরুষদের রচনা থেকে ভিন্ন স্বাদের বলে গবেষকরা মনে করে থাকেন। অতীতে এপ্রসঙ্গে ডঃ রমা চৌধুরী জানিয়েছিলেন-বৈদিক নারী ঋষিগণের সূক্তসমূহ অধিকতর স্থূল, স্পষ্ট, সজোর ও অসঙ্কোচ, ভাবালুতার ধোঁয়া তাহাতে নাই, প্রকৃত কথা বলার মত সাহস তাঁহাদের ছিল। (সংস্কৃত ও প্রাকৃত কবিগণের রচনাবলী, ডঃ রমা চৌধুরী, পৃ- ১৭)

সেকালের নারীদের কাছে পতিপ্রেম কাম্য ছিল, আর তাই বিবাহিত জীবনের সুখকেই তাঁরা নিজেদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে মনে করেছিলেন। এপ্রসঙ্গে বৈদিক সাহিত্যের সমালোচক ওয়েবার মন্তব্য করেছিলেন-

As regards love, its tender, ideal element is not very conspicuous it rather bears throughout the stamp of an undisguised natural sensuality. Marriage is, however, held sacred husband and wife are both rulers of the house (dampati), and approach the Gods in united prayer. (The History of Indian Literature, A. Weber, P- 38, Chowkhamba Series, 1961)

একারণেই বৈদিক সাহিত্যের চর্মরোগাক্রান্ত স্বামী পরিত্যক্তা অপালা বা নিষ্পাপ জুহু-যাঁরা তখন পুরুষের উদ্ভ্রান্ত হৃদয় থেকে ছিটকে পড়েছিলেন, তাঁরা কিন্তু শেষপর্যন্ত শান্ত ও সহনশীলই থেকে গিয়েছিলেন। আর একারণেই বৃহস্পতি কন্যা রোমশা, অগস্ত্যপত্নী, বিদর্ভরাজ কন্যা লোপামুদ্রা, বিশ্ববারা, শাশ্বতী, গোধা অকুণ্ঠভাবে তাঁদের নিজের নিজের অন্তরে নিগূঢ় কামনাকে ব্যক্ত করতে পেরেছিলেন।

এরপরে অথর্ববেদের যুগ থেকে সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল। একালের ভারতে আর্যদের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং উপাদন ব্যবস্থায় নারীর জায়গায় এসেছিল পুরুষ ও দাস। তখন যুদ্ধবঃদী দাসের শ্রম সহজলভ্য হওয়ায় এক নতুন সমাজ ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছিল সম্পত্তির অধিকার বংশ পরম্পরায় ভোগের আয়োজন হয়েছিল এবং পিতৃত্বের প্রাধান্য নারীকে সন্তান উপাদনের যন্ত্ররূপে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। শুধু তাই নয়, সন্তানকে ‘ প্রসূত রূপ বলে ধরে নেওয়ার ফলে সন্তান পিতার সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছিল। এযুগের মানুষের সন্তান কামনার মধ্যে দাম্পত্য তথা পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের একটি বিশেষ মনোভঙ্গীর প্রকাশ ঘটেছিল বলে দেখতে পাওয়া যায়। যদিও ঋগ্বেদে পুত্রসন্তানের কামনা রয়েছে, কিন্তু অথর্ববেদের মত সেখানে কন্যাসন্তানকে হেয় বা তাচ্ছিল্য করা হয়নি। এমনকি তখন মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত সংস্কারগুলি নারীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল। কিন্তু অথর্ববেদের একাধিক সূক্তে দেখা যায়-

In the male, indeed, grows (bhu) the seed that is poured along into the woman that verily is the obtainment of a son, the prajapati said. (Atharvaveda, William Dwight Whitly, Book vi.11.2)

একাল থেকেই পুত্র পরিবার ও সমাজে এক নতুন ধর্মীয় তাৎপর্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, এসময় থেকেই পুত্র পিতা ও পিতৃপুরুষের, ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছিল এবং পুত্রই তাঁর পিতৃপুরুষকে ‘ নামক নরক থেকে রক্ষা করবে-এধরণের শুরু হয়েছিল। ক্রমে পুত্রকে গোষ্ঠীজীবনের মধ্যে সনাক্তকরণের জন্য পরিবার গঠিত হয়েছিল এবং বিবাহ সংস্কারও ঠিক একারণে দীর্ঘ ও অবশ্য পালনীয় হয়ে উঠেছিল। এসময় থেকেই স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য বলে ঘোষিত হয়েছিল।

আর এসবের জন্যই অথর্ববেদে যাদু-মন্ত্র-তন্ত্রের পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছিল। এতে পুরুষের ভালবাসা পাওয়ার, স্ত্রীকে ফিরে পাওয়ার, নারীগর্ভ রক্ষা করবার জন্য যাদুমন্ত্র ব্যবহৃত হয়েছিল বলে দেখা যায়। (Atharvaveda, William Dwight Whitly 41, 384, 401) পাপবোধ ও স্বর্গ সম্বন্ধে মানুষের মনে অহেতুক মোহের সৃষ্টি হয়েছিল। পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক ভাব সামগ্রী সমাজে তথা নারী জীবনে গুরুত্ব পেয়েছিল। এছা।। বহুবিবাহ প্রায় সর্বজনীন হয়ে উঠেছিল। (Women in the Vedic Age, Shakuntala Rao Shastri) অথর্ববেদের যুগ থেকেই ব্রাহ্মণরা মানুষের ইহ ও পরলোকের চালক হয়ে উঠেছিলেন। এপ্রসঙ্গে বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য বলেছিলেন- মহাকাব্যের পূর্ব পর্যন্ত যে বৈদিক সাহিত্যের ধারা নামিয়া আসিয়াছিল তাহা ষোল আনা ব্রাহ্মণ সাহিত্য মূলতঃ ধর্মীয়সাহিত্য। (সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা, বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃঃ ৩০-৩১)

এযুগের সাহিত্যে যে ব্রাহ্মণকে দেখতে পাওয়া যায়, তিনি-

acts like a physician, a mediator in love affairs, a purahit with the dignity of statesman, minister and director of the technique of war, an officiating priest in the domestic and sacrificial rituals and finally as a magician controlling the divine and demonic agencies for the benefit of his client. (The Religion and Philosophy of the Atharvaveda, Dr. J. N. Shende, P- 118)

এই বর্ণপ্রাধান্য সেযুগের ব্রাহ্মণের কাছে স্বর্ণ অলঙ্কার হলেও অন্যদের ক্ষেত্রে লৌহ শৃঙ্খল হয়ে উঠেছিল। জাতিভেদ প্রথা ক্রমশ ঃ জীবিকা ও বিবাহ বিষয়ে (রোটি-বেটি) প্রাধান্য লাভ করেছিল। (Hindu castes and sects, Jogendra Bhattacharyya, 1896, P- 7) একারণেই ব্রাহ্মণ্যগ্রন্থগুলিতে মূলতঃ যাগ-যজ্ঞের আচার-বিধির কথাই প্রাধান্য পেয়েছিল বলে দেখা যায়। গবেষকদের মতে, সমাজ বিকাশের এই পর্যায়ে ধর্ম ও সমাজ এমনভাবে মিলেমিশে গিয়েছিল যে, এখন আর সেগুলিকে পৃথক করা সম্ভব নয়। বরং এসময়ে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই জীবনের প্রকাশ ঘটেছিল। আর মূলতঃ এসময় থেকে সামাজিক মর্যাদার উচ্চশিখর থেকে নারীরা কোন পতনশীল প্রস্তরের মতোই নিম্নমুখী হয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ ও সংহিতা-সাহিত্য তাঁদের সেই পতনের গতিকে বৃদ্ধি করেছিল মাত্র। অধ্যাপক আপ্তের ভাষায়-

If the treatment of women is a criterion of civilization, then the civilization of the Brahmana texts can expect only adverse verdict from posterity. (The Age of Later Samhitas, Vidya Bhavan Series, V. M. Apte) এই ব্রাহ্মণ্যযুগে নারীকে বলা হয়েছিল নিস্কৃতি। (The Age of Later Samhitas, Vidya Bhavan Series, V. M. Apte) কন্যা ক্রয়-বিক্রয়, দাসীকে দান সামগ্রীর সঙ্গে দেওয়া-এযুগের অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা ছিল। (তৈত্তরীয় ব্রাহ্মণ, ১-১-২৪) এসময় থেকেই কোন প্রকাশ্য সামাজিক অনুষ্ঠানে নারীর যাতায়াত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। (Ait. Brahmana, vii 8, P- 388) বরং গৃহে সেই নারীই সকলের প্রিয় এবং সম্মানের পাত্রী ছিলেন, যিনি শ্বশুরের সামনে নিজেকে অনাবৃত রাখতেন না এবং স্বামী বা গুরুজনদের কোন কথার প্রতিবাদ করতেন না। (Ait. Brahmana, iii 23, P- 180) ব্রাহ্মণ্য যুগেই বাইরের জগ নারীর কাছে বন্ধ হয়েছিল এবং অন্তঃপুরেও অবগুণ্ঠনের অবতারণা ঘটেছিল। আর এসময় থেকেই পুরুষের ক্ষেত্রে বহুবিবাহ প্রচলিত হলেও নারীর ক্ষেত্রে তা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল। সমকালের যাজ্ঞবল্ক্যের দু’জন স্ত্রী, মনুর দশজন স্ত্রী, দশরথের তিনজন স্ত্রী এবং হরিশ্চন্দ্রের একশোজন স্ত্রী ছিলেন। তাছাড়া বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নারীর হাতের খাবার গ্রহণও এসময় থেকেই নিষিদ্ধ হয়েছিল। (মৈত্রেয়ী সংহিতা, ৩-৬-৩) শুধু সেটাই নয়, এযুগ থেকেই নারীকে পুরুষের সঙ্গে একত্রে আহার করতে নিষেধ করা হয়েছিল। (শতপথ ব্রাহ্মণ ১ কা, ৯ অ, ২ ব্রা, ৩ বিধুশেখর ভট্টাচার্য সম্পাদিত) বরং পুরুষের আহারের পরে নারীদের আহার করা শাস্ত্রসম্মত বলে বিবেচিত হয়েছিল। শতপথ ব্রাহ্মণে নারীকে পুরুষের সাথে যজ্ঞে অংশ গ্রহণ করবার জন্য ‘ বিধান দেওয়া হয়েছিল। (শতপথ ব্রাহ্মণ ঐ ১ কা, ৩ অ, ১ ব্রা. ১২ বিধুশেখর ভট্টাচার্য সম্পাদিত তৈত্তরীয় ব্রাহ্মণ, ৩-৩-৩-২) কিন্তু একইসাথে নারী দেহের বিশেষ অংশ অপবিত্র বলে কুশরূপ শুদ্ধবস্তু দ্বারা সেই অংশকে পবিত্র করবার উপায়ও বলে দেওয়া হয়েছিল। Impure indeed is that part of the woman which is below the naval. (Åt¡š= ¤øàÕ¡o, 1-3-1-13)

এই ব্রাহ্মণ্যযুগেই নারীকে জুয়া ও পাশাখেলার সাথে তুলনা করা হয়েছিল। এছা।। শূদ্র, কুকুর ও কাকের সঙ্গে একই সারিতে নারীকে জায়গা দেওয়া হয়েছিল। (মৈত্রেয়ী সংহিতা, ৩-৬-৩) আর এসময় থেকেই নারীর জন্য বিবাহকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। আরও ভালো করে বললে, এযুগে থেকেই বিবাহ ছাড়া নারী ও পূরুষের যজ্ঞে কোন অধিকার ছিল না। এখন থেকেই একই পরিবার ও সগোত্রে বিবাহ বন্ধ হয়ে গিয়ে পরবর্তীকালে বিবাহের জন্য বৌধায়ন দেশ ও জাতিকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন এবং আপস্তম্ব গোত্র-প্রবর নিয়মের প্রবর্তন করেছিলেন। (Sex and Marriage in India, A. K. Sur, P- 41)

তবে ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে ধর্ম উদযাপনে নারীর স্বাধীনতা, পরিবারে নারীর গুরুত্ব এবং স্বামীর জীবনে তাঁর মর্যাদার কথাও বলা হয়েছিল। (Ait. Brahmana, vii 18, Page-300) একইসাথে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ক্ষেত্রে নারীকে স্বাধীনতা দেওয়া হলেও পরক্ষণেই বলা হয়েছিল যে, নারীকে স্বামীর অনুবর্তিনী হতে হবে। (শতপথ ব্রাহ্মণ, ১৩-২-২-৪) এরফলে পরবর্তীকালে নারী আর স্বামীর সহধর্মিনী থাকতে পারেনি, বরং জীবনের সর্বক্ষেত্রে নির্ভরশীলা গৃহমুখী রমণী হয়ে উঠেছিল।

ব্রাহ্মণযুগে যাগযজ্ঞ বিধি যেমন চবম উকর্ষতা লাভ করেছিল, ঠিক তেমনি ব্রাহ্মণ্য শক্তিও আবার অপ্রতিদ্বন্দী হয়ে উঠেছিল। অতীতে এপ্রসঙ্গে গবেষক ভিংটারনিস বলেছিলেন-

Two kinds of Gods there are, indeed, namely the Gods are the Gods, and the learned and studying Brahmins are the human Gods. (A History of Indian Literature, M. Winternitz, Ph. D. P- 178) উদাহরণস্বরূপ বলা চলে যে, এসময়েই বলা হয়েছিল, অগ্নি যজ্ঞের উপকরণ দেবতাদের কাছে বহন করে নিয়ে যান এবং ব্রাহ্মণরূপী দেবতা সেই দক্ষিণারূপ দান গ্রহণ করেন। বলাই বাহুল্য যে, তখন থেকেই এই ব্রাহ্মণরূপী দেবতার মর্মভেদী বাণগুলি সমাজের দুর্বলতর শ্রেণী নারীদের উপরেই সবথেকে বেশি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। এরপরে মানব সভ্যতা বিকাশের একটি বিশেষ পর্যায়ে নারীকে স্থাবর সম্পত্তি বলে গণ্য করা শুরু হয়েছিল।

ভারত রক্ষায় পিতামহ ভীষ্ম

বিশেষ প্রতিবেদক

ভীষ্ম ছাড়া হস্তিনাপুরের সিংহাসন রক্ষা হতো কিনা তা নিয়ে ভাবনা করার সময় এসেছে। ভীষ্ম চরিত্রটি মহাভারতে সৃষ্টি করা হয়েছে মহাভারতকে বলিষ্ঠ রাজনীতির বিকাশ ঘটাতে। একদিকে ভীষ্ম যেভাবে হস্তিনাপুরের সিংহাসনকে রক্ষা করার চেষ্টা করছেন অন্য দিকে শ্রীকৃষ্ণ ন্যায়বাদকে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা করছেন। মহাভারত যাঁরা পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয় এই দুটি চরিত্রকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। বাংলার সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র নিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি মনে করতেন ভারতের অখণ্ডতাকে বজায় রাখতে শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অংশ গ্রহণ করেন। ন্যায়ের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতেই শ্রীকৃষ্ণের মহাভারতের আবির্ভাব। তবে ভীষ্ম চরিত্র কম বড় নয়। তিনি বলতে গেলে গোচা মহাবারতের প্রধান চরিত্র যাকে নিয়ে তৈরি হয়েছিল বিতর্ক। মহাভারতের প্রতিটি চরিত্র বিতর্কিত এবং চর্চা করার মতো। ভীষ্ম কেন ইচ্ছা মৃত্যুকে গ্রহণ করলেন তার ব্যাখ্যা দিতে গেলে প্রায় আরও একটি মহাভারত রচিত হয়ে যেতে পারে। ভীষ্মের চারিত্রিক বলিষ্ঠতা রয়েছে। পিতামহ ভীষ্মকে নিয়ে বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। মহাভারত পড়তে গেলেই পাঠকেরা যে চরিত্রে প্রতি আকর্ষিত হয়ে পড়েন সেটা হচ্ছে ভীষ্ম চরিত্রটি। এই রকম ত্যাগী চরিত্র বিশ্বে আর কোনও মহাকাব্যে দেখতে পাওয়া যায় না। হস্তিনাপুরের সিংহাসনকে রক্ষা করার জন্য তাঁর ত্যাগকে ভারতবাসীরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে থাকে। তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপই হচ্ছে সিংহাসনকে রক্ষা করার ব্রত। ভীষ্মের চরিত্রটি নিয়ে চর্চা চলছে বহুকাল ধরে। পিতামহ ভীষ্ম যেভাবে হস্তিনাপুরের সিংহাসনকে রক্ষা করার জন্য উদগ্রীব ছিলেন ঠিক সেই রকম শ্রীকৃষ্ণও ভারতকে রক্ষা করতে উদগ্রীব ছিলেন বলে মনে করেন বঙ্কিমচদ্র চট্টোপাধ্যায়। ভারতকে রক্ষা করতে গেলে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। ভারতকে রক্ষা করা যেতে পারে তার সাধনা করে চলেছেন। সেই সাধনার মধ্যে দিয়ে তিনি নতুন ভারত গড়ে তোলার স্বপ্ন সকলের দেখা উচিত। ভীষ্মকে

প্রতিহত করার জন্য বহুবার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু তাঁকে দমন করা যায়নি। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে তাঁর ইচ্ছা মৃত্যু। ইচ্ছা মৃত্যু ছিল বলেই ভীষ্মকে কেউ কাবু করতে পারেনি। সবাই তাঁর কাছে মাথা নত করে ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মের ত্যাগের কথা জানতেন। সেই কারণে শ্রীকৃষ্ণে রাগ ভীষ্মের ওপরে ছিল না। শ্রীকৃষ্ণের রাগ গিয়ে পড়েছিল কৌরবদের ওপরে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে সকলে দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কৌরবেরা রাজ শাসন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। সেই অপকৌশলকে একেবারে নষ্ট করে দিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। কৌরবদের বীরের সংখ্যা কম ছিল না। তখন ভারতে বহু বড় বড় বীর যোদ্ধাদের সমাবেশ দেখতে পাওয়া গিয়েছিল কৌরবদের পক্ষে। কিন্তু তা থাকলেও তাদের পরাস্ত হতে হয়। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে ভীষ্ম কৌরবদের পক্ষে থাকলে তাঁর মন কিন্তু কৌরবদের পক্ষে ছিল না। তিনি বলেছিলেন, আমার একটি মাত্র লক্ষ্য হচ্ছে হস্তিনাপুরের সিংহাসনকে রক্ষা করা। উপযুক্ত ব্যক্তির হাতে হস্তিনাপুরের সিংহাসনের ভার তুলে দেওয়া। উপযুক্ত ব্যক্তির হাতে হস্তিনাপুরের সিংহাসন তুলে দিতে পারলেই ভীষ্মের দায়িত্ব সমাপ্ত হয়ে যায়।

পাণ্ডবেরা কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে জয়লাভ করলে ভীষ্ম বুঝতে পেরেছিলেন এবার তাঁর ধরনী থেকে বিদায় নেওয়ার সময় এসেছে। সেই কারণে পাণ্ডব সেরা বীর অর্জুনের হাতে জল খেয়ে তিনি ইহলোক ত্যাগ করলেন। ভীষ্ম- এই যে চিত্র মহাভারতের রচয়িতা ব্যাসদেব অঙ্কিত করেছেন সেটা কিন্তু বিশ্বের সবচেয়ে বড় চরিত্রাঙ্কন বলা যেতে পারে। এত বড় ত্যাগী চরিত্র আর কোনও মহাকাব্যে দেখতে পাওয়া একেবারে অসম্ভব। আজকে ভারতবর্ষে রাম নাম নিয়ে প্রচার শুরু হয়ে গিয়েছে। রাম নাম নেওয়া কোনও অন্যায় নয়। রাম নাম করলে কোনও জাত যায় না। প্রতিটি হিন্দুদের উচিত হচ্ছে রাম নাম করা। রাম নামের মধ্যে কোনও বিচ্ছিন্নতাবাদী তত্ত্ব লুকিয়ে নেই। রাম নাম কোনও একটি জাতিকে বোঝায় না। রাম নামের মধ্যে ভারতের সংস্কৃতি লুকিয়ে রয়েছে। ভারতের সভ্যতার বিকাশ লুকিয়ে রয়েছে। ভারতের তপোবনের শিক্ষা থেকে শুরু করে তপোবনের সংস্কৃতিও লুকিয়ে রয়েছে। আর মহাভারতের মধ্যে রয়েছে ভারতের শাসনতন্ত্রকে কীভাবে পরিচালনা করতে হবে তার তত্ত্ব। সেই সত্যের বিকাশ ঘটাতে হবে। তবেই ভারতকে রক্ষা করা সম্ভব হবে। ভারতের নিজস্ব সভ্যতা রয়েছে। রয়েছে তার নিজস্ব সংস্কৃতি। সেই সভ্যতা এবং সংস্কৃতির ওপরে নির্ভর করে দেশকে শাসন করতে হবে। না হলে ভারতকে রক্ষা করা একেবারে অসম্ভব। ঐক্যবদ্ধ ভারত গড়তে হবে। বিদেশি শত্রুরা ভারতটাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার চেষ্টা করছে। তাকে প্রতিহত করতে হবে। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ আসার ফলেই পাণ্ডবদের ভাগ্য খুলতে শুরু করে দিল। পাণ্ডবদের ওপর যেভাবে কৌরবরা প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে দিয়েছিল তাতে পাণ্ডবরা একেবারে ধ্বংস হয়ে যেত। কিন্তু ভারতের শাসন ব্যবস্থায় ন্যায়কে প্রতিষছা করতে হবে বলেই শ্রীকৃষ্ণ এসে উপস্থিত হলেন। তিনি এক এক করে ভারতের সেরা বীরদের পরাজিত করলেন এবং শান্তিপূর্ণ ভারত প্রতিষ্ঠা করার পথ দেখালেন। তিনি প্রেমময় ভারত সৃষ্টি করলেন। অস্ত্র সজ্জিত ভারত নয়, বন্ধুত্ব ভারতকে প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। যুধিষ্ঠির মতো অন্ধ রাজা নয়, চক্ষুষমান রাজাকে প্রতিষছা করাই ইছল শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য উদ্দেশ্য। তিনিই গীতাতে বলেছেন, আমিই সব। আমিই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সৃষ্টি করেছি। আমি কৌশল অবলম্বন করে বারতের বীরদের হত্যা করেছি। যেব বীররা এতদিন ধরে অন্যায় ভাবে রাজত্ব করতে শুরু করে দিয়েছিল তাদেরকে পরাস্ত করেছি। গীতার মধ্যে দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের প্রকাশ লাভ হল।

হেরিটেজ ঃ উত্তর কলকাতার শ্যামপুকুর

রবীন্দ্রকুমার শীল ঃ উত্তর কলকাতার শ্যামপুকুর অঞ্চল একটি ঐহিত্যময় এলাকা। পলাশি যুদ্ধের আগে এই অঞ্চলের অস্তিত্ব ছিল। এখানে বসবাস করতেন একজন বাঙালি ব্যবসায়ী তাঁর নাম শ্যাম বসাক। তাঁর একটি বড় বাজার ছিল। তাঁর নামেই শ্যাম পুকুর নামকরণ হয়। সম্ভবত শ্যামবাজার তাঁর নামেই চিহ্নিত হয়েছে বলে মনে করা হয়ে থাকে। থানা এবং কলকাতা পৌরসভার অধিকর্তা ছিলেন একই ব্যক্তি। হগ সাহেব ছিলেন কলকাতা পুরসভার কর্তা আবার তিনি কলকাতা পুলিশের কর্তা ছিলেন। ১৯২৬ সালে শ্যামপুকুর থানা নির্মাণ করা হয়েছিল। এটি একটি হেরিটেজ ভবন বলে গৃহীত হয়েছে। কলকাতা তৈরি হওয়ার আগেই উত্তর কলকাতায় বহু বনেদি পরিবার বসবাস করতো। এদের মধ্যে খুব নাম করেছিলেন বলরাম ঘোষ। চিৎপুরে যে ‘চিত্রেশ্বরী কালীমন্দির’ দেখতে পাওয়া যায় তার প্রতিষ্ঠা ছিলেন বলরাম ঘোষের ঠাকুরদা মনোহর ঘোষ যিনি সম্রাট রাট আকবরের অর্থমন্ত্রী টোডর মলের অধীনে গোমস্তা ছিলেন। মনোহর পরলোকগমন করেন ১৬৩৭ সালে। রামসন্তোষ বর্তমানে চলে যনা। ডাকাতের হাত থেকে ছেলে বলরামকে রক্ষা করে চন্দননগরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন রামসন্তোষ। সেখানে ফরাসি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্তা যোশেফ দুপ্লের দেওয়ান হলেন বলরাম। ১৭৫৬ সালে তিনি প্রয়াত হন। বলরাম ঘোষ স্ট্রিটে রয়েছে ডাফ স্কুল। এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শিক্ষাবিদ আলেকজাণ্ডার ডাফ ১৮৫৭ সালে। ১৮৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা অরফানেজ প্রযত্নে কেশবচন্দ্র সেনের নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের রেভারেন্ড প্রাণকৃষ্ণ দত্ত। এখানে রয়েছে মিত্র বাড়ি। দিগম্বর মিত্র কাশিমবাজারের রাজবাড়ির ম্যানেজার ছিলেন। মিত্রদের পৈত্রিক বাড়ি ছিল ঝামাপুকুর রাজবাড়ি। সেখান থেকে বেরিয়ে আসেন দিগম্বরের পৌত্র মন্মথ নাথ। তিনি শ্যামপুকুরে মিত্র বাড়ি প্রতিষ্ঠা করলেন। এখানে রয়েছে শ্যাম স্কোয়ার যা এক সময়ে হয়ে উঠেছিল মোহনবাগানের মাঠ। আছে দুর্গাচরণ লাহার বাড়ি। ইনিই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ‘ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া’। সাল ১৮৯১ সালে মহারাজা উপাধি লাভ করে দুর্গাচরণ লাহা। এখানে আছে ভোলা ময়রা লেন। ভোলা ময়রার আসল নাম হল ভোলা নায়েক। তিনি ছিলেন গুপ্তিপাড়ার লোক। ভোলা ময়রাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। টাঙন হল স্কুলের পিছন রয়েছে ঘোষ পরিবারের বসতবাটি। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের পরম ভক্ত ছিলেন কালীপদ ঘোষ যাঁকে সবাই ‘দানা কালী’ ডাকতো। ১৯০২ সালে বায়োস্কোপ ব্যবসায় নামেন ধনী পারসি ব্যবসায়ী জামশেদজি ফ্রামজি ম্যাডান। তিনি বায়োস্কোপ দেখানোর জন্য দুটি স্থান বাছাই করেন একটি হচ্ছে ময়দান। এবং দ্বিতীয়টি শ্যামপুকুর। ১৯০৯ সালে বারোয়ারি দুর্গা পুজো শুরু হয়েছিল। সৌজন্যে ভবানীপুর সনাতন ধর্মোৎসাহিনী সভা। ১৭৫২ সালে কলকাতার কালেক্টর হলওয়েল এর অনুমতি নিয়ে কিছু কুমোর পরিবার এখানে বসবাস করতে শুরু করলে তা পরে বিখ্যাত হয়ে ওঠে কুমোরটুলি নামে। গঙ্গাপ্রসাদকে রানি ভিক্টোরিয়া ১৮৭৭ সালে রায় উপাধিতে ভূষিত করেন তাঁর আয়ুর্বেদ শাস্ত্র বিষয়ে। এখানে ইতিহাস প্রসিদ্ধ বহু গঙ্গার ঘাট রয়েছে। বাগবাজার ঘাট, প্রমদাসুন্দরী ঘাট, কাশী মিত্র ঘাট, কুমোরটুলি ঘাট, শোভাবাজর ঘাট।

আবাসের তালিকায় নাম নেই, ক্ষোভে জয়েন্ট বিডিও-সহ প্রধানকে আটকে তালা

দুরন্ত বার্তা, দিনহাটা, ১৫ ডিসেম্বরঃ আবাসের তালিকা নিয়ে শোরগোল চলছেই। লাগাতার আসছে দুর্নীতির অভিযোগ। সিংহভাগ ক্ষেত্রেই শাসকনেতাদের কাঠগড়ায় তুলে বিক্ষোভ চলছে গ্রামে গ্রামে। তপ্ত হয়েছে রাজনীতির ময়দান। সুর চড়িয়েছে বিজেপি। এবার আবাসের তালিকায় নাম না থাকায় ক্ষোভে জয়েন্ট বিডিও-সহ পঞ্চায়েত প্রধানকে তালাবন্ধ করে দিল উন্মত্ত জনতা। চলল বিক্ষোভ। পঞ্চায়েত অফিসেও চলল দেদার ভাঙচুর। চাঞ্চল্যকর ঘটনা দিনহাটা এক নং ব্লকের ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। বিক্ষুদ্ধদের অভিযোগ, যোগ্যদের নাম বাদ দেওয়া

হয়েছে আবাসের তালিকা থেকে। তা নিয়েই বেশ কয়েকদিন ধরে গ্রামে বাড়ছিল ক্ষোভের পারদ। এদিন এ নিয়ে বসেছিল গ্রাম সংসদ সভা। কিন্তু, আলোচনা কিছুদূর এগোতে না এগোতেই শুরু হয়ে যায় ব্যাপক উত্তেজনা। পঞ্চায়েত অফিসে দেদার ভাঙচুর চালায় গ্রামবাসীরা। জয়েন্ট বিডিও সহ প্রধানকে তালাবন্ধ করে দেয় জনতা। অভিযোগ, অন্যান্য গ্রাম পঞ্চায়েতে আবাসের তালিকায় প্রচুর নাম থাকলেও পুটিমারি দুই নং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় মাত্র ৩৬৮টি নাম এসেছে। যার ফলে বাদ পড়েছেন বহু যোগ্য। কিন্তু, কেন এমনটা হবে তাঁর উত্তর খুঁজছে গ্রামবাসীরা। এদিন তা নিয়েও কথাও হয় প্রধান, জয়েন্ট বিডিও-র সঙ্গে। কিন্তু, সমাধান সূত্র না মেলাতে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন গ্রামবাসীরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়।

ঘুমন্ত স্বামীর যৌনাঙ্গ কাটল স্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, ডোমকল, ১৫ ডিসেম্বরঃ দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশ। আর তা নিয়ে সম্পর্কে শীতলতা। অশান্তি চরমে পৌঁছতে ঘুমন্ত স্বামীর যৌনাঙ্গ কাটল স্ত্রী। মুর্শিদাবাদের ডোমকল থানার পেচেরপাড়ার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য। অভিযুক্ত মহিলার খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। অভিযুক্ত ওই মহিলার এটি দ্বিতীয় বিয়ে। দুই সন্তানের মা ওই মহিলা হাসানুর শেখের সঙ্গে সংসার করতে শুরু করে। পরিবার সূত্রে খবর, বিয়ের পর থেকে দুজনের অশান্তি লেগেই ছিল। সম্ভবত হাসানুর অন্য এক মহিলার সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। তার তীব্র বিরোধিতা করত ওই মহিলা। সে কারণে ক্রমশ দাম্পত্য সম্পর্ক উষ্ণতা হারায়। শনিবার রাতে অশান্তি আরও চরমে পৌঁছয়। এরপর হাসানুর ঘুমিয়ে পড়লে স্ত্রী পুরুষাঙ্গ কেটে দেয় বলেই অভিযোগ।

JAMTORA GRAM PANCHAYAT
SALCHURA, MANTUMRA, CHHATNA, BANKURA
Please visit at **www.wbtenders.gov.in** for participating in e-Tender Notice No.: **15/JAM/2024-25** dated: **14/12/2024** last date of submission **24/12/2024 upto 11.00 A.M.**
Sd/-
Pradhan,
Jamtora Gram Panchayat
Chhatna, Bankura

'আমি ওঁকে কোরান পড়তে বলব', ববির বক্তব্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া হুমায়ুনের

দুরন্ত বার্তা, ভরতপুর, ১৫ ডিসেম্বরঃ ধনধান্য অডিটোরিয়াম থেকে রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'উপরওয়ালার আশীর্বাদে একদিন সংখ্যাগুরু হবেন সংখ্যালঘুরা।' পুরমন্ত্রীর এই মন্তব্যেরই তীব্র বিরোধিতা করেছে বিজেপি। তবে শুধু বিরোধী দল নয়, ফিরহাদের মন্তব্যকে সমর্থন করেননি খোদ তাঁর দলের বিধায়ক হুমায়ুন কবির। তিনি সমাধানে গুরুত্ব দেন না। গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নিয়ে কথা বলতে এলে আমাদের কথা শুনতে চান না। উনি মাত্র চার জনকে চেনেন।'' সঙ্গে এও বলতে শোনা যায়, মুখ্যমন্ত্রী ববি হাকিমকে মুর্শিদাবাদের দায়িত্ব দিলেও তিনি গুরুত্ব দিয়ে তা দেখেন না। এরপর রবিবার ফিরহাদের সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে হুমায়ুন বলেন, ''হাকিম সাহেবের বক্তব্য

শুনেছি। এই সব বলার আগে ভেবে চিন্তে বলা উচিত। উনি বলতে চেয়েছেন, এ রাজ্যে মুসলিম সমাজের মানুষরা সংখ্যালঘু নয়, সংখ্যাগরিষ্ঠতায় চলে আসব। আমি ওঁকে কোরান পড়তে বলব। আল্লাহ গোটা বিশ্বকে সৃষ্টি করছেন। উনি এক শব্দে বিশ্বকে যেমন সৃষ্টি করতে পারেন, তেমনই এক শব্দে বিশ্ব শেষ করতে পারেন।'' ভরতপুরের বিধায়ক বলেন, ''তিনি কোন সম্প্রদায়ের মানুষকে বেশিদিন বাঁচিয়ে রাখবেন, কোন সম্প্রদায়ের মানুষকে তাড়াতাড়ি ওঠাবেন সেটা উনি জানেন। এই নিয়ে ভেবেচিন্তে কথা বলা উচিত। হাকিম সাহেব কেন বলেছেন সেটা উনিই বলতে পারবেন। আল্লাহ কাউকে হিন্দু ঘরে পাঠাচ্ছেন, কাউকে ইসলাম ঘরে। কাজেই কার সংখ্যা কোথায় দাঁড়াবে সেই নিয়ে কথা বলার অধিকার কোনও মানুষের আছে কি না মানি না।''

বললেন, ''উপরওয়ালা কোন সম্প্রদায়ের মানুষ বেশি পাঠাবেন এই নিয়ে মন্তব্য করা উচিত নয়।'' বস্তুত, হুমায়ুনের সঙ্গে ববির 'দ্বন্দ্ব' আগেই ছিল। যে সময় ভরতপুরের বিধায়ক পুলিশমন্ত্রী হিসাবে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন, সেই সময় দাঁড়িয়ে কার্যত ক্ষুব্ধ হন ববি। তাঁকে বলতে শোনা যায়, ''যারা এত কথা বলছে, তারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি সরিয়ে নির্বাচনে নামুক। তারপর জিতে দেখাক। বুঝে যাব। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবদিক থেকে বলিষ্ঠ নেত্রী। তিনি এখনও সব দফতর এবং দলকে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম।'' পাল্টা শুনিয়েছিলেন হুমায়ুনও। খুল্লামখুল্লা রাজ্যের মন্ত্রীর উদ্দেশ্যে তাঁকে বলতে শোনা যায়, ''ফিরহাদ হাকিম এত কথা বলছেন, উনি নিজেই মুর্শিদাবাদের দায়িত্বে থাকা সত্ত্বেও আমাদের জেলার কোনও সমস্যার

'আন্দোলনের চাপে সন্দীপদের গ্রেফতার করেছিল সিবিআই'

দুরন্ত বার্তা, শ্রীরামপুর, ১৫ ডিসেম্বরঃ আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ ও টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলের জামিনের পর থেকেই যেমনক্ষোভে ফুঁসছেন তিলোত্তমার মা-বাবা। তেমনই পথে নেমেছেন নাগরিক সমাজ ও চিকিৎসকরা। শনিবার তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেছিলেন, সিবিআই-কে ডেকে এনেছিলেন তিলোত্তমার মা-বাবা। তাই এই ঘটনার জন্য তাঁরাই দায়ী। আর রবিবার শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, ''সন্দীপঘোষ ও টালা থানার ওসিকে তথ্য প্রমাণ ছাড়াই আন্দোলনের চাপে গ্রেফতার করেছিল সিবিআই।'' শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ বলেন, ''সিবিআই যখন সন্দীপ ঘোষ আর ওসিকে গ্রেফতার করলো তখন তাদের বিরুদ্ধে বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের অভিযোগ নিয়ে এসেছিল। এমনকী সুপ্রিম কোর্টে গিয়েও সে কথা বলেছিল। সিবিআই ৯০ দিনের মধ্যে কোনও প্রমাণ দেখাতে পারল না। ৯০ দিনের মধ্যে যদি চার্জশিট জমা

না দিতে পারে স্বাভাবিকভাবেই জামিন পাবে। এটা হল আইনের কথা।'' তিনি আরও বলেন, ''এ প্রসঙ্গে আমি আগেই বলেছি, ক্রিমিনাল কেসে, কে অভিযুক্ত হবে, কার বিরুদ্ধে চার্জশিট হবে, কার বিরুদ্ধে কনভিকশন হবে সেটা আমার অনুমানের উপর নির্ভর করে না। এর জন্য সাক্ষ্য প্রমাণ চাই। কিন্তু আজ যে জিনিসটা দেখা যাচ্ছে সিবিআই যে গ্রেফতার করেছিল তা সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়াই করেছিল। যাঁরা আন্দোলন করেছিল ডাক্তাররা তাদের চাপেই সিবিআই এটা করেছে। এখন যদি দেখা যায় যে সিবিআই সত্যি সত্যি ওদের বিরুদ্ধে চার্জশিট না দিতে পারে তাহলে ৯০ দিনের আটকে রাখাটা তো বেআইনি হয়ে গেল।'' কল্যাণের প্রশ্ন, ''এটা কাদের জন্য হল? এরা চাপ দিয়ে করাচ্ছে। গ্রেট কালচার কারা করছে সেটাই এখন দেখার, আন্দোলনের নামে গ্রেট চলছে। আন্দোলন করে কিছু হয় না। যারা নেমেছেন তাদের বিনীতভাবে অনুরোধ করছি। আপনারা তথ্য প্রমাণগুলো সিবিআই- এর হাতে দিয়ে দিন।''

'বউ পেটানো' সজলের বিরুদ্ধে ১৭টা চুরি, ডাকাতির মামলা!

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৫ ডিসেম্বরঃ বাড়িতে এসে পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়ার পর জানা গেল ধৃতের বিরুদ্ধে ১৭টি চুরি, ডাকাতির মামলা ঝুলছে। তার কর্মকাণ্ড পূর্ব বর্ধমান, বাঁকুড়া জেলা জুড়ে। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের পাম্পের তামার তার চুরি করে বাজারে বিক্রি করায় তার জুড়ি ছিল না। অথচ এলাকার লোকেরা তাকে চিনত নিত্য দিন বউয়ের সঙ্গে অশান্তি করার কারণে। কিন্তু, সে যে দাগি অপরাধী তার আঁচও কেউ টের পাননি। পাড়ার লোকেরা সেটা পেলেন শুক্রবার রাতে। মেমারি থানার সারদাপল্লিতে মাস দেড়েক আগে ভাড়া নিয়ে আসে সজল মণ্ডল। নিজের পরিচয় দেয় গাড়িচালক হিসেবে। পরিবারে স্ত্রী আর সন্তান। কিন্তু স্ত্রীর উপর অত্যাচারের কারণে সজলের উপর সকলেই ক্রুদ্ধ। ঘটনার দিন রাতেও স্ত্রীর উপর সজলের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে দুই প্রতিবেশী প্রতিবাদ করেন। তখন সেখানে চলে আসেন জনা চারেক লোক। প্রতিবাদী পাড়ার দুই বধূর মনে হয়, সজল লোক ডেকে এনেছে। এ দিকে সজল মনে করে, ওই দুই বধূ বুঝি লোকজন জুটিয়ে তার বাড়িতে এসেছে। কিন্তু, ওই চার জন কোনও দলেই ছিলেন না। সাদা পোশাকে ওই দলে ছিলেন মেমারি থানার ওসি প্রীতম বিশ্বাস, এসডিপিও অভিষেক মণ্ডল-সহ পুলিশ আধিকারিকরা। বেশি কথা না বাড়িয়ে ওই অবস্থায় সজলকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় পুলিশ। তবে তার আগে ধৃতের স্ত্রী-সহ প্রতিবেশীদের পুলিশ জানিয়ে দেয়, চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হলো সজলকে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মেমারি, রায়না, জামালপুর, আউশগ্রাম, ভাতার, বর্ধমান ২ ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকায় পিএইচই-র পাম্প হাউসে ঢুকে মেশিনের তামার তার চুরি করত সজল ও তার সাগরেদ সোমনাথ বসু। কেজি প্রতি সাতশো টাকা দরে সেই তামার তার কিনতে আসত আফজল শেখ ও তফিজুল শেখ নামে দুই ব্যক্তি। পুলিশ ওই চার জনকেই গ্রেপ্তার করেছে। সজলের খণ্ডঘোষের শাঁখারি গ্রামে। বাঁকুড়া ও পূর্ব বর্ধমান জেলা মিলিয়ে বিভিন্ন থানায় চুরি ডাকাতি মিলিয়ে ১৭টিরও বেশি মামলা রয়েছে তার নামে।

সরকারি নির্দেশ আসার পরেও কাজে যোগ দিলেন না বীরভূমের দুই থানার ওসি, কে নাড়ছে কলকাঠি?

দুরন্ত বার্তা, সিউড়ি, ১৫ ডিসেম্বরঃ ওসি বদল নিয়ে বড়সড় জটিলতা বীরভূমে। আগেই এসেছে যোগদানের নির্দেশিকা। তা হাতে পাওয়ার পরেও কাজে যোগ দিতে পারছেন না। এদিকে জেলা পুলিশ সুপার বলছেন ১৭ ডিসেম্বরের মধ্যে তাঁদের কাজে যোগ দিতে হবে। তা নিয়ে তৈরি হয়েছে চাপানউতোর। কিন্তু, কেন এই অবস্থা? সূত্রের খবর, গত ২ ডিসেম্বর বীরভূমের দুবরাজপুর থানার ওসি তাপাই বিশ্বাসকে নানুর থানায় যোগদানের কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু, এখনও তিনি যোগ দেননি। এদিকে বর্তমানে নানুর থানার দায়িত্বে রয়েছেন শেখ ইজরায়েল। তাঁর জায়গাতে আসার কথা তপাই বিশ্বাসের। কিন্তু, সরকারি নির্দেশ আসার পরেও তাঁরা তা না মানায় ক্ষুব্ধ পুলিশ সুপার রাজনারায়ন মুখোপাধ্যায়। দিয়েছেন কড়া নির্দেশ। পুলিশের অন্দরে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, শেখ ইজরায়েল নতুন দায়িত্বে না যাওয়ার কারণেই পুরো বিষয়টা থমকে যাচ্ছে। সম্প্রতি, রাজ্য পুলিশের পক্ষ থেকে ইন্সপেক্টরদের একটি বদলির নির্দেশ আসে। ওই নির্দেশিকাতেই তপাই বিশ্বাসকে রামপুরহাট থানার ট্রাফিক গার্ডে পাঠানো হয়। অন্যদিকে নানুর থানার ওসি শেখ ইজরায়েলকে বারাসতের সাইবার ক্রাইমে পোস্টিং দেওয়া হয়। যদিও পরে আবার জেলা পুলিশ সুপার তাঁকে নানুর থানাক ওসির দায়িত্ব নিতে বলা হয়। কিন্তু, নির্দেশিকা আসার পর কেটে ১৩ দিন। তারপরেও যোগদান না করায় বাড়ছে চাপানউতোর। সূত্রের খবর, শেখ ইজরায়েল এখনও বারাসতের সাইবার ক্রাইমে যোগ দেননি। সে কারণেই পুরো বিষয়ে তৈরি হয়েছে জট।

শীতলকুচি কলেজ দুষ্কৃতীদের আঁতুড়ঘড়? টিএমসি-র ছাত্রনেতার কোমরে বন্দুক

দুরন্ত বার্তা, শীতলকুচি, ১৫ ডিসেম্বরঃ বন্দুক নিয়ে ঘুরছেন ছাত্র নেতা। শীতলকুচি কলেজ যেন দুষ্কৃতীদের আঁতুড়ঘড়! ঘটছে একের পর এক ঘটনা। এবার কলেজের মধ্যে উদ্ধার দেশি বন্ধুক! তাতেই এলাকার নাগরিক মহলের পাশাপাশি চাপানউতোর চলছে শিক্ষা মহলের অন্দরেও। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্দরে বন্দুক নিয়ে কেউ ঘোরাঘুরি করতে পারে কী করে? সেই প্রশ্ন উঠেছে। এ ঘটনা সামনে আসার পর থেকে কার্যত গোটা জেলাজুড়ে চর্চায় শীতলকুচি কলেজ। কিছুদিন আগেই ঘোষণা হয়েছে কলেজের নতুন ইউনিট কমিটি। ইউনিট ঘোষণার পর থেকেই একের পর এক ঘটনা ঘটছে কলেজে। শনিবার ঘটে গেল আরও এক ঘটনা। শনিবারই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নিয়ে বৈঠক ছিল কলেজে। সূত্রের খবর, বৈঠক চলাকালীন সময়েই তৃণমূল ছাত্র পরিষদের শীতলকুচি কলেজের প্রাক্তন ছাত্র নেতা মাসুম আখতার সঙ্গীদের নিয়ে কলেজে আসেন। তারপরই তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বর্তমান সদস্যদের সঙ্গে ঝামেলা শুরু হয়ে যায়। বদানুবাদ যখন চরমে উঠেছে সেই সময় মাসুমের কোমরে থাকা দেশি বন্দুক মাটিতে পড়ে যায় বলে অভিযোগ। মাসুমের নামে কলেজ কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই শীতলকুচি থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছে। যদিও পুলিশ আসার আগে কলেজ থেকে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত ছাত্র নেতা। শীতলকুচি থানার ওসি অ্যান্থনি হোড়ো জানান, একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছেন। অভিযুক্তর খোঁজ চলছে। এদিকে এ ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে কলেজের সার্বিক নিরাপত্তা নিয়ে।

জঞ্জাল ফেলা নিয়েও গণ্ডগোল, মারধর অবধি পৌঁছে গেল কংগ্রেস-তৃণমূলের ঝামেলা

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ১৫ ডিসেম্বরঃ আর্বজনা ফেলা কেন্দ্র করে উত্তেজনা। কংগ্রেস নেতাকে মারধরের অভিযোগ তৃণমূল কাউন্সিলর ও তার অনুগামীদের বিরুদ্ধে। ঘটনার জেরে তৃণমূল কাউন্সিলরের সঙ্গে কংগ্রেস নেতার হাতাহাতি। আসানসোল পৌরনিগমের ২২ নম্বর ওয়ার্ডের সেনরালে রোডের ঘটনা। কংগ্রেস নেতা প্রসেনজিৎ পুইতন্ডির অভিযোগ, আসানসোল পৌরনিগমের ২২ নম্বর ওয়ার্ডের একটি কমপ্লেক্সে আর্বজনা পরিস্কার হয় না। তারই প্রতিবাদ এদিন করা হয়েছে। অন্যদিকে, আসানসোল পৌরনিগমের ২২ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর তথা বোরো চেয়ারম্যান অনিমেষ দাসের অভিযোগ, প্রতিবাদের নামে এদিন

আর্বজনা রাস্তার উপর ফেলে দেওয়া হয়েছে। অন্যারা অসুবিধার মধ্যে পড়েছেন। এটা করা উচিত হয়নি। অভিযোগ এই ঘটনা ঘিরে তৃণমূল কাউন্সিলর অনিমেষ দাস ও কংগ্রেস নেতা প্রসেনজিৎ পুইতন্ডির মধ্যে বচসা হয়। তারপর হাতাহাতি হয়। কংগ্রেস নেতার অভিযোগ, কাউন্সিলর ও তাঁর অনুগামী তাকে মারধর করেছে। এই ঘটনা ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায়। যদিও মারধরের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তৃণমূল কাউন্সিলর অনিমেষ। এ প্রসঙ্গে তৃণমূল কাউন্সিলর অনিমেষ দাস বলেন, বিভিন্ন জায়গা থেকে জঙ্গল কেটে এনে ফেলে দেয়। আমরা পরিষ্কার করে নিয়ে যাই। এখন ওরা জঞ্জাল নিয়ে গিয়ে রাস্তার মাঝে ফেলে দেয়। আক্রান্ত কংগ্রেস নেতা প্রসেনজিৎ পুইতন্ডি বলেন, ''কাউন্সিলর গুণ্ডা বাহিনী এনে আমাদের উপর চড়াও হয়। এসে বলছে আপনাদের নোংরা। আমরা প্রশ্ন করি কেন এখনও পরিষ্কার হয়নি?''

অযোধ্যা যাওয়ার পথে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, বরানগরের ২৬ পর্যটক নিয়ে জাতীয় সড়কে উল্টে গেল গাড়ি

দুরন্ত বার্তা, ওন্দা, ১৫ ডিসেম্বরঃ জাঁকিয়ে শীত বঙ্গে। কলকাতায় ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে গিয়েছে পারা। অন্যদিকে ঠান্ডায় দার্জিলিংয়ের সঙ্গে জোর টক্কর দিচ্ছে পুরুলিয়া। রবিবারই পুরুলিয়ার তাপমাত্রা ৫.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে যায়। যা স্বাভাবিকের থেকে ৭ ডিগ্রি কম। এদিকে শীতে পুরুলিয়াতে প্রতি বছরই প্রচুর পর্যটকের আগমণ দেখা যাকে। এবারেও তার প্রতিচ্ছবি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু, ঘটে গেল বিপত্তি। ভোর রাতে বরানগর থেকে পুরুলিয়া যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল পর্যটক বোঝাই একটি গাড়ি। এদিন ভোরে দুর্ঘটনাটি ঘটে ৬০ নম্বর

জাতীয় সড়কের উপর বাঁকুড়ার ওন্দা থানার ভেদুয়াশোলের কাছে। ঘটনায় আহত হয়েছেন মোট সাত জন। আহতদের ওন্দা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, বরানগর থেকে একটি ট্রাভেলার গাড়িতে চড়ে পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে বেড়াতে যাচ্ছিলেন মোট ২৬ জন পর্যটক। বিষ্ণুপুর হয়ে গাড়িটি ৬০ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে পুরুলিয়ার দিকে যাওয়ার সময় ওন্দা থানার ভেদুয়াশোল মোড়ের কাছে আচমকাই একটি ট্রাকে ধাক্কা মারে। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ওন্দা থানার পুলিশ। পরে পুলিশ আহত পর্যটকদের উদ্ধার করে ওন্দা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যায়। পুলিশ সূত্রে খবর, পর্যটক বোঝাই ট্রাভেলার গাড়ির বেপরোয়া গতির কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। ঘটনায় মোট ৭ জন পর্যটক আহত হয়েছেন। এদের মধ্যে একজনের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। আহতদের দাবি চালক অত্যন্ত জোরে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। যাত্রীরা বারবার বলার পরেও চালক গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণ না করাতেই এই দুর্ঘটনা।

কামারপুকুরের রাস্তায় জয়রামবাটিও! প্রথমবার হতে চলেছে সারদা মেলা

দুরন্ত বার্তা, জয়রামবাটি, ১৫ ডিসেম্বরঃ কামারপুকুরের আদলে এবার সারদার জন্মভূমি জয়রামবাটিতে সারদার দেবীর জন্মতিথি উপলক্ষে বিশেষ মেলার আয়োজন করলেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা। জয়রামবাটীর মাতৃমন্দির সংলগ্ন মাঠে আগামী ২০ থেকে ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে মেলা। ২২ ডিসেম্বর মাতৃমন্দিরের তরফে রীতি মেনে পালিত হবে সারদা দেবীর আবির্ভাব তিথি। ১৮৫৩ সালের ২২ ডিসেম্বর বাঁকুড়ার জয়রামবাটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সারদা দেবী। পরবর্তীতে রামকৃষ্ণ মিশনের তত্ত্বাবধানে মা সারদার সেই জন্মভিটেতে প্রতিষ্ঠিত হয় বিশাল মাতৃমন্দির। মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠার পর থেকেই জয়রামবাটিতে ভক্তি প্রতি বছর সারদার আবির্ভাব তিথি পালিত হয়ে আসছে। এবছরও ২২ ডিসেম্বর বিশেহ পুজা, হোম, নাম গান, মায়ের কথা পাঠ সহ বিভিন্ন ভক্তিমূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিনটি পালনের আয়োজন করেছে মাতৃ মন্দির কর্তৃপক্ষ। তবে এবার মাতৃ মন্দিরের সেই আয়োজনের সঙ্গে পূণ্যার্থীদের বাড়তি পাওনা সারদা এই মেলায় সঙ্গীত ও নৃত্য সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পাশাপাশি আয়োজকরা স্থানীয় আমোদর নদে বিশেষ গঙ্গা আরতির আয়োজন করেছেন।

মেলা। কামারপুকুরে রামকৃষ্ণদেবের জন্মদিনকে উপলক্ষ করে যেমন মেলার আয়োজন করা হয় তার আদলেই এবার জয়রামবাটিতে সারদার জন্মদিনকে উপলক্ষ্যে করে স্থানীয় বাসিন্দারা সম্মিলিত ভাবে আয়োজন করলেন সারদা মেলার। হরিদ্বার থেকে একদল সাধুকে এনে এই গঙ্গা আরতির আয়োজন করা হবে বলে জানিয়েছেন মেলা উদ্যোক্তারা। জয়রামবাটিতে সারদার জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত এই মেলাকে ঘিরে এখন স্থানীয়দের উন্মাদন তুঙ্গে।

পাওয়ারগ্রিড
POWERGRID

বিজ্ঞপ্তি

১. ১. সিইআরসি (ব্যবসা পরিচালনা) প্রবিধান ১৯৯৯ এবং সিইআরসি (ট্যারিফের শর্তাবলী) প্রবিধান ২০১৯-এর প্রবিধান-৮৬-এর অধীনে অনুমোদন (ক) ২০১৯-২৪ ট্যারিফ ব্লকের জন্য ট্রান্সমিশন ট্যারিফের সত্যতা এবং (খ) **পূর্বাঞ্চলে নবীনগর-২ টিপিএস (৩X৬৬০ এমডব্লু) এর সাথে যুক্ত ট্রান্সমিশন সিস্টেমের অধীনে** সম্পদের জন্য ২০২৪-২৯ ট্যারিফ ব্লকের জন্য ট্রান্সমিশন ট্যারিফ নির্ধারণ।
২. উপরে উল্লিখিত ট্রান্সমিশন সিস্টেমের সুবিধাভোগীরা হল (ক) বিহার স্টেট পাওয়ার (হোল্ডিং) কোম্পানি লিমিটেড, (খ) ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লি., (গ) গ্রিড কর্পোরেশন অফ ওড়িশা লিমিটেড, (ঘ) দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন, (ঙ) বিদ্যুৎ বিভাগ, সিকিম সরকার, গ্যাংটক, (চ) ঝাড়খণ্ড বিজলীবিত্রান নিগম লিমিটেড, (ছ) নবীনগর পাওয়ার জেনারেটিং কোম্পানি প্রা. লিমিটেড
৩. ট্যারিফ বিবরণঃ

ক) ২০১৯-২৪ ব্লক — টাকা লক্ষে

সম্পত্তির বিস্তারিত	সিওডি ২৭.০৭.২০২০	সমাপ্তির খরচ ৩১.০৩.২০২৪ পর্যন্ত	ট্যারিফ	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
সম্পত্তি-১	১২.০৫.২০১৮	২৩১৭৯.১৮	সংশোধিত এএফসি উপর ভিত্তি করে সত্য	৩৬২৯.১০	৩৬২১.৮৮	৩৬২৩.০৮	৩৫৮২.৮৬	৩৫৫৯.৩২
সম্পত্তি-২	২১.০৭.২০১৯	৪০৮৬৫.৩১		৪৪১৪.৫৬	৬৩৫১.০১	৬২৯০.১৯	৬২১৪.৮৩	৬১৭৪.৯০
সম্পত্তি-৩	০১.০৬.২০১৯	৬৬৯৬.৪৬		১৪৬২.৯৬	১৮১৫.৩৬	১৮৭৬.১৫	১৯০৮.২৮	১৯৬১.২০
সম্পত্তি-৪	৩০.০১.২০২০	১২৪৫.০৯		২৯.২২	১৯০.৩২	২০৬.৮১	২০৫.৬২	২১০.২৯
সম্পত্তি-৫	২১.০৭.২০১৯	৫৫১.০৪		৪৬.৯৮	৪৭.৪৩	৪৬.৩৭	৪৫.৩৫	৪৪.৪৪

খ) ২০২৪-২৯ ব্লক

সম্পত্তির বিস্তারিত	৩১.০৩.২০২৯ তারিখ পর্যন্ত সমাপ্তির খরচ	ট্যারিফ	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	২০২৭-২৮	২০২৮-২৯
সম্মিলিত সম্পদ (৪টি)	৭২৩৩০.১০	এএফসি	১১১৮১.৪৯	১০৯৬৮.৪৭	১০৭২৬.৩৫	১০৪৯৫.৮০	১০২৫৪.৪১
সম্পত্তি-৫	৫৫১.০৪		৬৫.২৭	৬৫.৭৬	৬৬.৭৩	৬৭.৯৯	৬৯.৪০

৪. ট্যারিফ নির্ধারণের জন্য করা আবেদনের একটি অনুলিপি **www.powergrid.in**-এ আবেদনকারীর ওয়েবসাইটে পোস্ট করা হয়েছে।
৫. সুবিধাভোগী সহ যে কোনও ব্যক্তি আবেদনে থাকা শুল্ক নির্ধারণের প্রস্তাবের বিষয়ে পরামর্শ এবং আপত্তি, যদি থাকে, তাহলে সেক্রেটারি, সেন্ট্রাল ইলেক্ট্রিসিটি রেগুলেটরি কমিশন, ৩ ও ৪র্থ তলা, চন্দ্রলোক বিল্ডিং, জনপথ, নয়াদিল্লি-১১০০০১ (বা অন্য ঠিকানা যেখানে কমিশনের অফিস অবস্থিত), এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে তার কর্পোরেট অফিসের ঠিকানায় আবেদনকারীকে একটি অনুলিপি সহ দাখিল করবেন।

স্থানঃ গুরুগ্রাম — **স্বা/-**
তারিখঃ ১৪.১২.২০২৪ — **জেনারেল ম্যানেজার (কমার্শিয়াল)**

পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড
(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)
রেজিস্টার্ড অফিসঃ বি-৯, কুতুব ইনস্টিটিউশনাল এরিয়া, কাটওয়ারিয়া সরাই, নয়া দিল্লি ১১০০১৬
কর্পোরেট অফিসঃ 'সওদামিনি', প্লট নং. ২, সেক্টর-২৯, গুরুগ্রাম, হরিয়ানা-১২২০০১
www.powergrid.in, সিআইএনঃ **L40101DL1989G01038121**
একটি মহারত্ন পিএসইউ

PG/CC/Notice-168/Advt-215/2024-25 Critique

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil)/Br-IV, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/026/E126/24-25
Name of work : **Repairing of I.P and concrete passage at Chandra Sur Lane in Ward No.-26 under Borough-IV.** Estimated Cost (including GST & CESS): ₹ **1,47,678.56**. Earnest Money: ₹ **3,000.00**. Period of Completion: **15 days**. Last Date and Time of submission of Bid : **21.12.2024 at 11 a.m.** The tender will be opened on: **23.12.2024 at 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **13.12.2024 (5 p.m.)** from the website: **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil)/Br-IX, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No. : KMC/IX/073/029/2024-2025
Name of work : **Renovation of passages (I.P. and paver block) at 29, 30A, 45B H.C. Street and etc. in Ward No. 73.** Estimated Amount (including GST & CESS): ₹ **1,99,053.27**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion: **30 days**.
(2) NIT No. : KMC/IX/073/027/2024-2025
Name of work : **Supplying, fitting and fixing of PIT covers area in different area including bustee in Ward No. 73.** Estimated Amount (including GST & CESS): ₹ **1,99,822.44**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion: **30 days**.
(3) NIT No. : KMC/IX/073/030/2024-2025
Name of work : **Repairing of potholes, karb channel, manhole cover and ancillary work at different roads in Ward No. 73.** Estimated Amount (including GST & CESS): ₹ **2,99,924.77**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **30 days**. Last Date and Time of submission of Bid : **24.12.2024 at 12 Noon.**(for Sl. No. 1 to 3) Tender will be opened on: **26.12.2024 at 12 Noon.**(for Sl. No. 1 to 3) The bid forms and other details are available on and from **14.12.2024 (5 p.m.)**(for Sl. No. 1 to 3) from the website: **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 3)

The **Executive Engineer (Civil)/Br-XI, KMC** invites e-tender in percentage rate two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/EEC/XI/114/052/24-25/R
Name of work : **Renovation of Park at Shamaprasad Pally in Ward No. - 114.** Estimated Value (including GST and CESS): ₹ **4,47,484.91**. Earnest Money: ₹ **9,000.00**. Time of Completion: **45 days**. Last Date and Time of submission of Bid : **28.12.2024 – 12 Noon.** Date and Time of opening of bid : **31.12.2024 – 12 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **18.12.2024 (5 p.m.)** from the website: **https://etender.nic.in**

The **Executive Engineer (E)/LTG-HQ/, KMC** invites e-tender online quoted rate in two bid system for following work:-
NIT No. : KMC/EE(E)/LTG/CMO/98/24-25
Name of work : **Annual maintenance and management of different electrical control panels for RAC network at CMO Building.** Estimated amount: ₹ **4,98,600.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **365 days**. Last Date and Time of submission of Bid : **26.12.2024 (2 p.m.).** The bid forms and other details are available on and from **17.12.2024 (2 p.m.)** from the website: **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (E)/LTG/Z-II/, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work:-
NIT No. : LTG/212/43/V/Z-II/24-25
Name of work : **Repairing and replacement of lighting arrangement at Zakaria Street and other places in Ward No. 43, under Borough - V.** Estimated amount: ₹ **1,96,820.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion: **07 days**. Last Date and Time of submission of Bid : **26.12.2024 upto 12 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **17.12.2024 at 6 p.m.** from the website: **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (E)/LTG/Z-III/, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:-
(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/610
Name of work : **Renovation and improvement bustee lighting system 6, Bose Pukur Rd. Bustee 3, Bosepukur Rd Bustee & 12 Bose Pukur Rd Bustee in Ward No.-67, under Br.-VII.** Estimate amount: ₹ **3,68,307.61**. Earnest Money: ₹ **7,400.00**. Period of Completion: **30 days**.
(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/609
Name of work : **Supply and delivery of LED street light fittings at Bose Pukur Rd., RK Chatterjee Rd. and its surroundings area in Ward No. 67, under Br.-VII.** Estimate amount: ₹ **1,99,542.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion: **10 days**.
(3) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/608
Name of work : **Lighting arrangement at on Kasba Sammnnoy Play Ground at 115/1 B.B.Chatterjee Rd. in Ward No. 67, Under Br.-VII.** Estimate amount: ₹ **2,23,966.69**. Earnest Money: ₹ **4,500.00**. Period of Completion: **15 days**.
(4) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/553R
Name of work : **Improvement and renovation of bustee lighting system at 32, Tiljala road bustee and different bustee areas in Ward No.-65, Under Br.-VII.** Estimate amount: ₹ **3,85,599.82**. Earnest Money: ₹ **7,800.00**. Period of Completion: **15 days**. Last Date and Time of submission of Bid : **21.12.2024 at 12 Noon.** (Sl. No. 1 to 4) Bid opening date for Technical Proposals on - **21.12.2024 at 2 p.m.**(Sl. No. 1 to 4) The bid forms and other details are available on and from **13.12.2024 at 6 p.m.** from the website: **https://etender.wb.nic.in** (Sl. No. 1 to 4)
(5) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/585
Name of work : **Temporary lighting arrangement on the occasion of X-mas 2024 and New Year 2025 at different location in Ward No.-86.** Estimate amount: ₹ **1,94,315.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion: **16 days**.
(6) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/604
Name of work : **Temporary lighting arrangement for the upcoming festive season at Hazra Road, SP Mukherjee Road and its surrounding areas in Ward No. - 72 under Br.-VIII.** Estimate amount: ₹ **1,94,540.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion: **20 days**. Last Date and Time of submission of Bid : **20.12.2024 (6 p.m.)** (Sl. No. 5 & 6) Bid opening date for Technical Proposals on - **20.12.2024 at 6.30 p.m.** (Sl. No. 5 & 6) The bid forms and other details are available on and from **13.12.2024 at 6 p.m.** from the website: **https://etender.wb.nic.in** (Sl. No. 5 & 6)

CORRIGENDUM
NIT No. KMC/ROADS/2024-2025/303 published in this Newspaper on **03.12.2024** (Key No. 967/24-25) of **Roads Department** (Sl. No. 2) Last date and time of submission of bid extended upto **21.12.2024 at 12 Noon** instead of 13.12.2024 at 12 Noon. **(1051/24-25)**

ফ্যাশন- রূপচর্চা

‘আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে দেশি কাপড়ে তৈরি করা একটা লাল শাড়ি পরতে চান’

প্রায় দুই মাস আগে ফ্যাশন ডিজাইনার সাফিয়া সাথী শাড়িটি লাল রঙে ডাই করেন। মেহজাবীন চৌধুরী তখন ছিলেন তাঁর দ্বিতীয় চলচ্চিত্র ‘প্রিয় মালতী’ নিয়ে কায়রো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে। সেখান থেকে যোগাযোগ করেন সাফিয়া সাথীর সঙ্গে। মেহজাবীন জানান, তিনি রেড সি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে দেশি কাপড়ে তৈরি করা একটা লাল শাড়ি পরতে চান। সাফিয়া বলেন, ‘মেহজাবীন শাড়ি স্বাভাবিক ভাবেই পরতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন, গাউন বা ধুতির ধাঁচে নয়।’ সাফিয়া জানান, ইতিমধ্যে তিনি শাড়িটি নিয়ে শতাধিক বার্তা পেয়েছেন। অনেকেই প্রশংসা করেছেন, কেউ

কেউ চেয়েছেন ২৫ হাজার ৯০০ টাকা দামের শাড়িটি সংগ্রহ করতে। মসলিন কাপড়ের ওপর মরোক্কান মোটিফ ফুটিয়ে তুলেছেন সাফিয়া সাথী। প্রথমে থ্রেডওয়ার্ক করে তারপর জারদৌসি, চুমকি আর বিডসের কাজ করিয়েছেন। প্রায় ২ মাস ধরে তৈরি করেছেন শাড়িটি। শাড়ির সঙ্গে ব্লাউজও বানিয়েছেন সাফিয়া। তবে এ ক্ষেত্রেও মেহজাবীনের পছন্দকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সাধারণ নকশার ব্লাউজই পরতে চেয়েছেন, সেভাবেই বানানো হয়েছে। কানে পাথরের টপ, লাল লিপস্টিক, কপালের মাঝখানে ছোট্ট একটা টিপ, হালকা মেকআপ আর হাতে ছিল রুপালি ক্লাচ। রেড সি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে জমকালো একটি গাঢ় নীল শাড়িতেও দেখা দিয়েছেন মেহজাবীন।

আবহাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ত্বকেও দেখা যায় পরিবর্তন, আপনাকে মানতে হবে এই নিয়ম

শীত মানেই বিয়ে, পার্টি, নানা অনুষ্ঠানের ধুম। এ সময় ত্বকের যত্নে প্রয়োজন আলাদা প্রস্তুতি। আবহাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ত্বকেও দেখা যায় পরিবর্তন। বিশেষ করে শীতের আর্দ্রতাহীনতায় ত্বক হয়ে পড়ে শুষ্ক। তবে নিয়মিত ত্বকের যত্ন করলে আর বেশ কিছু নিয়ম মেনে চললে শীতকালেও ত্বক থাকবে উজ্জ্বল।

১. ত্বক পরিষ্কার রাখুন

ত্বকের উজ্জ্বলতা ধরে রাখতে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ত্বক পরিষ্কার রাখা। ধুলাবালু আর দূষণ ত্বকের ওপর বেশ বাজে প্রভাব ফেলে। বাতাসে ভেসে আসা দূষিত পদার্থ থেকে ত্বককে রক্ষা করতে প্রয়োজন নিয়মিত ত্বক পরিষ্কার রাখা। নিয়মিত ক্লিনজার ব্যবহার করলে ত্বক সতেজ থাকবে, বজায় থাকবে আর্দ্রতা।

২. নিয়মিত সানস্ক্রিন

অনেকেই বলতে পারেন, শীতকালে তো সূর্যের দেখাই পাওয়া যায় না। সেখানে আবার সানস্ক্রিন কেন? সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির সঙ্গে তাপমাত্রার কোনো সম্পর্ক নেই। অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাব সারা বছরই থাকে, তাই শীতকালেও বাইরে বের হওয়ার আগে সানস্ক্রিন ব্যবহার করা উচিত। এতে সূর্যের তীব্রতা থেকে রেহাই দিয়ে ত্বককে করবে মোলায়েম।

৩. সিরাম ব্যবহার

শীতকালে বাতাসে ভাসমান অতিক্ষুদ্র দূষিত কণা ত্বকে প্রবেশ করে। এসব কণা ত্বকের ভেতরে ঢুকে অক্সিডাইজ করে কালচে ভাব তৈরি করে। এই কালচে ভাব শরীরের উজ্জ্বলতা অনেকাংশেই কমিয়ে দেয়। যে কারণে শীতকালে সিরাম ব্যবহার করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ভিটামিন সিযুক্ত সিরাম ত্বকের সজীবতা ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করে।

৪. প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করুন

নামী ব্র্যান্ডের দামি পণ্যের চেয়ে প্রাকৃতিক তেল কিংবা ফলের নির্যাস থেকে তৈরি প্রাকৃতিক তেলে উপকার বেশি। নারকেল তেল বা অলিভ অয়েল ব্যবহার করতে পারেন। গ্লিসারিন বা ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করতেও ভুলবেন না।

৫. শরীরের যত্ন নিন

মুখমণ্ডলের যত্ন নিতে নিতে অনেকেই শরীরের বাকি অংশের কথা বেমালুম ভুলে যান। ত্বক মানে কিন্তু শুধু মুখমণ্ডল নয়। শীতকালে শরীরের বাকি অংশেও প্রয়োজন বাড়তি যত্ন। বছরের বাকি সময় সূর্যের আলো এবং তাপ পেলেও শীতকালে শরীরের বাকি অংশ থাকে ভারী কাপড়ের নিচে। হাঁটু ও কনুইয়ের চামড়া ফেটে যাওয়া তো নিয়মিত ব্যাপার। যে কারণে প্রতিদিন স্নান করার সময় বডিওয়াশ ব্যবহার করতে। স্নানএর পর ভেজা শরীরে তেল মালিশ করতে পারেন। এতে উপকার মিলবে সবচেয়ে বেশি।

৬. প্রচুর জল খান

ত্বকের উজ্জ্বলতা ধরে রাখতে জল খাওয়ার বিকল্প নেই। শীতকালে ঠান্ডার কারণে জল খাওয়ার মাত্রা কমে যায় অনেকখানি। নিয়মিত জল না খেলে ত্বক হয়ে পড়ে শুষ্ক। যে কারণে বছরের বাকি সময়ের থেকে একটু বেশি জল খাওয়া প্রয়োজন।

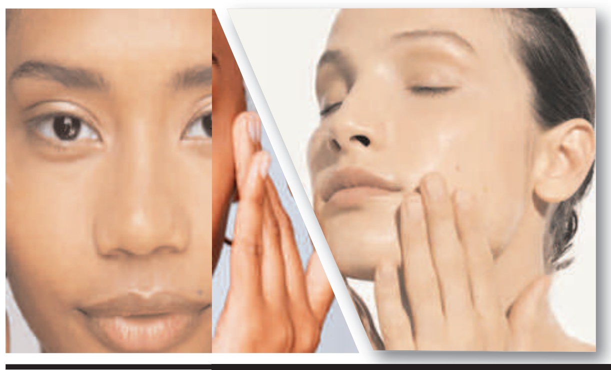

সাবানের অতিরিক্ত ব্যবহারেও ক্ষতি হতে পারে নখের

কারও নখ ভেঙে যায় নামমাত্র আঘাতে, কারও আবার নখ সামান্য বড় হয়ে গেলেই ভাঙে। কেন এমন হয়? জেনে অবাক হতে পারেন, অনেকের নখ ভঙ্গুর হয়ে পড়ে বহুল ব্যবহৃত প্রসাধনসামগ্রী কিংবা সাজসজ্জার অনুষঙ্গের কারণে। অথচ অনেকেই এসব ব্যবহার করেন হরহামেশা। আবার কিছু রোগের কারণেও নখ ভঙ্গুর হয়ে পড়তে পারে। সহজেই নখ ভেঙে যাওয়া কিংবা নখের রং বদলে যাওয়ার মতো সমস্যা গুলোকে অবহেলা করতে নেই। নখ তো কেবল সৌন্দর্যের অংশই নয়, এটি আপনার সুস্থতার জন্যও অপরিহার্য। প্রসাধন সামগ্রী বা সৌন্দর্যচর্চায় ব্যবহৃত কিছু উপকরণে এমন কিছু রাসায়নিক উপাদান থাকে, যেগুলোর কারণে নখ ভঙ্গুর হয়ে পড়তে পারে এবং স্বাভাবিক গঠনগত অবস্থান থেকে আলাদা হয়ে যেতে পারে। দেহে আয়রনের অভাব হলে কিংবা থাইরয়েড হরমোনের তারতম্য হলেও এ রকম সমস্যা দেখা দিতে পারে। কিছু ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কারণেও নখ এমন ভঙ্গুর হয়ে পড়ে।

যেসব সৌন্দর্যসামগ্রী ব্যবহারে নখ ভঙ্গুর হয়ে পড়ে

কৃত্রিম নখে থাকে ইথাইল মিথাঅ্যাক্রিলেট নামের এক বিশেষ ধরনের রাসায়নিক, যা নখের জন্য ক্ষতিকর। নেইলপলিশেও বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর উপকরণ থাকতে পারে। তাই কেনার সময় নেইলপলিশের উপাদানগুলোর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জেনে নেওয়া ভালো। যেসব নেইলপলিশ সহজে জলেতে ধুয়ে যায়, সেগুলো তুলনামূলক নিরাপদ। নেইলপলিশ রিমুভারের কারণেও নখ ভঙ্গুর হতে পারে। ম্যানিকিউর বা পেডিকিউরের সময় বাফার দিয়ে ঘষার কারণে নখ পাতলা হয়ে যেতে থাকে, ফলে সামান্য আঘাতেই নখ ভেঙে যেতে পারে।

আরও কিছু কারণ

সাবান, ডিটারজেন্ট বা স্যানিটাইজার অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যবহার করা হলে নখ ভঙ্গুর হয়ে পড়তে পারে। খুব গরম জল নখে লাগানো হলেও এমন হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এ ছাড়া বড়সড় আঘাত লাগলে নখ ভেঙে যেতে পারে।

সুস্থ থাকুক নখ

নখের ভঙ্গুরতা প্রতিরোধ করতে যেসব বিষয়ে খেয়াল রাখা দরকার সুষম খাবার গ্রহণের বিকল্প নেই। আমাদের দেশে বহু নারী আয়রনের অভাবে ভোগেন। সুস্থ থাকতে পর্যাপ্ত পরিমাণে আয়রনসমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে। আয়রনের উদ্ভিজ্জ উৎসগুলো (যেমন কচু শাক) গ্রহণ করার সময় এর সঙ্গে ভিটামিন সিসমৃদ্ধ কোনো ফল খাওয়া উচিত (ফলের আচার নয়)। তাহলে সেই আয়রন ভালোভাবে দেহে শোষিত হবে, অর্থাৎ আপনার দেহে সেই আয়রন কাজে লাগবে ঠিকঠাক। কৃত্রিম নখ ও নানা ধরনের রাসায়নিক সমৃদ্ধ নেইল পলিশ যে নখের জন্য ভালো নয়, তা তো বুঝতেই পারছেন।

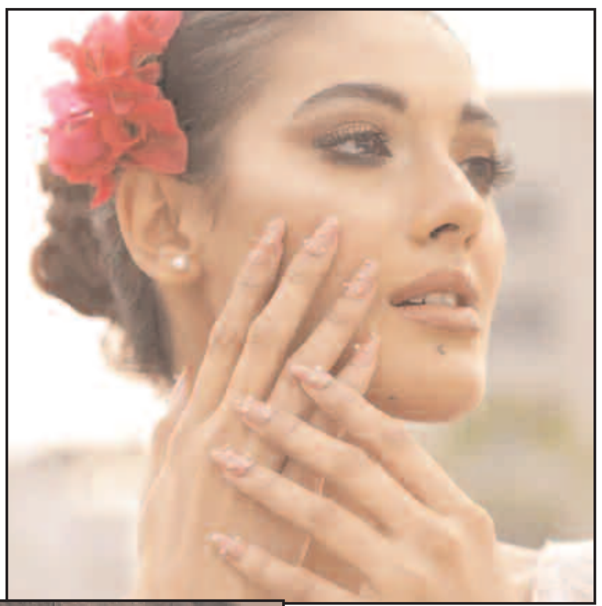

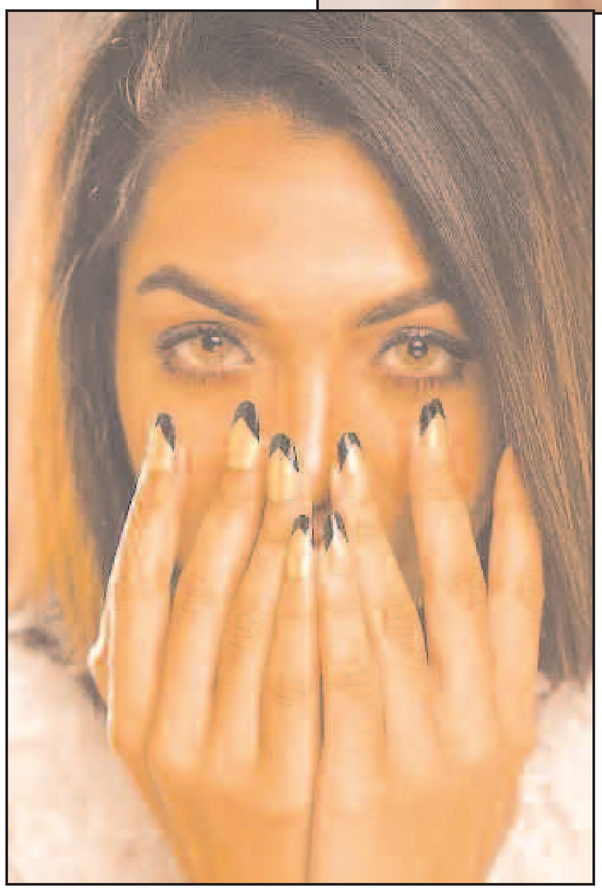

ম্যানিকিউর বা পেডিকিউর করানোর সময় বাফারের অংশটুকুও আজ থেকেই বাদ দিয়ে দিন।

নখের সুরক্ষায় রোজ রাতে নখে স্বচ্ছ পেট্রোলিয়াম জেলি বা নারকেল তেল লাগিয়ে ঘুমাতে পারেন। সাবান, ডিটারজেন্ট বা স্যানিটাইজারের অতিরিক্ত ব্যবহার থেকে নিজেকে বিরত রাখুন। কম জলেতে হাত-পা ধোবেন। হাতে-পায়ে গরম জল ব্যবহারের প্রয়োজন হলে খেয়াল রাখুন, তা যেন কুসুম গরম হয়। চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিকজাতীয় ওষুধ সেবন করবেন না। কোনো ওষুধ সেবনের পর দেহের যেকোনো অংশে যেকোনো পরিবর্তন দেখা দিলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হোন।

নখ যখন ভঙ্গুর

যাঁদের নখ ভঙ্গুর হয়ে পড়েছে, তাঁদেরও এই সব কটি বিষয় মেনে চলতে হবে। জীবনযাপনে এ ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন আনার কিছুদিন পরেও যদি নখের সমস্যার উন্নতি না হয়, তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

এর পেছনে অন্য কোনো কারণ দায়ী কি না, তিনি তা খুঁজে বের করবেন এবং সে অনুযায়ী চিকিৎসা করবেন। কিন্তু যদি নখ ভঙ্গুর হয়ে ওঠার পাশাপাশি আপনার নখের স্বাভাবিক রংটাই বদলে যায়, তাহলে ঘরোয়া উপায়ে সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টার আগেই চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন। কারণ, নখের রং বদলে যাওয়ার এ উপসর্গটি সাধারণত কোনো না কোনো রোগের কারণেই দেখা দেয়।

৮ ডিসেম্বর বিদ্রোহীরা রাজধানী দামেস্কে প্রবেশ করলে পালিয়ে যান বাশার আল-আসাদ

ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার কয়েক দিন আগে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদ ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ করেছিলেন, তাঁকে উৎখাত করতে তুরস্ক সিরিয়ার সুন্নি বিদ্রোহীদের সক্রিয়ভাবে সহায়তা করছে। এ সপ্তাহে ইরানের দুই কর্মকর্তা, সংবাদমাধ্যমকে এ কথা বলেছেন। ৮ ডিসেম্বর বিদ্রোহীরা রাজধানী দামেস্কে প্রবেশ করলে মস্কো পালিয়ে যান আসাদ। রুশ সরকার তাঁকে আশ্রয় দিয়েছে। ২০১১ সাল থেকে সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধ চলছে। যুদ্ধে আসাদ বাহিনীকে সমর্থন দিয়ে গেছে ইরান। আসাদের উৎখাত ওই অঞ্চলে ইরানের প্রভাবের ওপর বড় ধাক্কা বলে বিবেচনা করা হয়। হায়াত তাহরির আল-শামের (এইচটিএস) নেতৃত্বে বিদ্রোহী যোদ্ধারা যখন একের পর এক শহর দখল করে রাজধানীর দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন, সে সময় ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচির সঙ্গে বৈঠক করেন আসাদ। ২ ডিসেম্বর দামেস্কে ওই বৈঠক হয়েছিল। ইরানের একজন প্রাবীণ কর্মকর্তা বলেন, বৈঠকে আসাদ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছিলেন, তাঁকে উৎখাত করতে তুরস্কের প্রচেষ্টা জোরদার হয়েছে।

আরাগচি আসাদকে ইরানের সহায়তা অব্যাহত থাকবে বলে নিশ্চিত করেছিলেন এবং বিষয়টি নিয়ে আঙ্কারার সঙ্গে কথা বলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বলেও জানান ওই কর্মকর্তা। পরদিন আরাগচি তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদানের সঙ্গে বৈঠক করেন এবং বিদ্রোহীদের (সিরিয়ার) প্রতি আঙ্কারার সমর্থন নিয়ে তেহরানের গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় ইরানি কর্মকর্তা বলেন, ‘ওই বৈঠক ছিল উত্তেজনাপূর্ণ। যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েলের অ্যাজেন্ডাগুলোর সঙ্গে তুরস্কের সম্পৃক্ততা নিয়ে ইরান অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিল এবং আসাদের উদ্বেগের কথাও জানিয়েছিল।’ বৈঠকে তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফিদান এই সংকটের জন্য আসাদকে দায়ী করেছিলেন বলেও জানান ওই কর্মকর্তা। ফিদান জোর দিয়ে বলেছিলেন, একটি সত্যিকারের শান্তি আলোচনা শুরু করতে আসাদের ব্যর্থতা এবং বছরের পর বছর তাঁর নিপীড়নমূলক শাসন এই যুদ্ধের মূল কারণ। ইরানের দুই কর্মকর্তার এই দাবি অবশ্য পুরোপুরি সঠিক নয় বলে জানিয়েছে তুরস্কের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র। সূত্রটি বলেছে, ফিদান ঠিক এভাবে কথা বলেননি। সূত্রটি এই দাবিও করে, আরাগচি আসাদের কোনো বার্তা তুরস্কের কাছে বয়ে আনেননি। ওই সূত্র এ নিয়ে বিস্তারিত আর কিছু বলেনি।

ট্রাম্পকে দেবে দেড় কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ

যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের করা একটি মানহানির মামলা দেড় কোটি মার্কিন ডলার ক্ষতিপূরণ দিয়ে নিষ্পত্তি করতে রাজি হয়েছে এবিসি নিউজ। এবিসি নিউজের একজন তারকা সঞ্চালক ট্রাম্পকে নিয়ে একটি অনুষ্ঠানে মিথ্যা কথা বলেছিলেন। তিনি অনুষ্ঠানে বারবার ট্রাম্পকে ‘ধর্ষণের দায়ে দোষী’ বলেছিলেন। এবিসি নিউজের ওই সঞ্চালকের নাম জর্জ স্টেফানোপোলোস। এ বছর ১০ মার্চ তিনি যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের একজন নারী সদস্যের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ওই নারী সদস্য কেন ট্রাম্পের প্রতি তাঁর সমর্থন জানিয়েছেন, তা নিয়ে কথা বলার সময় স্টেফানোপোলোস বারবার বিচারক ও দুই জুরিবোর্ড ট্রাম্পকে ধর্ষণের অভিযোগ দোষী পেয়েছেন বলে দাবি করেছিলেন। গত বছর একটি দেওয়ানি মামলায় জুরিরা ট্রাম্পকে ‘যৌন নিপীড়নকারী’ বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। নিউইয়র্কের আইনে এ বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা আছে। ট্রাম্প এবিসি নিউজের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেন। ওই মামলা নিষ্পত্তির জন্য গতকাল শনিবার উভয় পক্ষ একটি সমঝোতায় আসে বলে প্রথম খবর প্রকাশ করে ফক্স নিউজ ডিজিটাল।

এবিসি শুধু আর্থিক দণ্ডই দেবে না বরং তাদের একটি বিবৃতি দিয়ে স্টেফানোপোলোসের বক্তব্যের জন্য ‘দুঃখ প্রকাশ’ করতে হবে। এ ছাড়া ট্রাম্পের আইনি লড়াইয়ের খরচ হিসেবে এবিসি নিউজ আরও ১০ লাখ মার্কিন ডলার দেবে। ১০ মার্চ ২০২৪ এবিসি নিউজের অনলাইনে ট্রাম্পের বিষয়ে যে খবর প্রকাশ করা হয়েছে, সেটির নিচেও সংশোধনী দিতে হবে। ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদের সময় যুক্তরাষ্ট্রের সাংবাদিক ও কলাম লেখক ই জা ক্যারল তাঁর বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ এনেছিলেন। ক্যারলের অভিযোগ ছিল, ১৯৯৬ সালে একটি দোকানে কেনাকাটা করার সময় পোশাক পরিবর্তনের কক্ষে ট্রাম্প তাঁর সঙ্গে জোরজবরদস্তি করেছিলেন এবং তাঁকে যৌন নিপীড়ন করেছিলেন।

পণ্য লোডিঙের ক্ষেত্রে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের স্থির অগ্রগতি

মালিগাঁও, ১৫ ডিসেম্বরঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে তার গ্রাহকদের পরিষেবা প্রদান করতে এবং প্রান্তীয় ব্যবহারকারীদের কাছে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর সময়মতো সরবরাহ নিশ্চিত করতে দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা নিরলসভাবে কাজ করা হচ্ছে। পণ্য লোডিঙের ক্ষেত্রে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ক্রমাগতভাবে অগ্রগতি লাভ করছে এবং ২০২৪-এর নভেম্বর মাসে ০.৭০২ মিলিয়ন টন বিভিন্ন পণ্য সামগ্রীর লোডিং নথিভুক্ত করেছে। ২০২৪-এর নভেম্বর মাসে কিছু সামগ্রী লোডিঙের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি নথিভুক্ত করা হয়েছে। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় সংশ্লিষ্ট মাসে সিমেন্ট লোডিঙের বৃদ্ধি ঘটেছে ২৮০ এবং কনটেনার লোডিং বৃদ্ধি হয়েছে ৯.১। একই

সময়ে পূর্ববর্তী অর্থবর্ষের তুলনায় বিভিন্ন সামগ্রীর লোডিঙের ক্ষেত্রে ৩০৬.৭ শতাংশ বৃদ্ধি নথিভুক্ত করা হয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ সেকশনগুলিতে দ্বৈতকরণ ও বৈদ্যুতিকীকরণের কাজ দ্রুতগতিতে সম্পাদন করা হচ্ছে, যার ফলে পণ্যবাহী ট্রাফিকের অন্তর্মুখী ও বহির্গামী চলাচল বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য চালিয়ে যাওয়া এই প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে অভূতপূর্ব লোডিং সম্ভব হয়েছে। পণ্য লোডিঙে ক্রমাগত এই বৃদ্ধি অঞ্চলটির বর্ধিত অর্থনৈতিক কার্যকলাপের প্রতিফলন ঘটিয়েছে। পণ্য পরিচালনার এই ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা অঞ্চলটির অর্থনৈতিক গতিশীলতার বৃদ্ধি ঘটানোর পাশাপাশি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জন্য উল্লেখযোগ্য রাজস্বও সৃষ্টি করেছে।

সোনার খনিতে কাজের পরিবেশ নিয়ে অভিযোগ

বছর পাঁচেক আগে উজবেকিস্তানে সোনার খনিতে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের খননকাজের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তবে সেগুলোর কাজের পরিবেশ নিয়ে অনেক অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগের কারণ, বেসরকারি খনিগুলো গোপনভাবে চলে। কী পরিমাণ সোনা তোলা হচ্ছে, কত লাভ হচ্ছে, তা নিয়ে কেউ কথা বলে না। উত্তোলিত সোনা রাষ্ট্রীয় কোম্পানি কিংবা অলংকার ব্যবসায়ীদের কাছে বাজারদরে বিক্রি করা হয়। রাষ্ট্রীয়ভাবে যত সোনা উত্তোলন করা হয়, বেসরকারিভাবে তত করা হয় না।বিশ্বের অন্যতম বড় সোনার সংগ্রহ রয়েছে উজবেকিস্তানের মুরুনতাওয়ে। ২০২২ সালে সেখানে ৫০ টনের বেশি সোনা পাওয়া গিয়েছিল। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, মুরুনতাও খনিতে সাড়ে চার হাজার টনের বেশি সোনা আছে। বছরে ১০০ টনের বেশি সোনা উৎপাদন করে উজবেকিস্তান। ফলে বিশ্বের শীর্ষ ১০ সোনা উত্তোলনকারী দেশের মধ্যে এটি একটি। ২০২৩ সালে ৮০০ কোটি ডলারের সোনা রপ্তানি করেছিল দেশটি। তবে উজবেকিস্তানের সোনাশিল্পের একটি কালো অধ্যায় আছে, আর সেটি হচ্ছে অবৈধ খনন। এসব খনির অবস্থান সম্পর্কে জানানো হয় না। অলংকার ব্যবসায়ী ম্যাগোমেদ ইব্রায়েভ বলেন, মানুষ মারা যান। কারণ, খনির অবস্থান গোপন রাখার জন্য তাঁরা অনেক গভীরে টানেল খোঁড়েন। খনন করা যন্ত্রের জন্য বিদ্যুৎ প্রয়োজন। তাই তাঁরা ভূগর্ভস্থ জেনারেটর ব্যবহার করেন। এগুলো পেট্রলে চলে, এর ধোঁয়ায় আশপাশের পরিবেশ ছেয়ে যায়। তখন দম বন্ধ হয়ে অনেকের মৃত্যু হয়। অবৈধ খনি থেকে লাভ হলেও অনেক মানুষ মারা যান। এ জন্য কাউকে জবাবদিহি করতে হয় না।

গ্রামে চুরি, নিঃস্ব হচ্ছে বহু পরিবার

গন্ডাছড়া , ১৫ ডিসেম্বর ঃ ধলাই জেলার গন্ডাছড়া মহকুমার বিভিন্ন গ্রামে গণহারে চুরির ঘটনা ঘটছে। নিঃস্ব হচ্ছে বহু পরিবার। প্রতিটি ঘুটনায় ছুটে যাচ্ছে পুলিশ। প্রসঙ্গত ধলাই জেলার গন্ডাছড়া মহকুমায় চুরির ঘটনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। মহকুমার দুর্গাপুর, নারায়ণপুর, ষাটকার্ড, হরিপুর, বারোকার্ড, সাতকার্ড সহ বিভিন্ন গ্রামে চুরির হিড়িক। এক সপ্তাহে মহকুমা সদর সংলগ্ন বিভিন্ন গ্রামে প্রায় বারোটি চুরির ঘটনা সংগঠিত করে বহু নগদ অর্থ এবং স্বর্ণলংকার হাতিয়ে নেয় চোরের দল। সংবাদ পেয়ে প্রতিটি ঘটনাস্থলেই ছুটে যান পুলিশ কর্মীরা। কয়েকটি চুরির ঘটনায় যুক্ত চারজনকে আটক করে আদালতে পাঠায় গন্ডাছড়া থানার পুলিশ। একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, চোরের দলটিকে পরিচালনা করছে গন্ডাছড়া বাজারের শনিতলা রোডের পাঁচ সমাজদ্রোহী।

স্কুলে হামলায় ২০ জন নিহত

ফিলিস্তিনের গাজার উত্তরাঞ্চলে একটি বিদ্যালয়ে ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় কমপক্ষে ২০ জন নিহত হয়েছেন। রোববার বেইত হানুন এলাকার খালিল ওবেইদা স্কুলে এ হামলা চালানো হয়। এতে বেশ কয়েকজন আহত হন। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে দুই শিশুসহ একই পরিবারের চারজন রয়েছেন। স্কুলটিতে তাঁদের আশ্রয় নেওয়া কক্ষে সরাসরি ট্যাংকের গোলা আঘাত হানে। এ ছাড়া গাজা নগরীতে বাসাবাড়িতে পৃথক তিনটি হামলায় আরও ১১ জন নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে একটি সংবাদ মাধ্যম এদিকে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় গতকাল জানিয়েছে, আগের ২৪ ঘণ্টায় ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় ৪৬ জন নিহত হয়েছেন। এ নিয়ে গাজায় ১৪ মাস ধরে চলা যুদ্ধে ইসরায়েলি হামলায় ৪৪ হাজার ৯৭৬ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ১ লাখ ৬ হাজার ৭৫৯ জন। এ ছাড়া জিম্মিদের মুক্ত করে আনতে দ্রুত চুক্তির দাবিতে গত শনিবার ইসরায়েলে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছে। গাজায় যুদ্ধবিরতি ও জিম্মি মুক্তি নিয়ে সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোয় যুক্তরাষ্ট্র, কাতার ও মিসরের মধ্যস্থতায় নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত কোনো ধরনের সমঝোতা হয়নি।

Name Change

I, Gulapsha Khatoon D/o Liyakat Khan Residing at Mithani Centar Bhanora Colliery, P.o - Charanpur, P.s - Barabani, District - Paschim Bardhaman, Pin- 713330 West Bengal India shall henceforth be known as Gulapsa Khatoon. I declare that Gulapsha Khatoon and Gulapsa Khatoon is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 13-12-2024.

Name Change

I, Sk Rayhan Ali S/o Sekh Abdul Hamid Residing at Vill + P.o - Berela, P.s - Pandua, District - Hooghly Rural, Pin- 712134 West Bengal India shall henceforth be known as Rayhan Ali. I declare that Sk Rayhan Ali and Rayhan Ali is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 13-12-2024.

Name Change

I, Joygopal Biswas S/o Mahadeb Biswas Residing at Coopers Camp Ward No 6, P.o - Coopers Camp, P.s - Ranaghat, District - Nadia, Pin- 741232 West Bengal India shall henceforth be known as Jaygopal Biswas. I declare that Joygopal Biswas and Jaygopal Biswas is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 13-12-2024.

Name Change

I, Nina Bain W/o Prasanta Bain Residing at Chikanpara, Thakurnagar, Gaighata, District - 24 Pgs (N), Pin- 743287 West Bengal India shall henceforth be known as Nina Sarkar Bain. I declare that Nina Bain and Nina Sarkar Bain is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 13-12-2024.

Name Change

I, Aktar Hossain Sekh (old name) S/o Sk Sirajul, residing at Vill. & P.O.- Chak Enayetnagar, P.S.- Bishnupur, Dist.- South 24 Pgs, Pin- 743503, West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Attar Hossen Shaikh (new name) as declared before the Notary Public at Alipore, South 24 Parganas on 13/12/2024. Attar Hossen Shaikh (new name) and Aktar Hossain Sekh (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Aijel Middey (old name) S/o Mojamel Midde, residing at Vill. & P.O.- Chak Enayetnagar, P.S.- Bishnupur, Dist.- South 24 Pgs, Pin- 743503, West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Aijel Midde (new name) as declared before the Notary Public at Alipore, South 24 Parganas on 13/12/2024. Aijel Midde (new name) and Aijel Middey (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Jahid Middey (old name) S/o Aijel Midde, residing at Vill. & P.O.- Chak Enayetnagar, P.S.- Bishnupur, Dist.- South 24 Pgs, Pin- 743503, West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Jahid Midde (new name) as declared before the Notary Public at Alipore, South 24 Parganas on 13/12/2024. Jahid Midde (new name) and Jahid Middey (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Md Ashraf Ali (old name) son of Md Shaukat Ali, residing at 3B, FL- 403, Bengali Shah Warsi Lane, P.O.- Khidderpore, P.S.- Ekbalpore, Kolkata-700023, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Mohammed Ashraf Ali (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 13/12/2024. Mohammed Ashraf Ali (new name) and Md Ashraf Ali (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Prabath Kumar Roy (old name) S/o Nityananda Roy, residing at 2 NO MOHISHILA SUNVIEW PARK PO USHAGRAM PS ASANSOL SOUTH DIST PASCHIM BARDHAMAN WEST BENGAL PIN 713303, West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Prabhat Kumar Roy (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata on 13/12/2024. Prabhat Kumar Roy (new name) and Prabath Kumar Roy (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Mohammad Nawaj Sharif (old name) son of Sk Basir Ali, residing at Vill. & P.O.- Mayapur, P.S.- Nodakhali, Dist.- South 24 Parganas, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sk Md Nawaj Sharif (new name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st class at Alipore (south 24 Parganas), dated 04/12/2024. Sk Md Nawaj Sharif (new name) and Mohammad Nawaj Sharif (old name) both are same and identical person.

Name Change

I MD KAMRE ALAM, S/O ABDUL BARIK,R/O 12,ULLIULLAH LANE, PARK STREET, PO-PARK STREET, KOLKATA-700016, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD KAMRA ALAM,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/12/2024,THAT MD KAMRE ALAM AND MD KAMRA ALAM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I DIPALI DAS PAUL (old name),W/O SHYAMAL KUMAR DAS, R/O, FLAT NO-3A,122, DUM DUM PARK, PO-BANGUR AVENUE, PS-LAKE TOWN, DIST-BIDHANNAGAR, PIN-700055, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DIPALI DAS (new name), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/12/2024, THAT DIPALI DAS (new name) AND DIPALI DAS PAUL (old name), ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

চিরেকোর দেশবন্ধু মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে অর্থনৈতিক বিষয়ে সরাসরি আলাপচারিতা

দুরন্ত বার্তা, চিত্তরঞ্জন, ১৫ ডিসেম্বর ঃ চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন কারখানা (চিরেকো)- এর অবস্থিত দেশবন্ধু মহাবিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ ও IQAC-এর উদ্যোগে ১৩ই ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সেমিনার হলে একটি বিশেষ বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন কারখানা (চিরেকো) -এর প্রধান অর্থ উপদেষ্টা শ্রী অঞ্জুমান সরকার। তিনি ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক বিষয়াবলী নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড. ত্রিদিব শান্তণু কুণ্ডু। তিনি স্বাগত ভাষণে অর্থনৈতিক পরিচালনার গুরুত্ব তুলে ধরেন। শ্রী সরকার, যিনি একজন বিশিষ্ট আমলা এবং অর্থনীতির বিশেষজ্ঞ, স্বাধীনতার পূর্ব থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ভারতের অর্থনীতির পথচলা নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন। বক্তৃতায় শ্রী সরকার লিবারালাইজেশন, প্রাইভেটাইজেশন এবং গ্লোবালাইজেশন মডেলের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি নিয়ে আলোকপাত করেন। তবে তিনি ক্রমবর্ধমান বৈষম্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন যা দীর্ঘমেয়াদী অগ্রগতিকে বাধা দিতে পারে। GST, মুদ্রার অবমূল্যায়ন এবং নোটবন্দি নীতির কার্যকারিতা নিয়ে তিনি গভীর বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠানের শেষে অনুষ্ঠিত প্রশ্নোত্তর পর্বে শিক্ষক ও ছাত্ররা GST, নোটবন্দি এবং অর্থনৈতিক নীতিগুলি নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। শ্রী সরকার অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেন। অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয় IQAC কো-অর্ডিনেটর ড. আবুল হোসেনের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে।

রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজন লাল শর্মার জন্মদিনে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

জয়পুর, ১৫ ডিসেম্বর ঃ রবিবার রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজন লাল শর্মার জন্মদিনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং-সহ দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। জানা গেছে, জন্মদিনে মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা বৃন্দাবনে যাবেন। উল্লেখ্য, ভজনলাল শর্মা রাজস্থানের ভরতপুর জেলায় ১৯৬৬ সালের ১৫ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমবার সাঙ্গানার থেকে নির্বাচন জিতে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী পদে বসেন। প্রসঙ্গত, ভজনলাল শর্মা ঠিক একবছর আগে ১৫ ডিসেম্বর ২০২৩-এ মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছিলেন। তিনি রাজস্থানের ১৪-তম মুখ্যমন্ত্রী।

ছত্তিশগড়ে পৌঁছলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ, স্বাগত জানালেন মুখ্যমন্ত্রী সাই

রায়পুর, ১৫ ডিসেম্বর ঃ শনিবার গভীর রাতে ছত্তিশগড়ে পৌঁছেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাঁকে স্বাগত জানান ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাই। রবিবার থেকে অমিত শাহ দুদিনের ছত্তিশগড় সফরে। এদিন তিনি রায়পুরে পুলিশ প্যারেড গ্রাউন্ডে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। জানা গেছে, অমিত শাহ এদিন দুপুরে বস্তারে পৌঁছবেন। জগদলপুরে একটি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা অমিত শাহের। এর পরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিকেলে জগদলপুরের সার্কিট হাউসে পৌঁছবেন। যাঁরা নকশালদের পথ ছেড়ে মূল স্রোতে ফিরে এসেছেন তাঁদের সঙ্গে দেখা করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

গোয়ালিয়রের জয় বিলাস প্রাসাদে দিন কাটালেন ধনখড়, ঘুরেও দেখলেন রাজপ্রাসাদ

গোয়ালিয়র, ১৫ ডিসেম্বর ঃ গোয়ালিয়রের জয় বিলাস প্রাসাদে দিন কাটালেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়। ঘুরেও দেখেন রাজপ্রাসাদ। উপরাষ্ট্রপতির সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী সুদেশ ধনখড়ও। উপরাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়, তাঁর স্ত্রী সুদেশ ধনখড়, ডেপুটি চেয়ারম্যান হরিবংশ, মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব এবং অন্যরা গোয়ালিয়রের জয় বিলাস প্রাসাদ পরিদর্শন করেন। তাঁরা মধ্যাহ্নভোজ করেন এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া এবং তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে প্রাসাদটি ঘুরে দেখেন।

মুম্বইয়ে বাণিজ্যিক বহুতলে আগুন, ছুটির দিনে ছড়ালো আতঙ্ক

মুম্বই, ১৫ ডিসেম্বর ঃ বাণিজ্য নগরী মুম্বইয়ের একটি বাণিজ্যিক বহুতলে ভয়াবহ আগুন। রবিবার ছুটির দিনে এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়ায় মুম্বইয়ের ওরলি এলাকায়। এই এলাকারই কমার্শিয়াল বিল্ডিং পুনম চেম্বার্সে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। দমকল কর্মীরা আগুন নিভিয়ে ফেলেছেন। মুম্বই দমকল সূত্রে খবর, রবিবার বেলা ১১.৩৯ মিনিট নাগাদ আগুন লাগে। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে সাত তলা বহুতলটির দ্বিতীয় তলা থেকে আগুন লেগেছিল। যদিও এখনও আগুন লাগার কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। কালো ধোঁয়ায় চতুর্দিক ছেয়ে যায়। তবে দমকলকর্মীরা বিল্ডিংয়ের আগুন প্রায় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছেন। আপাতত কোনও হতাহতের খবর সামনে না এলেও, পুনম চেম্বার্সের সামনে অ্যাম্বুল্যান্স ও বেশ কয়েকজন হাসপাতাল কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে।

প্রাক্তন বিধায়কের বাড়ির দেওয়ালে ধাক্কা দ্রুতগামী গাড়ির

রায়পুর, ১৫ ডিসেম্বর ঃ রবিবার ভোরে রাযপুরে প্রাক্তন বিধায়ক দেবতী কর্মার বাড়িতে একটি দ্রুতগামী গাড়ি ঢুকে পড়ে। গাড়িটি মূল প্রবেশ পথের পাশের দেওয়ালে ধাক্কা দেয়। জানা গেছে, দুর্ঘটনায় দেওয়াল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অল্পের জন্য রক্ষা পান কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপত্তাকর্মীরা। ঘটনার পর থেকে গাড়ির চালক পলাতক বলে জানা গেছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গাড়িটি হেফাজতে নেয়। পুলিশ বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। চালককেও খোঁজা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

এক দেশ, এক নির্বাচন সময়ের প্রয়োজন ঃ গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত

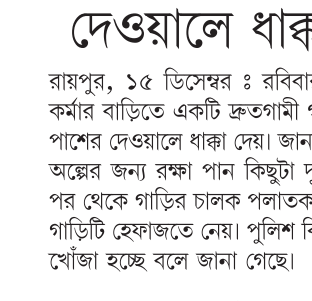

যোধপুর, ১৫ ডিসেম্বর ঃ এক দেশ, এক নির্বাচন প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত বললেন, এটি সময়ের প্রয়োজন। রবিবার যোধপুরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শেখাওয়াত বলেছেন, এক দেশ, এক নির্বাচন'' সময়ের প্রয়োজন এবং ঘন ঘন নির্বাচন অনেক সময় ও অর্থ অপচয় করে। এতে উন্নয়নও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। জনগণ এবং নির্বাচনের সঙ্গে জড়িতরা সরকারের কাছে এক দেশ, এক নির্বাচন বাস্তবায়নের দাবি জানিয়ে আসছে। মহিলা সুরক্ষা প্রসঙ্গে শেখাওয়াত বলেছেন, মহিলাদের নিরাপত্তা আমাদের জন্য একটি অগ্রাধিকার এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে আমাদের সরকার মহিলাদের আত্মনির্ভর এবং মহিলাদের নেতৃত্বাধীন উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

সীমান্ত শহর জয়গাঁয় জলের দরে মিলছে ভুটানের কমলা

জয়গাঁ, ১৫ ডিসেম্বর ঃ এখন আর বাংলাদেশে যাচ্ছে না ভুটানের কমলালেবু। ফলে সীমান্ত শহর জয়গাঁয় জলের দরে বিক্রি করা হচ্ছে ভুটানের কমলা। ক্রেতাদের মুখে তাই চওড়া হাসি। কিন্তু লোকসানের অঙ্ক গুনছেন বিক্রেতারা। তারা সকলেই বলছেন, এর আগে জয়গাঁয় এত সস্তায় কোনওদিন কমলা পাওয়া যায়নি। এবছর ডিসেম্বর মাসের প্রথম থেকে কমলালেবু মিলছে। অন্যান্য বছর ভুটানের এই কমলা মেলে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময় থেকে। কিন্তু বাংলাদেশের টালমাটাল পরিস্থিতিতে এবার ভুটান থেকে বাংলাদেশে কমলা রপ্তানি বন্ধ। সে কারণে কমলা এসে পৌঁছেছে জয়গাঁর বাজারে। সেখান থেকে চলে যাচ্ছে হ্যামিল্টনগঞ্জ, আলিপুরদুয়ার শহরের বাজারগুলিতে। ভুটানের কমলালেবু চিনতে ভুল করেন না জয়গাঁর বাসিন্দারা। ভুটানের কমলালেবুর রংটা হয় কমলা এবং লালের মিশ্রণে। একবারে চিনির মতো মিষ্টি না হলেও টকভাব থাকে না। একবার ভুটানের কমলা খেলে স্বাদ মুখে লেগে থাকে। ভুটান থেকে পাইকারি ব্যবসায়ীরা ৩৫০ টাকা দিয়ে এক পন (বস্তা) কমলালেবু নিয়ে আসছেন। এক বস্তায় থাকে ৪০-৫০টি কমলালেবু। খুচরো বাজারে ডজন হিসেবে সেগুলো বিক্রি হচ্ছে ৯০-১০০ টাকায়। গতবছর এই ছোট কমলা বিক্রি হয়েছিল ১৫০-২০০ টাকায়। পাইকারি ব্যবসায়ী মুন্নালাল শা বললেন, ' মনে হচ্ছে ব্যবসা করে লাভ হবে না। আমরা আগে ভুটানের কমলালেবু বাংলাদেশে পাঠিয়ে এর থেকে দ্বিগুণ লাভ করতাম। কিন্তু এবার তো সেখানকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক নয়। এদিকে, কমলা বেশিদিন রেখেও দিতে পারব না।' কমলালেবু এক সপ্তাহের বেশি রাখা যায় না বলে জানালেন। তিনদিন গেলেই ফলে পচন ধরে। সেকারণে স্থানীয় বাজারে সস্তায় কমলা বিক্রি করতে হচ্ছে। ব্যবসায়ীদের কথায়, এরপরে রপ্তানি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেলে যে কত টাকার ক্ষতি হবে, সেটা ভাবনারও বাইরে। ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারির শেষপর্যন্ত চলে কমলালেবুর মরশুম। আসিমা বিবি নামের এক ফল বিক্রেতা বলেন, ছোট কমলার চাহিদা বরাবরই বেশি। ভুটান থেকে সেই অনুযায়ী আমরা কমলা এনে থাকি। এবারে তো দাম কম হওয়ার কারণে চাহিদা আরও বেড়েছে। ফুন্টশোলিং শহর ছাড়িয়ে পাহাড়ি পথ বেয়ে কিছুটা দুরে রয়েছে একটি বৌদ্ধ গুম্ফা। সেই গুম্ফার আশপাশে অনেক কমলালেবুর গাছ রয়েছে। একসময় পর্যটকরা গাছ থেকে কমলালেবু পেড়ে আনতেন। এখন অবশ্য নিয়মের বেড়াজালে সেসব বন্ধ। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে ফের স্থানীয় বাসিন্দা এবং পর্যটকরা স্বাদ পাবেন ভুটানের কমলালেবুর। কমলালেবুর এত সস্তা দাম হওয়ার কারণে শুধু এক ডজন নয়, অনেকে ২-৩ ডজন কমলাও কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। সেরকমই একজন কমলাপ্রেমী বললেন, 'ভুটানের কমলালেবু ছাড়া আর কিছু ভালোই লাগে না। কিন্তু গত পাঁচ বছরে কমলালেবুর এমন কম দাম দেখতে পাওয়া যায়নি।'

চেয়ার ভাঙচুর করে বিক্ষোভ, আবাসের ঘর না পেয়ে গ্রাম সভার বৈঠকে তুলকালাম কাণ্ড

দুরন্ত বার্তা, দিনহাটা, ১৫ ডিসেম্বর ঃ আবাস যোজনার ঘর বন্টন নিয়ে বৈষম্যের অভিযোগ তুলে গ্রাম সভা চলাকালীন ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটল দিনহাটা-১ ব্লকের পুটিমারি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে। যথেচ্ছ চেয়ার টেবিল ভাঙচুর করা হয়। মূলত ব্লক প্রশাসনের বিরুদ্ধে বৈষম্যর অভিযোগ তুলে গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালযের সামনেই আয়োজিত বৈঠকে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন বাসিন্দাদের একাংশ। চেয়ার টেবিল ভাঙচুর করে ও ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকদের গ্রাম পঞ্চায়েতে তালা দিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তাঁরা। পরে দিনহাটা থানার পুলিশ গিয়ে তালা খুলে পঞ্চায়েত সদস্য ও প্রশাসনের কর্তাদের গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় থেকে বের করেন। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, গ্রামে যাদের ঘর দরকার, তাঁদের কারও নাম ঘরের তালিকায় নেই। তাই বঞ্চিত দরিদ্র মানুষ বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। ঘটনার প্রেক্ষিতে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী নুরুল ইসলাম জানান, গ্রাম পঞ্চায়েতের বহু মানুষের নাম ঘরের তালিকায় নেই। কাজেই বাসিন্দাদের ক্ষোভ থাকাটা স্বাভাবিক। তাই তালা মেরে রাখা হয়েছে। দিনহাটা -১ ব্লকের পঞ্চায়েত ডেভেলপমেন্ট অফিসার অরিজি সরকার জানান, গোটা বিষয়টি দেখা হচ্ছে।

২০২৫-র জানুয়ারিতে শুরুতে গন্ডার শুমারি হতে চলেছে গরুমারায়

দুরন্ত বার্তা, ময়নাগুড়ি, ১৫ ডিসেম্বর ঃ ২০২৫-র জানুয়ারিতে শুরুতে গন্ডার শুমারি হতে চলেছে গরুমারায় । তার আগে বন দপ্তরের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে বেশ কয়েকটি শাবকের দেখা মিলেছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। এতে গন্ডারের সংখ্যা ষাটের ঘরে পৌঁছাবে বলে দাবি করছে বন দপ্তরের। শেষবার গরুমারা গন্ডার শুমারিতে গন্ডারের সংখ্যা পঞ্চাশেরও বেশি ছিল। এবার সেই সংখ্যা বাড়ার আশায় খুশির হাওয়া বন দপ্তরের মধ্যে। নতুন বছরে জানুয়ারি মাসের শেষে কিংবা ফেব্রুয়ারি মাসে গরুমারায় গন্ডার শুমারি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বন দপ্তর থেকে এমন আভাস পাওয়ার পরেই গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের তরফে তৎপরতা শুরু হয়েছে। গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন জানান, ' গরুমারায় প্রতিটি গন্ডারকে

আলাদা আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাছাড়া মা গন্ডারের সঙ্গে বেশ কয়েকটি শাবককে দেখা গিয়েছে। সে কারণে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, গরুমারায় এই মুহূর্তে ৬০টি গন্ডার রয়েছে। যা আগের বারের থেকে বেশি।' এই গরুমারায় গন্ডারকে কেন্দ্র করে হাই অ্যালার্ট থাকে সবসময়। গন্ডারদের বাঁচাতে দিনরাত এক করে নজরদারি চালান বনকর্মীরা। এবার গন্ডার শুমারির আগাম আভাস পাওয়ায় শুমারির আগে প্রাথমিকভাবে গরুমারায় গন্ডারের হিসাব জানার উদ্যোগ নিয়েছে বন দপ্তর। শেষবার ২০২২ সালে গন্ডার শুমারি হয়েছিল। সেসময় গরুমারায় গন্ডার ছিল ৫৫টি। ডিএফও জানান, বন দপ্তর চলতি বছরের শুরুতে গরুমারায় ফের গন্ডার শুমারির উদ্যোগ নিচ্ছে। তার আগে বনকর্মীরা সবরকম প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

শ্রীভূমি জেলায় অ্যানকাউন্টার, গুলিবিদ্ধ চুড়াইবাড়িতে পুলিশ-কর্মীহন্তা ফেরার লরিচালক

দুর্ঘটনাগ্রস্ত ঘাতক লরি থেকে প্রায় দু কোটি টাকার মাদক ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার

শ্রীভূমি (অসম), ১৫ ডিসেম্বর ঃ শ্রীভূমি জেলার ফানাইরবন্দে পুলিশের হেফাজত থেকে পালানোর চেষ্টা করে গুলিবিদ্ধ হয়েছে হিট অ্যান্ড রানে পুলিশ-কর্মীহন্তা পলাতক লরিচালক। গতকাল শনিবার শ্রীভূমি জেলার অন্তর্গত বাজারিছড়া থানাধীন অসম-ত্রিপুরা আন্ত ঃরাজ্য সীমান্তবর্তী চুড়াইবাড়ি (অসম) পুলিশ ওয়াচপোস্ট এলাকায় কর্তব্যরত পুলিশকর্মী, যোরহাটের বাসিন্দা উজ্জ্বল বরাকে লরি দিয়ে ধাক্কা মেরে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল চালক।

গতকালই ফেরার লরিচালক চালক ও খালাসি যথাক্রমে ত্রিপুরার বাসিন্দা অভিজি শব্দকর এবং গিয়াস উদ্দিনকে গ্রেফতার করে উত্তর ত্রিপুরার চুড়াইবাড়ি থানার পুলিশ। গতকাল (শনিবার) রাতে লরিচালক অভিজি শব্দকরকে সঙ্গে নিয়ে পুলিশের দল তদন্তের জন্য রাতাবাড়ি (অসমের শ্রীভূমি জেলা) থানাধীন দুল্লভছ।ার ফানাইরবন্দ এলাকায় যায়। সেখানে সুযোগ বুঝে পুলিশ অফিসারের হাত থেকে পিস্তল কেড়ে পুলিশের দিকে তাক করে রুখে দাঁড়ায় অভিজি। পুলিশ তাকে কোনওরকমে বোঝানোর চেষ্টা করলে পিস্তল নিয়ে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করে সে। তখন তাকে রুখতে বাধ্য হয়ে পুলিশ এক রাউন্ড গুলি চালায়। ডান পায়ে গুলিবিদ্ধ হলে মাটিতে পড়ে যায় অভিজিৎ শব্দকর। সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়

শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। এদিকে ঘাতক লরির খালাশি থানার লকআপে বন্দি। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গতকাল শনিবার কাকভোরে ত্রিপুরা থেকে ১২ চাকার পণ্য-বোঝাই একটি লরি চুড়াইবাড়ি পুলিশ চেকগেটে আসলে তাতে রুটিন চেকিঙের জন্য সিগন্যাল দেন কর্তব্যরত পুলিশকর্মীরা। সিগন্যাল অমান্য করে পুলিশের ব্যারিক্যাড ভেঙে দ্রুতগতিতে লরি নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে চালক অভিজি। পালানোর সময় লরিটি ধাক্কা দেয় ইউবি কনস্টেবল উজ্জ্বল বরা নামের পুলিশকর্মীকে।

পুলিশকর্মী উজ্জ্বল বরাকে ধাক্কা মেরে ঘাতক লরি নিয়ে ঝড়ের গতিতে পালানোর চেষ্টা করে চালক। ঘাতক লরিকে ধরতে অন্য একটি গাড়ি নিয়ে তার পিছু ধাওয়া করে চুড়াইবাড়ি এবং রাতাবাড়ি থনার পুলিশ। কিন্তু রাতাবাড়ি থানাধীন দুল্লভছ।ার ফানাইরবন্দ এলাকায় যাওয়ার পর যখন পুলিশ লরির গতিরোধ করে, তখন পুলিশের গা।তি ধাক্কা দিয়ে লরিটি পাশে জমিতে গিয়ে পড়ে। সে সময় সুযোগ বুঝে পালিয়ে গা ঢাকা দেয় লরিচালক। লরির ধাক্কায় পুলিশের গা।টিও দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। এতে রাতাবাড়ি থানার ওসি বিমল ছেত্রী আহত হয়েছেন। পরে ঘাতক তথা দুর্ঘটনাগ্রস্ত লরিতে তালাশি করে পুলিশ বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী ভরতি কার্টুনের নীচ থেকে প্রায় দু কোটি টাকার ২০ হাজার মাদক ইয়াবা ট্যা বলেট উদ্ধার করে। এদিকে হিট অ্যান্ড রানে গুরুতরভাবে আহত উজ্জ্বল বরাকে তড়িঘড়ি পার্শ্ববর্তী বাজারিছড়ায় মাকুন্দা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসা করে শারীরিক অবস্থা সংকটজনক বলে তাঁকে রেফার করা হয় শ্রীভূমি অসামরিক হাসপাতালে। শ্রীভূমি থেকে উজ্জ্বলকে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানোর পরামর্শ দেন কর্তব্যরত ডাক্তার। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত শিলচর মেডিক্যালে নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন উজ্জ্বল বরা। জানা গেছে, নিহত পুলিশকর্মী উজ্জ্বল বরা ২০২২ সালে চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন। আগামী ইংরেজি নতুন বছরে বিয়ে করার কথা ছিল তাঁর। এদিকে মর্মান্তিক এ ঘটনার খবর পেয়ে উজান অসমের যোরহাট থেকে প্রয়াতের পরিবারের লোকজন আজ রবিবার শ্রীভূমি জেলা সদরে এসেছে পৌঁছেছেন বলে খবর পাওয়া গেছে।

কোরবায় নির্মীয়মান বাড়ি থেকে পড়ে মৃত্যু রাজমিস্ত্রির

কোরবা, ১৫ ডিসেম্বর ঃ রবিবার ছত্তিশগড়ের কোরবায় একটি নির্মীয়মান বাড়ির তিন তলা থেকে পড়ে গিয়ে এক রাজমিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে পালি থানার পুলিশ। জানা গেছে, তিনজন রাজমিস্ত্রি একটি বাড়িতে প্লাস্টারের কাজ করছিলেন। সেসময় হঠাই পঞ্চরাম রোহিদাস ওপর থেকে মাটিতে পড়ে যান। ঘটনাস্থলেই ওই মিস্ত্রির মৃত্যু হয় তাঁর। ঘটনার খবর পেযে. ঘটনাস্থলে পৌছয় পুলিশ। কীভাবে তিনি পড়ে গেলেন, খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

প্রাক্তন মন্ত্রী কৃষ্ণানন্দ ঝা-র মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ হেমন্ত সোরেনের

রাঁচি, ১৫ ডিসেম্বর ঃ ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন বিহারের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা মধুপুরের প্রাক্তন বিধায়ক কৃষ্ণানন্দ ঝা-র মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন। হেমন্ত সোরেন রবিবার জানিয়েছেন, তিনি কৃষ্ণানঃ দ ঝা-এর প্রযাণের কথা জানতে পেরেছেন। এটা খুবই দুঃখজনক। হেমন্ত সোরেন বলেন, তিনি ছিলেন নম্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি প্রার্থনা করেন, ঈশ্বর যেন বিদেহী আত্মাকে শান্তি প্রদান করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের এই কঠিন সময় সহ্য করার শক্তি দেন।

চিরাগ সাহিত্য পত্রিকার বার্ষিক সাহিত্য সম্মেলন হল পান্ডুয়ায়

দুরন্ত বার্তা, হুগলি,১৫ ডিসেম্বর ঃ রবিবার সারাদিন ধরে পান্ডুয়া বিএড কলেজে চিরাগ সাহিত্য পত্রিকার ৩২ তম বার্ষিক সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় সংগীত শিল্পী লিপিকা নন্দী ঘোষালের গান 'আমি হেথায় থাকি শুধু গাইতে তোমার গান' সংগীতের মাধ্যমে । সম্পাদকীয় বক্তব্য উপস্থাপন করেন চিরাগ ত্রৈমাসিক পত্রিকার সম্পাদক শেখ নুসরাত আলী ,তিনি চিরাগ সাহিত্য পত্রিকার সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। এই অনুষ্ঠানে ৬৫ জন কবি সাহিত্যিক হাজির ছিলেন। প্রতিযোগিতায় দশজন গল্পকার ও ২৫ জন কবি কবিতা পাঠ করেন । এবারে পশুপতি ঘোষাল স্মৃতি পুরস্কার পেলেন কমলেশ কুমার এবং শিবপ্রসাদ ভৌমিক, সুধা সাহিত্য স্মারক সম্মান গ্রহণ করেন । দ্বিতীয় পর্বে এদিন স্বরচিত অপ্রকাশিত অনুগল্পও কবিতা পাঠের আসরে শ্রীকান্ত ভট্টাচার্য স্মৃতি স্মারক পুরস্কার প্রাপক শিবপ্রসাদ ভৌমিক গল্পের নাম ছি ঃ, দ্বিতীয় সাগর চন্দ্র নায়েক তার গল্পের নাম সোনাঝুরিহাট, তৃতীয় অদিতি ঘটক তার গল্প দয়াময় এর দোকান। অন্যদিকে কবিতা রচনায় দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতি স্মারক প্রথম আশিস মিত্র ,দ্বিতীয় শম্পা চট্টোপাধ্যায়, তৃতীয় হয়েছেন সুমনা বিশ্বাস । অনুষ্ঠানটি সু ন্দরভাবে সঞ্চালনা করেন শিক্ষক তপন

নোয়াপাড়া-জয় হিন্দ (বিমানবন্দর) হলুদ লাইনের প্রসারিত প্রস্তুতিমূলক দৌড়

কলকাতা,১৫ ডিসেম্বর ঃ ইয়েলো লাইনের নোয়াপাড়া-জয় হিন্দ প্রসারিত প্রস্তুতিমূলক দৌড় আজ অর্থাৎ ১৪.১২.২৪ তারিখে পরিচালিত হয়েছে। সোমবার GMMetro Rly কলকাতা পরিদর্শনের আগে সমস্ত সিস্টেম (ট্র্যাক এবং ৩য় রেল) কোনও লঙ্ঘন ছাড়াই মসৃণভাবে কাজ করছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য এই দৌড় ছিল।

জঙ্গল থেকে বেরিয়ে লোকালয়ে ঢুকে পড়ল ১৩টি হাতির দল

জটেশ্বর, ১৫ ডিসেম্বর ঃ গভীর রাতে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে লোকালয়ে ঢুকে পড়ল ১৩-১৪৪টি হাতির দল। ঘটনায় আতঙ্ক ছড়ায় আলিপুরদুয়ার জেলার মালসাগাঁও এলাকায়। জানা গিয়েছে, হাতির পাল দলগাঁও জঙ্গল থেকে বেরিয়ে মালসাগাঁও এলাকায় ঢুকে পড়ে। সেখান থেকে প্রমোদনগর, নোটাহারা, গুয়াবরনগর এলাকায় বেশকিছু চাষের জমি ক্ষতি করে। আলু, কপি, বেগুন সহ বিভিন্ন সবজি পা দিয়ে মাড়িয়ে চলে যায় হাতির দলটি। প্রমোদনগর নোটাহারায় প্রায় ৫ বিঘা জমিতে লাগানে কপি নষ্ট হয় হাতির হানায়। শনিবার সকাল ৬টা নাগাদ প্রমোদনগর থেকে কাঠালবাড়ি নবনগর, ধূলাগাঁও হয়ে তাসাটি চা বাগানে পৌঁছায় হাতির দলটি। সেখান থেকে ফের দলগাঁও জঙ্গলের উদ্দেশে রওনা দেয়। হাতির হানায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। বন দপ্তরের দলগাঁওয়ের রেঞ্জার ধনঞ্জয় রায় জানান, হাতির দলের গতিবিধির উপর নজর রাখা হচ্ছে। দেখি কি করতে পারি। তবে সরকারের তরফে সব রকম ব্যবস্তাই নেওযা হবে বলে তিনি জানিয়ে দেন।

কুয়াশায় পথ দুর্ঘটনা এড়াতে চালকদের সচেতন করছে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, চৌপথি, ১৫ ডিসেম্বর ঃ শীত পড়তেই ঘন কুয়াশায় ঢেকে যাচ্ছে চারদিক। এতে জাতীয় সড়কসহ বিভিন্ন জায়গায় পথ দুর্ঘটনার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। ঘন কুয়াশায় গাড়ি চালাতে গিয়ে পথ দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটে। বিশেষ করে খুব ভোরে এবং রাতে ঘন কুয়াশা থাকে। তাই ওই সময় গাড়ি চালানোর ক্ষেত্রে চালকদের সাবধানতা অবলম্বন করা একান্ত জরুরি। দুর্ঘটনা এড়াতে তাই জাতীয় সড়কে প্রতিটি গাড়ির চালককে সতর্ক করার কাজ শুরু করলো শামুকতলা থানার পুলিশ। বুধবার রাতে ৩১ সি জাতীয় সড়কের মহাকাল চৌপথিতে বিভিন্ন গাড়ি চালকদের এ ব্যাপারে সচেতন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন শামুকতলা থানার ওসি জগদীশ রায় এবং ট্রাফিক ইন্সপেক্টর অভিষেক ভট্টাচার্য। ট্রাফিক ইন্সপেক্টর অভিষেক ভট্টাচার্য বলেন, ' পুলিশ সুপারের নির্দেশে শীতের শুরুতেই ঘন কুয়াশার কারণে যে দুর্ঘটনাগুলি ঘটে সেগুলি এড়াতে গাড়ির চালকদের সচেতন করার কাজ শুরু করেছি। টানা এই সচেতনতা কর্মসূচি চলবে।'

বেহালা যাদুবিন্দু'র আমি এক যাযাবর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর ঃ গত ১৪ই ডিসেম্বর ২০২৪, বেহালা শর সদনে, 'বেহালা যাদুবিন্দু মিউজিক্যাল ট্রুপ' আমি এক যাযাবর (ভাষান্তরে ভূপেন হাজারিকার গান) শীর্ষক এক ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান উপস্থাপন করে। দীর্ঘ গবেষণা ছাড়া এই অনুষ্ঠান করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত গানকে একত্র করে, একটি গানের মধ্যে স্তবকে স্তবকে সুসামঞ্জস্য করে প্রয়োগ করার বিষয়টিই অভিনব। এই অসাধারণ ও অভিনব অনুষ্ঠানটির পরিকল্পনা ও উপস্থাপনার জন্য সঙ্গীত পরিচালক রাম জীবন বন্দ্যোপাধ্যায়কে অসংখ্য ধন্যবাদ। ডঃ ভূপেন হাজারিকার গান নিয়ে এইরকম একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান পশ্চিমবঙ্গে মনে হয় প্রথম। অনুষ্ঠানটির মূল আকর্ষণ ছিল সঙ্গীত পরিচালকের 'সবার হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ' গানের সাথে অসামান্য নৃত্য প্রদর্শন। বেশিরভাগ গানই সম্মেলক। অন্নপূর্ণা ঘোষের গান যথাযথ। এছাড়া স্বপ্না দাস, রুনা নস্কর, লিলিমা দাস, মিতালী গোস্বামী ও মৌমিতা আদক , পীযূষ দাসগুপ্ত ও সুব্রত মজুমদার ভাল গেয়েছেন। দেবীপ্রসাদের গানে যথেষ্ট সুরের ঘাটতি ছিল । ব্যতিক্রমী আলোক রায়, যিনি গানের প্রতি যথাযথ সম্মান জানিয়েছেন। সঙ্গীত পরিচালক রাম জীবন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুদক্ষ পরিচালনায় সমগ্র অনুষ্ঠানটি সত্যিই এক চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠান উপস্থাপিত হয়েছে। শ্রোতাদের মনে দাগ কেটে যাওয়ার মতো অনুষ্ঠান ছিল যাদুবিন্দু'র আমি এক যাযাবর।

সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে বিনামূল্যে শীতবস্ত্র প্রদান

দুরন্ত বার্তা, সুতি, ১৪ ডিসেম্বর ঃ সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির, শীতবস্ত্র প্রদান এবং সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হলো জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার অন্তর্গত সুতি থানা এলাকায়। শনিবার সকাল থেকে সুতি থানার চাঁদের মোড় বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় আয়োজিত এই বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার ট্রাফিক ডিএসপি সুকান্ত হাজরা, সুতি থানার ওসি বিজন রায়, ট্রাফিক ওসি প্রণব কুমার রায় সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা। এদিন শতাধিক মানুষের হাতে শীত বস্ত্র প্রদান করা হয় সুতি সাব ট্রাফিক গার্ড পুলিশের পক্ষ থেকে। সাধারণ মানুষদের জন্য বিনামূল্যে চোখের চিকিৎসাও করা হয়। পাশাপাশি ট্রাফিক সচেতনতাই বেশ কয়েকজন বাইক চালক কে হেলমেট প্রদান করা হয় পুলিশের পক্ষ থেকে। মানুষের পাশে দাঁড়াতে এবং পথ সচেতনতাই পুলিশের এই মহতি উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান বিশিষ্ট জনেরা।

পাকিস্তানকে হারাতে ৪৭ বল লাগল ভারতের!

কুয়ালালামপুর, ১৫ ডিসেম্বরঃ অনূর্ধ্ব-১৯ মহিলা এশিয়া কাপে পাকিস্তানকে গুঁড়িয়ে দিল ভারত। রবিবার কুয়ালালামপুরে প্রথমে ব্যাট করে নির্ধারিত ২০ ওভারে সাত উইকেটে ৬৭ রান তোলে পাকিস্তান। জবাবে এক উইকেট হারিয়ে মাত্র ৪৭ বলেই সেই রানটা তুলে নেয় ভারত। অর্থাৎ ১২.১ ওভার বাকি থাকতে পাকিস্তানকে নয় উইকেটে ধ্বংস করে দিয়েছে টিম ইন্ডিয়া। ২৯ (৭৩ বল) বলে ৪৪ রানে অপরাজিত থাকেন জি কামিলইনি। আর ১৭ বলে ১৯ রানে অপরাজিত থাকেন সোনিকা চালকে। আর ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হয়েছেন সোনম যাদব। যিনি চার ওভারে ১৮ রান দিয়ে চার উইকেট নেন। রবিবার টসে জিতে পাকিস্তান যে ওরকম ভরাডুবির মুখে পড়ে, সেটার নেপথ্যে ছিলেন সোনম। তবে পাকিস্তানকে প্রথম ধাক্কাটা দেন জোশিথা ভি জে। দ্বিতীয় ওভারের শেষ বলে আউট করে দেন ফিজ্জা ফিয়াজ। তারপর কোনও উইকেট না হারিয়েই সপ্তম ওভার পার করে ফেলে পাকিস্তান। কিন্তু কার্যত রানই তুলতে পারছিল না। ফলে ভারত উইকেট না পেলেও পুরো চাপটা ছিল পাকিস্তানের উপরে। শেষপর্যন্ত অষ্টম ওভারের শেষ বলে মাহাম অনিসকে আউট করে দেন সোনম। যিনি ১৪ বলে তিন রান করেন। আর তারপর পরপর উইকেট হারাতে থাকে পাকিস্তান। খুব দ্রুত উইকেট না পড়লেও এত ঢিমেগতিতে পাকিস্তান রান তুলছিল যে ভারতের উপরে কোনও চাপই তৈরি হয়নি। ঢিমেগতিতে রান উঠছিল। আর মোটামুটি নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট আসছিল। রানের গতি এতটাই কম ছিল যে ৭.৫ ওভারে এক উইকেটে ২৯ রান থেকে ১৮.৩ ওভারে পাকিস্তান পৌঁছায় সাত উইকেটে ৫৮ রানে। শেষপর্যন্ত ৬৭ রানে থমকে যায়। সেই পরিস্থিতিতে ৬৮ রান তাড়া করতে নেমে শুরুতেই ধাক্কা খায় ভারত। দ্বিতীয় বলেই আউট হয়ে যান জি তৃষা। যদিও তারপর আর বিপদ হতে দেননি কামিলইনি এবং সোনিকা।

বেঙ্গল স্কোয়াডে শামি, চতুর্থ বিজিটি টেস্টে সুযোগ নেই

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ভারতীয় ক্রিকেটের অভিজ্ঞ পেসার মহম্মদ শামি, যিনি সম্প্রতি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরতে প্রস্তুত ছিলেন, সেই শামি এবার সোজা অস্ট্রেলিয়ায় যেতে পারেন না। তিনি বঙ্গ দলের হয়ে আসন্ন বিজয় হাজারে ট্রফির জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। তার এই নির্বাচন তৃতীয়বারের মতো এই ট্রফি খেলতে যাওয়ার সঙ্গেই কিছুটা নতুন বিতর্ক তৈরি করেছে, কারণ এই নিয়ে অনেকেই তার অস্ট্রেলিয়ায় আসন্ন চতুর্থ টেস্ট ম্যাচে অংশগ্রহণ নিয়ে বিভিন্ন ধরণের আলোচনা শুরু করেছিলেন। তবে এই মুহূর্তে শামি অস্ট্রেলিয়া যাবেন না, এবং বিজয় হাজারে ট্রফির জন্য বাংলার দলে জায়গা পেয়েছেন। ভারতীয় দল থেকে তার ফেরার সম্ভাবনা ছিল বেশ জোরালো। তবে, শামির ফিটনেস পরীক্ষা এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনার বিষয়ে কিছু স্পষ্ট সিদ্ধান্ত এখনও নেওয়া হয়নি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তার দীর্ঘ দিন পর আসার কারণে অনেকেই তাকে অস্ট্রেলিয়া সিরিজে ফেরানোর জন্য আশাবাদী ছিলেন, তবে বিসিসিআই, নির্বাচকরা এবং দলের ম্যানেজমেন্ট সাফ জানিয়েছে যে শামিকে এখনই অস্ট্রেলিয়ায় পাঠানোর কথা ভাবা হচ্ছে না। কারণ শামি এখনও ফিটনেসের বিষয়টি পুরোপুরি প্রমাণ করতে পারেননি। শামি ২০২৩ সালের বিশ্বকাপের পর ইনজুরির কারণে বেশ কিছু সময়ের জন্য আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে বাইরে ছিলেন। তিনি আঙুলের ইনজুরির জন্য ফেব্রুয়ারিতে অস্ত্রোপচার করেছিলেন, এবং তার পর থেকে আন্তর্জাতিক ম্যাচে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। যদিও তার পুনর্বাসন প্রক্রিয়া চলছে, তবে তাকে আবারও টেস্ট ক্রিকেটে ফিরানোর ব্যাপারে কোন তাড়াহুড়ো করা হচ্ছে না।

বর্তমানে শামি, একদিকে জাতীয় দল থেকে বাদ পড়লেও, শীঘ্রই ঘরোয়া ক্রিকেটে ফিরে এসে তার ফিটনেস প্রমাণের চেষ্টা করছেন। তিনি সম্প্রতি একটি রঞ্জি ট্রফি ম্যাচ খেলেছেন এবং সেখানেও দারুণ পারফরম্যান্স দেখিয়েছেন, যেখানে

তিনি ৭টি উইকেট নিয়েছিলেন। এরপর শামি ৯টি সাইয়েদ মুশতাক আলি ট্রফি ম্যাচেও অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং সেখানে ১১টি উইকেট নিয়ে বেশ খোশ মেজাজে ছিলেন। তবে, এই সিরিজের মাঝেই তার হাঁটুর ব্যথা কিছুটা বেড়ে যাওয়ায়, তাকে কিছু সময় বিশ্রাম নিতে হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে, বিসিসিআই এবং জাতীয় নির্বাচকরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, শামিকে পুরোপুরি ফিট হতে হবে, এবং তাতেই তাকে টেস্ট ক্রিকেটের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। বিশেষ করে, অস্ট্রেলিয়ায় বোলিং করাটা বেশ কঠিন এবং সেখানে ফিটনেস এবং ধৈর্যের পরীক্ষা নেয়া হয়। তাই, শামি যদি বিজয় হাজারে ট্রফির মাধ্যমে তার ফিটনেস প্রমাণ করতে পারেন, তাহলে তাকে পরবর্তী টেস্ট ম্যাচের জন্য ভাবা হতে পারে। বেঙ্গল দল নির্বাচনে শামির নাম এসেছে, এবং তিনি দলের সদস্য হিসেবে বিজয় হাজারে ট্রফিতে অংশ নেবেন। এই ট্রফিটি ৫০ ওভারের ঘরোয়া ক্রিকেট টুর্নামেন্ট, যেখানে দেশের বিভিন্ন রাজ্য দল অংশ নেয়। এই টুর্নামেন্টে খেলা শামির জন্য একটি সুযোগ হতে পারে যাতে তিনি নিজের ফিটনেস প্রমাণ করতে পারেন এবং ভবিষ্যতে টেস্ট দলে ফিরতে সক্ষম হন। বেঙ্গলের বিজয় হাজারে ট্রফি দলে আরও কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় রয়েছেন। এই দলে ভারতের জাতীয় দলের পেসার মুকেশ কুমারও আছেন, যাকে বিজিটি সিরিজের জন্য দলে জায়গা দেওয়া হয়নি। মুকেশ কুমার, যিনি বেশ কিছু আন্তর্জাতিক ম্যাচে সুযোগ পেয়েছিলেন, কিন্তু এই সিরিজে তাকে বিবেচনা করা হয়নি, সেক্ষেত্রে তার জন্যও এই টুর্নামেন্ট একটি বড় সুযোগ হতে পারে। শামি, যিনি দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় দলের গুরুত্বপূর্ণ পেস বোলার, বর্তমানে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তার ফিটনেসের প্রমাণ দেওয়ার জন্য আরও কিছু সময় নিয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছেন। চতুর্থ টেস্টের জন্য তাকে অস্ট্রেলিয়ায় পাঠানো নিয়ে এখনও কোনো আলোচনা হয়নি। এই মুহূর্তে তার আন্তর্জাতিক ম্যাচে ফিরে আসার পথ একটু কঠিনই মনে হচ্ছে। তবে, যদি শামি বিজয় হাজারে ট্রফির মাধ্যমে তার ফিটনেস প্রমাণ করতে সক্ষম হন, তাহলে তাকে পাঁচ নম্বর টেস্টের জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে, যা ৩ জানুয়ারি সিডনিতে শুরু হবে। এখনো পর্যন্ত, শামি এবং তার দলের সঙ্গে কোনো স্পষ্ট আলোচনা হয়নি যে তাকে অস্ট্রেলিয়ায় পাঠানো হবে কিনা। তবে, যদি তিনি যথেষ্ট ফিট হয়ে ওঠেন এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তাহলে তাকে পরবর্তী টেস্টে সুযোগ দেওয়া হতে পারে। এবং এর মাধ্যমে, শামির শীঘ্রই ফিরতে পারে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে, তবে সেটা সম্ভবত আরও কয়েকটি খেলায় তার পারফরম্যান্সের উপর নির্ভরশীল।

বাংলার দল- বেঙ্গল দলের অধিনায়ক হিসেবে থাকছেন সুদীপ কুমার ঘরামী, এবং অন্যান্য নির্বাচিত খেলোয়াড়দের মধ্যে রয়েছেন অনুষ্টুপ মজুমদার, অভিষেক পোড়েল (উইকেটকিপার), সুদীপ চট্টোপাধ্যায়, করণ লাল, শাকির হাবিব গান্ধী (উইকেটকিপার), সুমন্ত গুপ্ত, শুভম চট্টোপাধ্যায়, রঞ্জোট সিং খাইরা, প্রদীপ্ত প্রমাণিক, কৌশিক মৈতী, বিকাশ সিং, মুকেশ কুমার, সাক্ষম চৌধুরী, রোহিত কুমার, মহম্মদ কাইফ, সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল, সায়ান ঘোষ, কানিষ্ক শেখ।

ব্রিলিয়ান্ট বুমরা, দিন অস্ট্রেলিয়ার

ব্রিসবেন, ১৫ ডিসেম্বরঃ ট্রাভিস হেড ভারতকে দেখলেই জ্বলে ওঠেন, এ আর নতুন কী! ২০২৩ থেকে ভারতের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি রান ট্রাভিস হেডের। ওডিআই বিশ্বকাপ ফাইনাল, বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল। ভারতের দুটো ট্রফি হাতছাড়া হয়েছে ট্রাভিস হেডের জন্যই। এই সিরিজেও ভারত এখন ব্যাক সিটে। এর কারণ ট্রাভিস হেডই। পারথে জিতে সিরিজে ১-০ লিড নিয়েছিল ভারত। কিন্তু অ্যাডিলেডে হেডের সেঞ্চুরি। সমতা ফিরিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। ব্রিসবেন টেস্টেও চালকের আসনে। স্টিভ স্মিথের সেঞ্চুরির সঙ্গে ট্রাভিস হেডের ১৫২। বুমরার ব্রিলিয়ান্সের পরও ম্যাচের দ্বিতীয় দিন পুরোপুরি অস্ট্রেলিয়ার। অফসাইডে স্কোয়ারে সবচেয়ে বেশি শতাংশ রান তুললেন হেড। এর জন্য তাঁর যেমন কৃতিত্ব, ভারতের ফিল্ড

প্লেসমেন্ট নিয়েও প্রশ্ন। থার্ডম্যান কিংবা ডিপ থার্ডম্যানে একজন ফিল্ডার থাকলে? পয়েন্ট ফিল্ডার এতটা পিছনে না থাকলে! হয়তো কিছুটা বদল হত। আরও একটা ভাবার বিষয়, একাদশে বুমরা না থাকলে কী হত! প্রথম ইনিংসে ইতিমধ্যেই ৭ উইকেটে ৪০৫ রান তুলে নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। অ্যালেক্স ক্যারি শেষ দিকে ক্যামিও ইনিংস খেলছেন। বুমরার ফাইফার ছাড়া ভারতের প্রাপ্তির ঝুলি শূন্য। আকাশ দীপ দুর্দান্ত বোলিং করলেও উইকেট কলাম খালি। মহম্মদ সিরাজ শেষ বেলায় একটা উইকেট। সিরাজের চোট থাকায় ২০ মিনিট মাঠের বাইরে ছিলেন। পঞ্চম বোলারের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ রবীন্দ্র জাডেজা, নীতীশ রেড্ডি। শেষের জন এক উইকেট নিলেও সার্বিক ভাবে ভালো বলা যায় না। ম্যাচের এখন তিন দিন বাকি। অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসে ৪৫০ পেরিয়ে গেলে ভারতের পক্ষে ঘুরে দাঁড়ানো এবং জয়ের স্বপ্ন দেখা কঠিন। ভারতীয় শিবিরে একটাই প্রশ্ন ঘোরাফেরা করছে, জসপ্রীত বুমরা না থাকলে কী হত! প্রথম ইনিংসে ৭ উইকেট হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। এর মধ্যে পাঁচটিই বুমরার দখলে। টেস্টে এই নিয়ে ১২ ইনিংসে ফাইফার। এই বোলিং কম্বিনেশনে কীসের অভাব? চোখে আঙুল দিয়ে দেখালেন অজি কিংবদন্তি। সায় দিলেন শাস্ত্রীও। ভারত-অস্ট্রেলিয়া টেস্টে ধারাভাষ্য দিচ্ছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ক্রিকেটার অ্যাডাম গিলক্রিস্ট। বুমরা ছাড়া ভারতীয় বোলারদের পরিস্থিতি দেখে কার্যত করুণার সুরেই বলেন, ''নিঃসন্দেহে ভারতীয় দল মহম্মদ সামিকে মিস করছে। বুমরার সঙ্গে সামিকে প্রয়োজন ছিল।'' দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভারতের প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রী বলেন, ''হ্যাঁ''। আর এক ধারাভাষ্যকার মার্ক নিকোলাসও মনে করেন, বুমরা যথাযথ সাহায্য পাচ্ছেন না। সামির নাম না নিলেও বলেন, ''যা পরিস্থিতি দেখছি, বুমরাকেই সবগুলো ওভার করালে ভারত ঘুরে দাঁড়াতে পারে।'' ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা ব্যাটিং কোচ সঞ্জয় বাঙ্গার অবশ্য মনে করেন না, ভারতীয় বোলিং কম্বিনেশনে কিছু মিসিং রয়েছে। পোস্ট ম্যাচ শো-তে বলেন, ''ভারতীয় বোলিং কম্বিনেশনে জসপ্রীত বুমরার সঙ্গে মহম্মদ সিরাজ রয়েছে। ভুললে চলবে না, বুমরার পর টেস্টে সিরাজই দ্বিতীয় পছন্দের পেসার।'' সঞ্জয় বাঙ্গার যাই বলুন, দ্বিতীয় দিন অজি ব্যাটাররা বারবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন, বুমরার ওভার কাটিয়ে দিয়ে কী ভাবে দ্রুত রান তোলা যায়। মহম্মদ সামিকে দ্রুতই যে অস্ট্রেলিয়ায় পাঠানো হবে না টিম ম্যানেজমেন্টের ইঙ্গিতেই পরিষ্কার। প্রত্যাবর্তনের পর রঞ্জি ট্রফিতে একটি ম্যাচ খেলেছেন। সৈয়দ মুস্তাক আলিতেও দুর্দান্ত পারফর্ম করেছেন। বিজয় হাজারে ওয়ান ডে ট্রফির জন্যও বাংলা স্কোয়াডে রয়েছেন সামি। তবে এই টেস্টের যা পরিস্থিতি, দ্রুতই হয়তো সামিকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে হবে।

ভাল্লেকানোর সঙ্গে ৩-৩ গোলের ড্র রিয়ালের

মাদ্রিদ, ১৫ ডিসেম্বরঃ ম্যাচটি ভাল্লেকাসে, রিয়াল মাদ্রিদের জন্য এটাই ছিল শঙ্কার। রায়ো ভাল্লেকানোর এই মাঠে আজকের আগে সর্বশেষ চার ম্যাচের তিনটিতেই পয়েন্ট হারিয়েছে রিয়াল। সেই শঙ্কা নিয়েই এবারও যদি রিয়াল ভাল্লেকাসে গিয়ে থাকে, শুরুতে সেটা আরও একবার তাদের সেটা ঘিরে ধরার কথা। কারণ, এই ম্যাচে যে ৪ মিনিটেই পিছিয়ে পড়ে তারা। ৩৬ মিনিটে ব্যবধান ২-০ করে ভাল্লেকানো। প্রথমার্ধেই ৬ মিনিটের দুর্দান্ত এক স্পেলে ফেদেরিকো

ভালভের্দে ও জুড বেলিংহামের দুই গোলে সমতায় ফেরে রিয়াল। পরে রদ্রিগোর গোলে এগিয়েও যায় তারা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ৩-৩ গোলের ড্র নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয়েছে রিয়ালকে। এই ড্রয়ের পর ১৭ ম্যাচে ৩৭ পয়েন্ট নিয়ে স্প্যানিশ লা লিগায় দ্বিতীয় স্থানে আছে রিয়াল। সমান ম্যাচে ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে বার্সেলোনা। ম্যাচের ৪ মিনিটেই ভায়েকানোকে এগিয়ে দেন উনাই লোপেজ। ভাল্লেকানো ব্যবধান দ্বিগুণ করে ৩৬ মিনিটে আবদুল মুমিনের গোলে। ২-০ গোলে পিছিয়ে পড়েও হাল ছাড়েনি রিয়াল। চোটের কারণে কিলিয়ান এমবাপে না থাকলেও রদ্রিগো-আর্দা গুলের-জুড বেলিংহামদের সমন্বয়ে গড়া আক্রমণভাগ বারবার আছড়ে পড়ছিল ভাল্লেকানোর রক্ষণে। আক্রমণাত্মক এ ফুটবলের ফল দ্রুতই পায় রিয়াল। ৩৯ মিনিটে গুলেরের পাস থেকে প্রায় ৩৫ গজ দূর থেকে বুলেট গতির এক শটে ব্যবধান ১-০ করেন রিয়ালের উরুগুইয়ান ফরোয়ার্ড ভালভের্দে। প্রথমার্ধের শেষ মিনিটে রিয়াল ম্যাচে ফেরে ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড রদ্রিগোর ক্রস থেকে ইংলিশ মিডফিল্ডার বেলিংহামের দুর্দান্ত এক হেডে। দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই ভাল্লেকানোর রক্ষণে আক্রমণের ধার বাড়ায় রিয়াল। খুব দ্রুতই এর ফলও পেয়ে যায় তারা। ৫৬ মিনিটে রিয়ালকে এগিয়ে দেওয়া গোলটি করেন রদ্রিগো, তাঁকে সহায়তা করেন গুলের। কিন্তু লিড বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেনি রিয়াল। ৮ মিনিট পরই আবার ভাল্লেকানো সমতায় ফেরে ইসি পালাজোনের গোলে। শেষ পর্যন্ত ৩-৩ গোলের সমতা নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয়েছে রিয়ালকে।

বিজিটি-র মাঝেই বোর্ড দেশে পাঠাচ্ছে ৩ ক্রিকেটারকে

ব্রিসবেন, ১৫ ডিসেম্বরঃ ব্রিসবেনে চলছে ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার বর্ডার গাভাসকর ট্রফির তৃতীয় টেস্ট। প্রথম দিন বৃষ্টির কারণে পুরো খেলা হয়নি। দ্বিতীয় দিন খেলা সময় মতোই শুরু হয়েছে। এরই মাঝে জানা গিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট টিম সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৩ ক্রিকেটারকে রিলিজ করার। তাঁরা ভারতীয় টিমের সঙ্গে রিজার্ভ প্লেয়ার হিসেবে সফর করছেন। হঠাৎ এই সিদ্ধান্ত কেন নিয়েছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট? কোন ৩ ক্রিকেটারকেই সিরিজের মাঝপথে দেশে পাঠানো হচ্ছে? জেনে নিন বিস্তারিত। এক রিপোর্ট অনুযায়ী, মুকেশ কুমার, যশ দয়াল ও নভদীপ সাইনি এই তিন ক্রিকেটারকে অস্ট্রেলিয়া

থেকে এ বার দেশে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতীয় টিম অম্যানেজমেন্ট। এই তিন পেসার বর্ডার গাভাসকর ট্রফির শুরু থেকেই দলের সঙ্গে সফর করছিলেন। এ বার তাঁদের ভারতে পাঠিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে টিম কারণ, সামনেই বিজয় হাজারে ট্রফি। ২১ ডিসেম্বর থেকে তা শুরু হবে। সেখানেই অংশগ্রহণ করার জন্য মুকেশদের অজি সফরের স্কোয়াড থেকে রিলিজ করে দেওয়া হচ্ছে। ব্রিসবেন টেস্ট হয়ে যাওয়ার পর মেলবোর্ন ও সিডনিতে খেলবে ভারতীয় টিম। নভদীপ সাইনি ও মুকেশ কুমার শুরু থেকেই বর্ডার গাভাসকর ট্রফির জন্য ভারতীয় স্কোয়াডে ছিলেন। যশ দয়ালকে পরবর্তীতে স্কোয়াডে নেওয়া হয় রিজার্ভ প্লেয়ার হিসেবে। খলিল আহমেদ পারথের নেট সেশনে ১০০ উজাড় করতে পারেননি বলে, তাঁর পরিবর্তে যশ দয়ালকে স্কোয়াডে নেওয়া হয়। মুকেশ ও যশ ভারতের সিনিয়র টিমের নেটেই সময় কাটিয়েছেন। কিন্তু নভদীপ সাইনি ভারত-এ টিমের হয়ে নেটে সময় কাটানোর পর সিনিয়র টিমে যোগ দিয়েছিলেন। ব্রিসবেন টেস্টের প্রথম দিন তাঁকে ডাগআউটে দেখা গিয়েছিল। এ বার তিনি দেশে ফেরার বিমান ধরার জন্য তৈরি। ভারতে ফেরার পর বাংলার হয়ে এ বার বিজয় হাজারে ট্রফিতে অ্যাকশনে দেখা যাবে মুকেশ কুমারকে। উত্তরপ্রদেশের হয়ে যশ দয়াল নামবেন এই টুর্নামেন্টে।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে আরও চাপে পাকিস্তান

দুবাই ও ইসলামাবাদ, ১৫ ডিসেম্বরঃ আগামী বছরের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিকে কেন্দ্র করে বিভক্ত পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) কর্তারা। প্রতিযোগিতার হাইব্রিড মডেল মানা নিয়ে আপত্তি রয়েছে কর্তাদের একাংশের। অন্য অংশ আবার ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) সঙ্গে বিরোধে না-যাওয়ার পক্ষপাতী। তাঁদের মতে, পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নকভির পিছিয়ে আসা উচিত হবে না। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি সম্পূর্ণ পাকিস্তানে আয়োজনের ব্যাপারে অনড় থাকা উচিত তাঁর। হাইব্রিড মডেলের বিরোধী পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার রশিদ লতিফও। তিনি বলেছেন, ''মহিলাদের কোনও প্রতিযোগিতা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির বিকল্প হতে পারে না। এই প্রস্তাব মেনে নেওয়া উচিত হবে না।'' তিনি আরও বলেছেন, ''এখনও বলা হচ্ছে ২০২৭ বা ২০২৮ সালের মহিলাদের বিশ্বকাপ আয়োজনের দায়িত্ব পাকিস্তানকে দেওয়া হবে। অনেকে খুশি হতে পারেন। আইসিসির দুটো প্রতিযোগিতা আয়োজনের কথা ভাবতে পারেন তাঁরা। কিন্তু ওই প্রতিযোগিতা কি একই মানের? তার মানে তো ২০২৬ সালে পাকিস্তান দল ভারতে গেলে তবে, ২০২৭ সালে ভারতের মহিলা দল পাকিস্তানে আসবে!'' পিসিবির এক কর্তা বলেছেন, ''আইসিসি কি আমাদের ললিপপ দিতে চাইছে? সম্মতি জানানোর অর্থ আর একটা প্রতিযোগিতা আয়োজনের দায়িত্ব পাওয়ার আশ্বাস। অথচ লিখিত কিছু দেওয়া হবে না। তাতে পাকিস্তানের লাভ কী? আগামী বছরের এশিয়া কাপ হলেও একটা কথা। পিসিবির দাবি করা উচিত। মহিলাদের বিশ্বকাপ বা অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপ আয়োজন করে পিসিবির কোনও লাভ হবে না। পিসিবি এই ললিপপটা নিলে নিজেরই ক্ষতি করবে।''

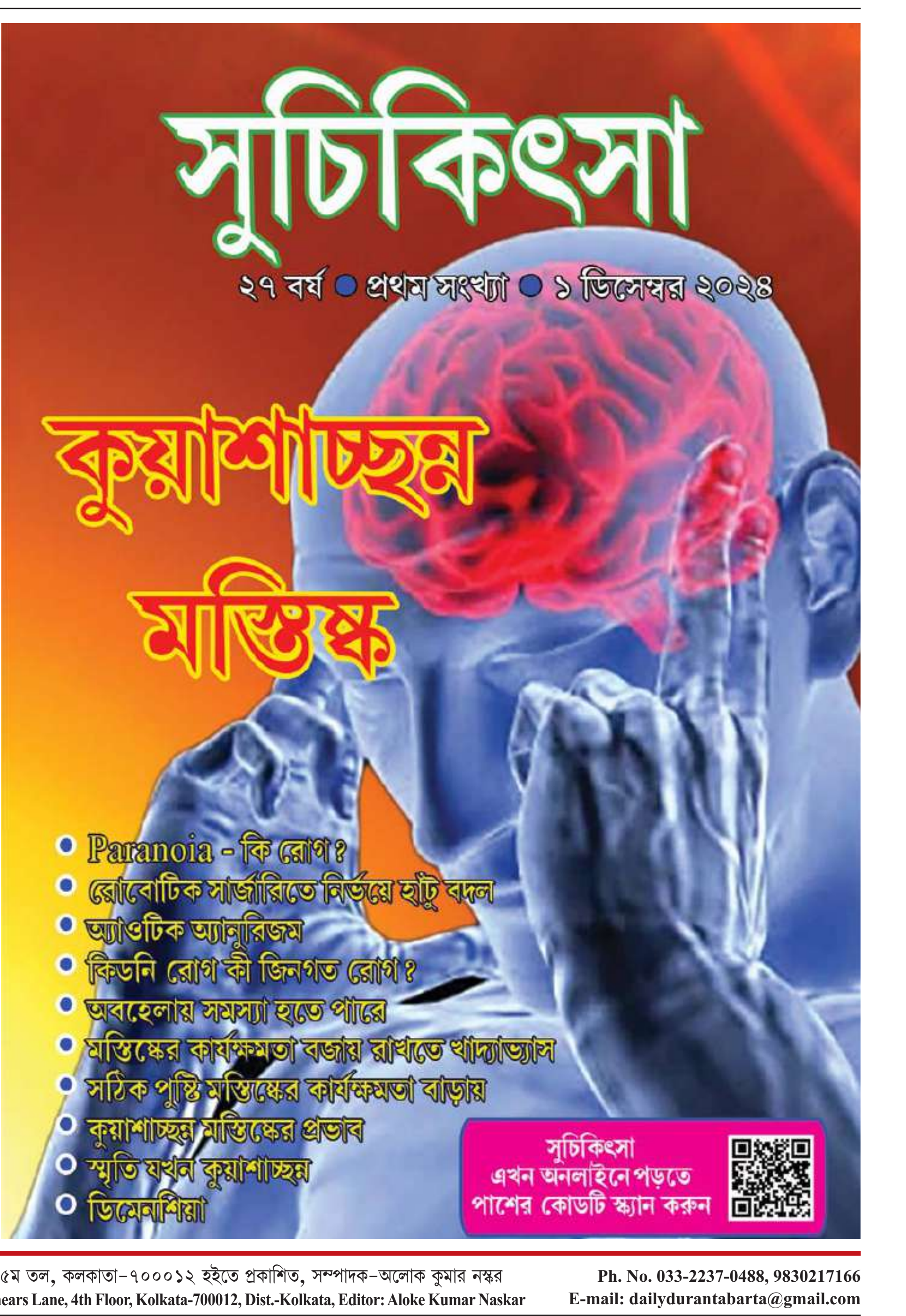

ফুলহামের বিরুদ্ধে দু'বার পিছিয়ে পড়েও জয়ের সমান ড্র ১০ জনের লিভারপুলের

লিভারপুল, ১৫ ডিসেম্বরঃ ১ জন কম নিয়ে ২ বার পিছিয়ে থাকা। চ্যাম্পিয়ন হতে গেলে তো এমন পরিস্থিতিতে থেকেই বদলাতে হয় ম্যাচের গতিপথ। লিভারপুলের জন্যও ফুলহামের বিপক্ষে আজকের ম্যাচটা ছিল তেমনই চ্যালেঞ্জের, নিজেদের প্রমাণের। যে চ্যালেঞ্জে আর্নে স্লটের দল উতরেও গেল দারুণভাবে। শেষ পর্যন্ত জিততে না পারলেও পেয়েছে জয়ের সমান রোমাঞ্চকর এক ড্র। ঘরের মাঠ অ্যানফিল্ডে ফুলহামের সঙ্গে লিভারপুল ড্র করেছে ২-২ গোলে। এই ড্রয়ের ফলে প্রিমিয়ার লিগে ১১ ম্যাচ অপরাজিত থাকল 'অল রেড'রা। আজ খেলার ধারার বিপরীতে ১১ মিনিটের মাথায় আন্দ্রেই পেরেইরার গোলে পিছিয়ে পড়ে লিভারপুল। সেই গোলের রেশ কাটানোর আগেই লিভারপুলের বিপদ আরও বাড়ে ১৭ মিনিটে দেখা অ্যান্ড্রু রবার্টসনের লাল কার্ডে। ভিএআরেও লাল কার্ডের সিদ্ধান্ত না বদলানোয় ১০ জন নিয়েই বাকি সময় খেলার জন্য প্রস্তুতি নিতে হয় লিভারপুলকে। তবে এমন বিপর্যস্ত অবস্থাতেও হাল ছাড়েনি লিভারপুল। মোহাম্মদ সালাহর ১০০তম অ্যাসিস্টে বিরতির পরপর লিভারপুলকে সমতায় ফেরান কোডি গাকপো। কিন্তু ৭৬ মিনিটে রদ্রিগো মুনিজের গোলে দ্বিতীয়বার পিছিয়ে পড়ার পর মনে হচ্ছিল লিভারপুলের কপালে বোধ হয় আজ হারটাই লেখা। কিন্তু ৮ ম্যাচ ও ৫৪ দিন পর চোট কাটিয়ে ফিরে নিজের গুরুত্ব বোঝালেন দিয়েগো জোতা। ৮৬ মিনিটে এই পর্তুগিজ ফরোয়ার্ডের গোলেই প্রায় হাত ফসকে যাওয়া ম্যাচ বাঁচিয়ে ফেলে লিভারপুল। এই ড্রয়ে ১৫ ম্যাচে ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থাকল লিভারপুল। দুইয়ে থাকা চেলসির চেয়ে এখনো ৫ পয়েন্টে এগিয়ে আছে তারা। ঘরের মাঠে ১৭ মিনিটের মধ্যেই মূলত ভিন্ন এক পরিস্থিতিতে পড়তে হয়েছে লিভারপুলকে। সম্ভবত এ মরসুমে এর চেয়ে জটিল অবস্থায় আর পড়েনি স্লটের ছন্দে থাকা দলটি। তবে বিপর্যয়ের মধ্যেও পথ হারায়নি তারা। গুছিয়ে নিয়ে নিজের সহজাত

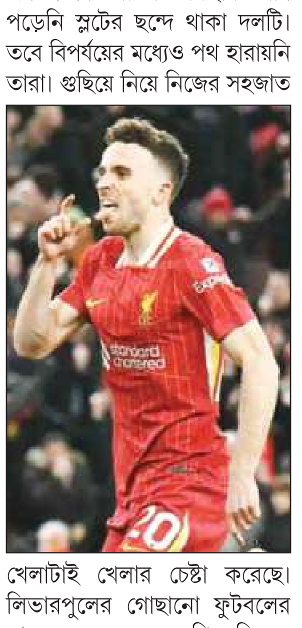

খেলাটাই খেলার চেষ্টা করেছে। লিভারপুলের গোছানো ফুটবলের সামনে একজন বেশি নিয়েও ফুলহামকে নির্ভর করতে হচ্ছিল প্রতি-আক্রমণের ওপর। এর মধ্যে ৪২ মিনিটে কাছাকাছি গিয়েও সমতা ফেরাতে পারেনি লিভারপুল। পিছিয়ে থেকেই তাই যেতে হয় বিরতিতে। বিরতির পরও লিভারপুলের শুরুটা ছিল আগ্রাসী। যার ফলে মাত্র ২ মিনিটের মধ্যে গোল আদায় করে নেয় আয়োজকেরা। ডান প্রান্ত দিয়ে সালাহর অসাধারণ এক ক্রসে ডাইভিং হেডে বল জালে জড়িয়ে লিভারপুলকে সমতায় ফেরান গাকপো। সমতায় ফেরা লিভারপুলকে দেখে বোঝাই যাচ্ছিল না তারা একজন কম নিয়ে খেলছে। এ সময় আক্রমণের পর আক্রমণে ফুলহামের নাভিশ্বাস তুলে ছেড়েছে টেবিল টপাররা। ম্যাচের ৬৬ মিনিটে দমিনিক সোবোসলাইয়ের পাসে সুযোগ পেয়েও সেটা কাজে লাগাতে পারেননি সালাহ। ফুলহামও অবশ্য চেষ্টা করছিল প্রতি-আক্রমণ থেকে গোল আদায়ের। কয়েকবার ব্যর্থ হওয়ার পর অবশেষে ৭৬ মিনিটে আর ভুল করেনি অ্যানফিল্ডের অতিথিরা। প্রতি-আক্রমণ থেকেই মুনিজ গোল করে এগিয়ে দেন ফুলহামকে। দ্বিতীয়বার পিছিয়ে পড়া লিভারপুল অবশ্য গোলের লক্ষ্যে ঠিকই চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। ৮২ মিনিটে দারুণ একটি সুযোগ পেয়েও অল্পের জন্য ব্যর্থ হয় লিভারপুল। তবে ৮৬ মিনিটে অ্যানফিল্ডের দর্শকদের স্বস্তি এনে দেন বদলি নামা জোতা। মাঠে নামার ৭ মিনিটের মধ্যে দুর্দান্ত ফিনিশিংয়ে লিভারপুলকে সমতায় ফেরান এই ফরোয়ার্ড। সমতায় ফিরে ম্যাচের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আক্রমণের ঝড় অব্যাহত রাখে লিভারপুল। একাধিকবার গোলের খুব কাছেও পৌঁছে গিয়েছিল তারা। যদিও শেষ পর্যন্ত কাঙ্ক্ষিত গোলটি আর পাওয়া হয়নি। ড্র নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয় শীর্ষ থাকা দলটিকে। রাতের অন্য ম্যাচে এভারটনের সঙ্গে ড্র করেছে আর্সেনাল। ঘরের মাঠে পয়েন্ট হারানোয় গানারদের ওপর চাপ আরও বাড়ল। ১৬ ম্যাচ শেষে তিনে থাকা আর্সেনালের পয়েন্ট এখন ৩০।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com